বিজয়নগর

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য—১॥০

প্রিণ্টার—
শ্রীবলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫২।২, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লেখকের কথা

বিজয়নগর নাটক সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলবার আছে। বহুদিন পূর্ব্বে মিনার্ভা থিয়েটারে আমার রচিত "অভিযান" নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। নাটকের প্রধান চরিত্র 'মহম্মদ তোঘলক'রূপে মঞ্চাবতরণ করেছিলেন বাণীবিনোদ নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী। তাঁর অনন্যসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্য নাটকখানিকে তখন রসিক-দর্শক সমাজের নিকট পরম উপভোগ্য করে তুলেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মাত্র কয়েক রজনী অভিনয় করবার পর নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী মহাশয় অসুস্থ হয়ে পড়েন, মহম্মদ তোঘলকের চরিত্রে রূপদান করতে পারেন এরূপ আর কোনও দক্ষ-শিল্পীকে মিনার্ভার কর্তৃপক্ষ তখন সম্প্রদায়ভুক্ত করতে পারেন নি; তাই বাধ্য হয়ে নাটকখানির অভিনয় আকস্মিক ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

"বিজয়নগর" নাটকে আমি "অভিযানের" কতকগুলি দৃশ্য সামান্য পরিবর্ত্তন করে গ্রহণ করেছি। কতকগুলি সম্পূর্ণ নূতন দৃশ্যও সংযোজনা করেছি। বিশেষ করে নাটকের শেষ কয়েকটি দৃশ্য একেবারে নূতনভাবে রচিত—যার ফলে নাটকের পরিণতিও ঘটেছে—"অভিযান" হ'তে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে। ঐতিহাসিক সত্যের দিকেও লক্ষ্য রেখে বহুস্থানে পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন করা হয়েছে মোট কথা, আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন এবং নূতন দৃশ্য যোজনার ফলে—"বিজয়নগর" একখানি নূতন নাটকরূপেই গড়ে উঠেছে। তাই বর্ত্তমান আকারে নাটকখানিকে প্রকাশ করলুম।

ইতি—মহেন্দ্র গুপ্ত

—ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত—

প্রথম অভিনয় রজনী : শনিবার ২৩শে জুলাই

১৯৪৯

—সংগঠনকারীগণ—

স্বত্বাধিকারী—	শ্রীসলিলকুমার মিত্র।
পরিচালক—	শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত।
দৃশ্য শিল্পী—	শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মঞ্চ-তত্ত্বাবধায়ক	শ্রীঅনিল বসু।
নৃত্য শিল্পী—	শ্রীবাদল কুমার।
স্মারক—	শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।
রূপসজ্জাকর—	শ্রীনন্দলাল গাঙ্গুলী, শ্রীওঙ্কার মিশ্র, শ্রীসত্যেন সর্ব্বাধিকারী, শ্রীবটকৃষ্ণ দে, শ্রীফেলারাম দাস, শ্রীমদন মোহন সাধু, শেক্ ফরহাদ্ ও শেক্ নুরু।
আলোক নিয়ন্ত্রণকারী—	শ্রীমন্মথ ঘোষ, শ্রীশৈলেন গুঁই, শ্রীকাশিরাম, শ্রীবৃহস্পৎরাম, শ্রীগোষ্ঠ-বিহারী ঘোষ ও শ্রীভানু মুখোপাধ্যায়।

এম্‌প্লিফায়ার বাদক—　শ্রীদুলাল মল্লিক ও
শ্রীদানিস্‌ পাল।

যন্ত্রীসঙ্ঘ—　শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীকালী বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীকার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়,
শ্রীশিশির চক্রবর্ত্তী,
শ্রীসতীশ বসাক, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র
দে, শ্রীমিহির মিত্র,
শ্রীমুরারী রায়চৌধুরী ও
শ্রীঅনিলকুমার রায়।

[illegible]

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃবৃন্দ

গিয়াসুদ্দিন তোঘলক	শ্রীজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
মহম্মদ তোঘলক	শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত।
গঙ্গুবাহমণী	শ্রীসন্তোষ দাস।
হাসান বাহমণী	শ্রীঅনুপ কুমার।
দীপক বাহমণী	কুমারী শেফালী। (ছোট)
পীর বাহরাম	শ্রীসন্তোষ সিংহ।
বাহাউদ্দিন	শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।
মালেক খসরু	শ্রীদেবেন বন্দ্যোপাধ্যায়। (এঃ)
ফিরোজ তোঘলক	শ্রীসত্য পাঠক।
কিচঁনু খাঁ	শ্রীপ্রবোধ মুখোপাধ্যায়। (এঃ)
আমেদ হোসেন	শ্রীমুরারী মুখোঃ। (বাণীবাবু)
হরিহর রায়	শ্রীমিহির ভট্টাচার্য্য।
বিদ্যারণ্য	শ্রীকালিপদ চক্রবর্ত্তী।
রণমল্ল	শ্রীচন্দ্রশেখর দে।
কনৌজ সুবাদার	শ্রীপতিতপাবন মুখোপাধ্যায়।
সিন্ধু সুবাদার	শ্রীবলাই গরাই।
দেবগিরি সুবাদার	শ্রীউমাপদ বসু।
ওগ্‌দাই খান	শ্রীসুশীল ঘোষ।
কুয়ুক	শ্রীঅরুণ চট্টঃ। (আদলবাবু)
চাগদাই	শ্রীমনি চট্টোপাধ্যায়। (এঃ)
মাঙ্গু	শ্রীবিষ্ণু সেন।

ফকিরগণ	শ্রীশান্তি দাসগুপ্ত, শ্রীপতিত পাবণ মুখোপাধ্যায, শ্রীউমাপদ বসু ও শ্রীশৈলেন রায়।
মোগল দস্যুগণ	শ্রীরাধানাথ নস্কর, শ্রীসলিল সরকার ও শ্রীশঙ্কর সরকার।
প্রতিহারীগণ ও নাগরিকগণ	শ্রীঅজিত বসু, শ্রীসুখেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেন বন্দ্যোঃ, শ্রীতারক ভট্টাঃ, শ্রীজয়দেব নাগ, শ্রীঅমল চট্টোঃ ও শ্রীশ্যামাপদ ঘোষ।
শিরিবানু	শ্রীমতী ফিরোজাবালা।
গুলবানু	শ্রীমতী বন্দনা দেবী।
উৎপলবর্ণা	শ্রীমতী ঝর্ণা দেবী।
মুন্না	শ্রীমতী মীনা।
প্রতিহারিণী	শ্রীমতী মীরা।
নর্ত্তকীগণ	শ্রীমতী সরসী, শ্রীমতী বীণা ঘোষ, শ্রীমতী বীণা সরকার, শ্রীমতী মীনা, শ্রীমতী মীরা, ,, মঞ্জু, শ্রীমতী আঙ্গুর, ,, অন্নপূর্ণা।
তরবারি নৃত্যে	শ্রীবাদলকুমার ও শ্রীমতী বীণা ঘোষ।

—চরিত্রলিপি—

—পুরুষ—

গিয়াসুদ্দিন্ তোঘলক	দিল্লীর বাদ্‌শাহ।
মহম্মদ্ তোঘলক	ঐ পুত্র।
বিদ্যারণ্য	বিজয়নগরের মন্ত্রী।
গঙ্গুবাহমণী	হিন্দু জ্যোতিষী।
হাসান বাহমণী	ঐ পালিত পুত্র।
দীপক বাহমণী	ঐ পুত্র।
মালেক খসরু	বাদশাহের সেনাপতি।
পীর বাহরাম	সরল বিশ্বাসী বৃদ্ধ।
আমেদ হোসেন	শিল্পী।
বাহাউদ্দিন	মহম্মদের ভাগিনেয়।
ফিরোজ তোঘলক	সেনানী।
হরিহর রায়	বিজয়নগরের রাজা।
রণমল্ল	ঐ সেনাপতি।
কির্চলু খাঁ	বাদশাহের সেনাপতি।
ওগদাই খাঁন	মোঙ্গলীয় দস্যু।
কুযুক	ঐ
চাকদাই	ঐ
মাঙ্গু	ঐ

সুবাদারগণ, ফকিরগণ, নাগরিকগণ, মোঙ্গল দস্যুগণ, সৈনিকগণ, প্রতিহারী, প্রহরী ও জহ্লাদ।

—স্ত্রী—

উৎপলবর্ণা	বিজয়নগরের রাণী।
শিরিবানু	মহম্মদের পালিতা কন্যা।
গুলবানু	ঐ বাঁদী।
মুন্না	ঐ

প্রতিহা' ও নর্ত্তকীগণ।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিজয়নগর প্রাসাদ চত্বর।

নর্ত্তক ও নর্ত্তকী অস্ত্র-নৃত্য করিতেছিল। তাহারা প্রস্থান করিলে একটু পরে- হরিহর রায় ও রাণী উৎপলবর্ণার প্রবেশ।

হরিহর—রাণী উৎপলবর্ণা! উৎসব কচ্ছ মহারাণী?

উৎপল—করব না? দক্ষিণ ভারতে আমার স্বামী ও দেবর নূতন সার্ব্বভৌম হিন্দুরাষ্ট্র এই বিজয়নগরের স্থাপনা করেছেন। আজ আমি বিজয়নগরের অধিশ্বরী, এ আনন্দ উৎসবে আজ তোমাকেও যোগ দিতে হবে প্রভু!

হরিহর—না দেবী, এখন উৎসব নয়।

উৎপল—মহারাজ!

হরিহর—আমি—আমি বড় কঠিন সমস্যায় পড়েছি দেবী! দিল্লীর বাদশাহী দরবার হতে আমন্ত্রণ এসেছে, আমায় দিল্লী যেতে হবে।

উৎপল—দিল্লী, কেন?

হরিহর—দিল্লীর বাদশাহ গিয়াসুদ্দিন তোঘলক বাংলাদেশে বিদ্রোহ দমন করতে যাবার সময় শাহজাদা মহম্মদকে তাঁর অনুপস্থিত-কালে রাজকার্য্য পরিচালনা করতে নিযুক্ত করেছিলেন। বাদশাহ এবার বাংলাদেশ হতে দিল্লীতে ফিরে আসছেন। এখন শাহজাদা মহম্মদ আমায় আমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন দিল্লীতে

উপস্থিত থেকে বাদশাহকে অভ্যর্থনা করবার অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য।

উৎপল—সে অনুষ্ঠানে বিজয়নগর যোগ দেবে কেন? বিজয়নগর তো দিল্লীর অধীন বা সামন্তরাজ্য নয়!

হরিহর—সে জন্য নয় রাণী! শাহজাদা মহম্মদ লিখেছেন, দিল্লীশ্বর বিজয়নগরের সার্ব্বভৌম স্বাধীনতা মেনে নিয়েছেন। তবে বর্ত্তমানে দেশের নানাদিকে অশান্তি, বিশেষতঃ দুর্দ্ধর্ষ মোগল দস্যু চেঙ্গিস খানের আক্রমণের পর হতে বারম্বার নানা দলে বিভক্ত হয়ে মোগল দস্যুগণ ভারতের দ্বারদেশে হানা দিচ্ছে। এ সময় ভারতের সমস্ত জাতীয় শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হতে না পারলে—হয়তো এ দেশকে আবার বিদেশীর পদানত হতে হবে! তাই বাদশাহ ইচ্ছা করেন, বিজয়নগর দিল্লীর সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করুক! সেই উদ্দেশ্যেই আমাকে এবং বুক্কারায়কে আমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন দিল্লীতে।

উৎপল—কিন্তু মনে পড়ে প্রভু, তখনও এ বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়নি; তুমি এবং তোমার সহোদর বুক্কারায় বরঙ্গলে প্রতাপ রুদ্রদেবের সৈন্যাপত্য করতে। সেদেশ পাঠানের অধিকৃত হবার পর, তোমরা আশ্রয় নিলে তুঙ্গভদ্রা তীরে আনাগণ্ডী রাজ্যে। সেখান থেকে তোমাদের দুই ভাইকে বাদশাহী ফৌজ বন্দী করে নিয়ে গেল দিল্লীতে। এবার যদি তোমাদের দুই ভাইকে আয়ত্তে পায়—

(বিদ্যারণ্যের প্রবেশ)

বিদ্যারণ্য—না মা, এবার দুজন নয়—দিল্লীতে যদি যেতে হয়—তবে এবার যাবে শুধু রাজা হরিহর রায়।

হরিহর—গুরুদেব!

বিদ্যা—হ্যাঁ বৎস, তুমি বুক্কারায়কে রাজধানীতে আনতে চেয়েছিলে। কিন্তু আমি ভেবে দেখলুম, নব অধিকৃত উদয়গিরি প্রদেশ পরিত্যাগ করে আসা এখন তার পক্ষে উচিত হবে না! তাই যদি দিল্লীতে যাওয়া স্থির করে থাকো, তবে তুমি একাই যাত্রা করবে সেখানে।

হরি—আমি কিছুই স্থির করিনি প্রভু, সবই আপনার অনুমতি সাপেক্ষ।

বিদ্যা—আমার অনুমতি!

হরি—হ্যাঁ গুরুদেব, মন্ত্রী চাণক্যের সাহায্যে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত যেমন ভারতব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন—তেমনি ভারত প্রসিদ্ধ গুরু বিদ্যারণ্যের মন্ত্রণাবলেই হরিহব, বুক্কা এই বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা করেছে, বিজয়নগরের সমস্ত ভাবী কল্যাণ আপনারই উপর নির্ভর করছে দেব।

বিদ্যা—হুঁ! কিন্তু তুমি চুপ করে কেন মা? তুমি কি বল?

উৎ—আমাদের আশ্রয় আপনি, সহায় আপনার উপদেশ!

বিদ্যা—কিন্তু মা, তবু যেন তোমার মুখে চিন্তা রেখা ফুটে উঠেছে! সত্যই যদি আমাকে গুরু বলে আমার উপর নির্ভর করো তবে কিছু গোপন করোনা মা।

উৎ—প্রভু!

বিদ্যা—অসঙ্কোচে বল কী তোমার বক্তব্য।

উৎ—একবার ঐ 'দিল্লীর বাদশাহ আমার স্বামী এবং দেবরকে বন্দী করেছিলো!

বিদ্যা—এবারও যদি বন্দী করে এই তোমার আশঙ্কা?

উৎ—দেব—

বিদ্যা—ভয় পেয়োনা মা! স্মরণ রেখো, হরিহর, বুক্কাকে দিল্লীশ্বর

বন্দী করেছিলেন বলেই দাক্ষিণাত্যে শতধা বিভক্ত হিন্দুর শক্তি এক সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে গর্জ্জে উঠেছিল সেদিন পাঠান সাম্রাজ্যের ধ্বংস কামনায়। সেই সম্মিলিত শক্তির চাপে আতঙ্কগ্রস্থ দিল্লীর বাদশাহ, হরিহর বুক্কাকে দিলেন মুক্তি। বিজয়গৌরবে ফিরে এসে তারা স্থাপনা করল এই বিজয়নগর রাজ্য। এবারও যদি সেই দুর্ম্মতি হয় দিল্লীর বাদশাহের—তবে নিশ্চিত জেনো মা, তার প্রতিফল তাঁকে পেতে হবে!

উৎ—গুরুদেব, আর আমার মনে কোন সঙ্কোচ নেই।

(রণমল্লের প্রবেশ)

রণমল্ল—মহারাজ!

হরিহর—কি সংবাদ রণমল্ল।

রণ—এক তরুণ সেনানী দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধিরূপে প্রাসাদ দ্বারে।

বিদ্যা—যাও সেনাপতি, তাঁকে এইখানে নিয়ে এস।

[রণমল্লের প্রস্থান

নিশ্চিন্তচিত্তে দেবাদিদেব শঙ্করের পদে স্বামীর কল্যাণ কামনায় অঞ্জলী দাওগে মা। আমি সব দিক ভালো করে বিবেচনা করেই তারপর মহারাজকে দিল্লীতে প্রেরণ করব।

[উৎপলবর্ণার প্রস্থান

(রণমল্ল ও হাসানের প্রবেশ)

রণ—আসুন—আসুন খাঁ সাহেব, আপনার সম্মুখে বিজয়নগরের অধিপতি হরিহর রায়!

হাসান—অভিবাদন গ্রহণ করুন মহারাজ। (বিদ্যারণ্যকে দেখাইয়া) ইনি?

হরি—ইনি আমার গুরুদেব।

হাসান—আপনার গুরুদেব! তবে কি .... তবে কি ইনি সেই ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত বিদ্যারণ্য!

হরি—আপনার অনুমান সত্য খাঁ সাহেব। কিন্তু আপনি যেন কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়েছেন মনে হচ্ছে।

রণ—বোধ হয় খাঁ সাহেব গুরুদেবের ন্যায় অতবড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে এই সামান্য বেশে দেখেই বিস্মিত হয়েছেন।

হাসান—না রাওজী, আত্মার শক্তিতে যাঁরা উজ্জ্বল—তাঁদের হীরে মুক্তোর কণ্ঠি পরতে হয় না, সামান্য চীর বস্ত্রই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট—মুসলমান হলেও হিন্দুস্থানের এ রীতি আমার জানা আছে।

বিদ্যা—এই বালক বয়সে দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে এসেছ তুমি! তুমি কে বৎস, তোমার পরিচয়?

হাসান—আমি দিল্লীশ্বরের একজন সেনানী মাত্র, নাম হাসান বাহমান।

বিদ্যা—হাসান বাহমান। রাজ-জ্যোতিষী গঙ্গু বাহমানীর পালিত পুত্র তুমি……দেখি‥দেখি (দেখিয়া) কি আশ্চর্য্য—কি বিচিত্র!

হাসান—কি ব্রাহ্মণ?

বিদ্যা—সত্য বল! কে তুমি?

হাসান—বললুম তো—দিল্লীশ্বরের সেনানী মাত্র!

বিদ্যা—না না, তুমি দিল্লীশ্বরের সেনানী নও, তুমি রাজা, তুমি রাজ্যেশ্বর……

হাসান—ব্রাহ্মণ……বলবেন না……ওকথা বলবেন না……পিতা বলেন আজ আপনিও বলছেন—

বিদ্যা—তোমার পিতা গঙ্গু বাহমনী? কি বলেছেন তিনি?

হাসান—অনাথ দরিদ্র বালক আমি ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হচ্ছিলুম গুজরাটের প্রকাণ্ড বিপণিতে। ব্রাহ্মণ গঙ্গু বাহমনী আমাকে ক্রয় করলেন, সন্তান বলে বুকে তুলে নিয়ে এলেন নিজ গৃহে। সেই হতে পুত্রস্নেহে লালন পালন করেছেন আমার—সম্রাট

দরবারে নিয়ে গিয়ে তিনি আমায় দিয়েছেন সম্মান, দিয়েছেন প্রতিপত্তি। সামান্য ক্রীতদাস হতে, দিল্লীর বাদসাহের সৈন্যাধ্যক্ষ এ পদোন্নতিতে আমি তৃপ্ত, আমি গৌরবান্বিত। কিন্তু পিতা বলেন, না, এও আমার চরম গৌরব নয়। আমি হ'ব রাজা, আমি হ'ব রাজ্যেশ্বর।

বিদ্যা—বলতেই হবে, জ্যোতিষী গঙ্গু বাহমনীকে বলতেই হবে! ঐ —ঐ যে রাজচক্রবর্ত্তী চিহ্ন জলজ্বল করছে তোমার ললাট পটে!

হাসান—না, এ প্রলোভন, আমি বিশ্বাস করিনা। আমায় আর প্রলুব্ধ করবেন না—ব্রাহ্মণ। আমি দিল্লীশ্বরের ভৃত্য!

বিদ্যা—বেশ প্রলোভন যদি মনে কর, আর বলব না। কিন্তু যুবক, সত্যই যদি কখনো রাজ্যেশ্বর হও, তাহলে স্মরণ রেখো এই বিজয়নগরের শুভ ইচ্ছা........

হাসান—সে অসম্ভব সম্ভব হবে কিনা জানিনা, তবে বিজয়নগরের শুভাকাঙ্ক্ষা আমার চিরদিন মনে থাকবে।

বিদ্যা—মহারাজ হরিহর রায়, আজ হতে এই হাসান বাহমানকে তোমার কনিষ্ঠ সহোদর বুক্কারায়ের ন্যায় তোমার ভাই বলে গ্রহণ কর! আর আমার কোন দ্বিধা নাই! এর সঙ্গে তুমি নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে আজই দিল্লী যাত্রা কর।

হরিহর—এসো ভাই, তোমার সৌহার্দ্দ্য লাভ করে আমি গৌরবান্বিত!

হাসান—ততোধিক সৌভাগ্য আমার মহারাজ! আপনি দিল্লী যাত্রা করুন। আমি অতি শীঘ্রই সেখানে আপনার সঙ্গে সম্মিলিত হ'ব।

বিদ্যা—এক সঙ্গে যাবে না?

হাসান—না প্রভু, মরক্কো দেশীয় ভূপর্য্যটক আবু আবদুল্লা মহম্মদ, যিনি ইব্‌নে বাতুতা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, সম্প্রতি তিনি

ভারতবর্ষে পঞ্চনদ প্রদেশে এসেছেন। শাহজাদা মহম্মদের আদেশে সেই ইবনে বাতুতাকে নিয়ে আমায় দিল্লী যেতে হবে।

বিদ্যা—ওঃ, কিন্তু তোমার অবর্ত্তমানে দিল্লীতে যদি মহারাজ হরিহর রায়ের কোনো বিপদ উপস্থিত হয ?

হাসান—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ব্রাহ্মণ, রাজা হরিহর রায়ের কিছুমাত্র বিপদ উপস্থিত হলে তার জন্ম দাযী আমি……তার জন্ম দায়ী আমার শির !

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লীতে নব-নির্ম্মিত বিচিত্র কাষ্ঠ তোরণ।

[তোরণপথে বৃদ্ধ সম্রাট গিযাসুদ্দিন, উজীব মালেক খসরু ও তোবণ নির্ম্মাতা আমেদ হোসেনেব প্রবেশ]

গিযাসুদ্দিন—উজীর মালেক খসরু !

মালেক—জাঁহাপনা !

গিয়াসু—আমার অভ্যার্থনার জন্ম তোমরা যে এই উৎসবের আয়োজন করেছ, এর জন্ম আমি সত্যাই আনন্দিত। সুবে বাঙ্গলার বিদ্রোহ দমন করে রাজধানীতে ফেরবার পথে দেখতে পেলাম যে সুদুর ইলাহাবাদ থেকে আরম্ভ করে আলিগড়, গাজিয়াবাদ প্রভৃতি সমৃদ্ধ জনপদগুলি উৎসব সজ্জায সজ্জিত হয়েছে। বিশেষ করে রাজধানী দিল্লী নগরীর সমারোহের তো কথাই নাই ! প্রতি গৃহে, প্রতি বিপণিতে, প্রতি রাজপথে যেন আনন্দের বন্যা বয়ে চলেছে। আমি খুসী হয়েছি, বড় খুসী হয়েছি। তবে, যাই বল মালেক, সবার চেয়ে মুগ্ধ করেছে আমাকে এই চন্দন কাষ্ঠ নির্ম্মিত অভ্যার্থনা।

তোরণের অপূর্ব্ব শিল্প কৌশল। উজীর, এ তোরণের নির্ম্মাতা ?

মালেক—শিল্পি আমেদ হোসেন জাঁহাপনা।

গিয়াসু—শিল্পিশ্রেষ্ঠ আমেদ হোসেন, তোমার উপাধি আজ হ'তে খাজা জাহান !

আমেদ—শাহানশার অনুগ্রহ অবনত মস্তকে গ্রহণ করে গোলাম আজ ধন্য হল ! কিন্তু শাহানশা, এ তোরণ নির্ম্মাণের উপলক্ষ আমি হলেও এর প্রকৃত স্রষ্টা আপনার পুত্র এবং প্রতিনিধি শাহজাদা মহম্মদ। তাঁরই বিচিত্র কল্পনাকে আমি সাধ্য মত রূপ দিতে চেষ্টা করেছি সম্রাট, কিন্তু হয়তো কিছুই পেরে উঠিনি।

গিয়াসু—জানি খাজাজাহান, শাহজাদা মহম্মদ আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব। শিল্প বল, বিজ্ঞান বল, গ্রীক ও হিন্দু দর্শন বল, সমস্ত শাস্ত্রে তার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি আমায় বিস্মিত করেছে। শাহজাদার রণ-নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়েছি আমরা বরঙ্গল ও বিদরের দুর্ভেদ্য দুর্গ অবরোধ কালে। অবশিষ্ট ছিল শুধু তার রাজ্য শাসন যোগ্যতার পরীক্ষা—

মালেক—শাহান শা, আপনার প্রতিনিধিরূপে এই তিনমাস কাল রাজ্য শাসন করে শাহজাদা সে ক্ষমতারও অতি অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উদার রাজনীতি জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমস্ত প্রজার অন্তর জয় করেছে ! তাঁরই আমন্ত্রণে দিল্লীশ্বরের সঙ্গে মৈত্রির বন্ধনে আবদ্ধ হতে আসছেন হিন্দুকুলগৌরব বিজয়নগরপতি হরিহর রায়—

গিয়াসু—বড় সুসংবাদ মালেক; এই বার্দ্ধক্য-পীড়িত শিথিল দেহে রাজত্বের যে গুরুভার আমি আর বহন করতে পারছি না—আমার প্রিয় পুত্র শাহজাদা মহম্মদ, সেই ভার গ্রহণে সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছে জেনে এবার থেকে আমি নিশ্চিন্ত হলেম। কিন্তু কই উজীর,

শাহজাদা তো এখনো এলেন না! আমি যে তাঁর দর্শন কামনায় নিতান্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছি!

নেপথ্যে কোলাহল—মৎ যাও—মৎ যাও—!

গিযাসু—ও কিসের কোলাহল। একদল ফকির না! ডাকো ডাকো উজীর, প্রতিহারীগণ ওদের বাধা দেয় কেন? ওদের ডেকে আনো।

(ফকিরদের প্রবেশ)

ফকিরগণ—বিচার—বিচার—আমরা শাহানশা গিযাসুদ্দিন্ তোঘলকের কাছে বিচার চাই।

মালেক—ফকির, মহামান্য শাহানশা তোমাদের সম্মুখে।

ফকিরগণ—আপনিই শাহানশা গিযাসুদ্দিন তোঘলক!

গিযাসু—কার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ তোমাদের ফকির?

১ম ফকির—শাহানশা ন্যায়ের অবতার, সুবিচার লাভের আশায় নির্ভয়ে বলছি—আমাদের অভিযোগ আপনার নাস্তিক পুত্র শাহজাদা মহম্মদের বিরুদ্ধে।

মালেক—উদ্ধত ফকির—

গিযাসু—চুপ ওদের বলতে দাও মালেক। শাহজাদার বিরুদ্ধে তোমাদের কি অভিযোগ?

সকলে—শাহজাদা আমাদের অপমান করেছে, ভয়ানক অপমান করেছে—

গিয়াসু—সকলে একসঙ্গে কোলাহল করলে তোমাদের বক্তব্য আমি শুনতে পারব না। একজন বল। শুনে যদি বুঝি শাহজাদা অপরাধী, আমি নিশ্চয়ই তার অন্যায়ের প্রতিবিধান করব।

১ম ফকির—তবে শুনুন সম্রাট! আমি অতি দীর্ঘকাল খোদা তালাকে স্মরণ করে অবশেষে তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ করেছি। আমার

প্রতি এই ঐশ্বরিক অনুগ্রহ ও লোক সমাজে আমার প্রতিপত্তি দর্শনে এই সব ভণ্ড ফকিরেরাও খোদাতালার সাক্ষাৎ পেয়েছে বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছিল। এদের ফকিরী পরীক্ষা করবার জন্য, আমি এদের খোদাতালার সম্বন্ধে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। সে প্রশ্নের উত্তরে এরা যা বলেছিল, সে যে নিতান্ত অযৌক্তিক, তাই প্রমাণ করবার জন্য আমি এদের নিয়ে শাহজাদা মহম্মদের শরণাগত হই। আমাদের কথা শুনে শাহজাদা বললেন, তোমাদের সকলেরই বিচার বুদ্ধি সমান, কেউ কারুর চেয়ে ছোট নও, তোমাদের বুদ্ধির তুলনা হতে পারে একমাত্র—

সকলে—গর্দ্দভের সঙ্গে—

গিয়াসু—ছি ছি ছি, ফকিরের অসম্মান!

মালেক—গোলামের গোস্তাকি মাফ করবেন জাঁহাপনা, ফকিরদের সেই প্রশ্নটা—

১ম ফকির—প্রশ্ন ? আমার প্রশ্ন ছিল—খোদাতালা এখন কি কর্চ্ছেন ?

গিয়াসু—খোদাতালা এখন কি কর্চ্ছেন! এ ত বড় অদ্ভুত প্রশ্ন ফকির! এর উত্তর—

১ম ফকির—যথার্থ উত্তর একমাত্র আমিই দিতে পারি; কারণ আমি খোদাতালার সকল কার্য্য দিব্য-দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি! তিনি এখন শুধু মুসলমানদের জন্য বেহস্তের ব্যবস্থা কর্চ্ছেন।—

২য় ফকির—মূর্খ! মুসলমানদের মধ্যে সুন্নী সম্প্রদায়ই তাঁর অধিক প্রিয়। তাই সুন্নীদের জন্যই বেহস্ত—

১ম ফকির—তোবা তোবা—

গিয়াসু—ক্ষান্ত হও তোমরা, সাম্প্রদায়িক কলহের দ্বারা কখনও সমস্যার সমাধান হয় না ফকির।

১ম ফকির—সমাধান! সেতো হয়েই গেল। এ প্রশ্নের এর চেয়ে

সদুত্তর আর কে দিতে পারে? আমি উচ্চৈস্বরে আহ্বান করে বলছি—হিন্দু হোক মুসলমান হোক, তামাম দুনিয়ার মধ্যে এমন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ কে আছে যে এ প্রশ্নের অন্য উত্তর দিতে পারে?

(মহম্মদের প্রবেশ)

মহম্মদ—পারে পারে—উত্তর একজন দিতে পারে। সে হচ্ছে—এই শাহজাদা মহম্মদ।

গিয়াসু—শাহজাদা মহম্মদ!

মহম্মদ—পিতা, এরা একবার এক প্রশ্ন নিয়ে আমার কাছে গিয়েছিল। এদের আবার কী সে এমন প্রয়োজনীয় প্রশ্ন হল—যার জন্য এরা আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে!

১ম ফকির—সে শুনে আপনার কি লাভ হবে শাহজাদা? আপনি তো নাস্তিক! আপনি আমাদের বুদ্ধিকে গর্দ্দভের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

মহম্মদ—সত্যই বড় অন্যায় করেছি। তোমাদের সকলের দেহের প্রতি সেবার ভাল করে তাকিয়ে দেখিনি; তা দেখলে তোমাদের ঐ শ্রেণীবদ্ধ পর্ব্বতাকার হাতীর সঙ্গেই তুলনা করতেম। কিন্তু এবার তোমাদের কি প্রশ্ন—সে ত বল্লে না?

গিয়াসু—জিজ্ঞাসা কর ফকির, শাহজাদার মুখে তোমাদের প্রশ্নের উত্তর শুনতে আমরা সকলে কৌতূহলী।

সকলে—আমাদের এবারও সেই এক প্রশ্ন—খোদাতালা এখন কি কর্চ্ছেন?

মহম্মদ—এর উত্তর—খোদাতালা এখন ক'জন ভণ্ড ফকির সেজে এক আজগুবী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন, এবং নাস্তিক মহম্মদ তোঘলক্ সেজে সেই আজগুবী প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

গিয়াসু—চমৎকার, চমৎকার, হাঃ হাঃ হাঃ!

মহম্মদ—পিতা, আপনার শারীরিক কুশল তো? সুদূর বাঙলা থেকে এই দীর্ঘ পথ পর্য্যটনে আপনার কোনও ক্লেশ হয়নি তো?

গিয়াসু—না পুত্র, পথশ্রমের সকল ক্লেশ, তোমার দর্শনে উপশম হয়েছে!

মহম্মদ—পিতা, আমি নিজে উপস্থিত থেকে আপনাকে অভ্যর্থনা করব বলে বহুক্ষণ পূর্ব্বেই প্রাসাদ দুর্গ ত্যাগ করেছিলাম। পথে আসতে দেখ্‌তে পেলাম, দুটী ভিখারী এক গাছ তলায় বসে নেমাজ পড়ছে—আমিও তাদের ছিন্ন কন্থার এক পার্শ্বে উপবেশন করে নেমাজ সেরে এলাম। তাই আমার এ বিলম্ব—

গিয়াসু—নেমাজ! তাইতো কথায় কথায় সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে গেল! আমারও তো এখনও নেমাজ পড়া হয়নি। মহম্মদ,—আমি ঐ মীনারের ওপরে বসে নেমাজ পাঠ করে নিচ্ছি। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কোরো; পিতা পুত্রে এক সঙ্গে প্রাসাদ দুর্গে প্রবেশ করব!

[গিয়াসুদ্দিন ও অন্যান্য সেনানীদের প্রস্থান, ফকিরগণ যাইতেছিল মহম্মদ ডাকিলেন]

মহম্মদ—দাঁড়াও! আমি নাস্তিক—আমি ধর্ম্মদ্রোহী! আমার বিরুদ্ধে তোমরা বাদশাহের কাছে অভিযোগ করতে এসেছিলে!

১ম ফকির—না—কখনো—না—আমরা এসেছিলাম বাদশাহকে দু একটা ধর্ম্মকথা শোনাতে!

মহম্মদ— ওঃ ধর্ম্ম কথা শোনাচ্ছিলে! তবে পুরস্কার না নিয়ে কোথায় যাবে বন্ধুগণ?—

১ম ফকির—পুরস্কার! আমাদের পুরস্কার দেবেন আপনি? আহা হা! শাজাদার প্রতি খোদাতালার অসীম অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে! আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি—খোদাতালা এখন শুধু শাজাদার প্রতি করুণা বর্ষণেই ব্যস্ত রয়েছেন! দিন্ শাজাদা, কি পুরস্কার দেবেন আমাদের।

মহম্মদ—হুঁ, পুরস্কার! জানো ফকির সাহেব, ধর্ম্মের নামে যারা ভণ্ডামী করে—তাদের একমাত্র যোগ্য পুরস্কার—মৃত্যুদণ্ড! কৈ হ্যায়—

সকলে—শা—জা—দা—[পদতলে পড়িল]

মহম্মদ—কিন্তু না, আজকের দিনে জীব হত্যা করব না। যাও ভণ্ড ফকিরের দল, তোমরা অবিলম্বে দিল্লীর সীমা পরিত্যাগ কর। তোমরা নির্ব্বাসিত!—

সকলে—দোহাই শাজাদা, আমাদের প্রতি অবিচার করবেন না। খোদার কসম, আমরা ভণ্ড নই; আমরা সত্যিকারের ফকির।

মহম্মদ—হা হাঃ হঃ! সত্যিকারের ফকির কখনো সাজাদা বাদশাহের পায়ের তলায় বসে দয়া ভিক্ষা করে না, সে নত জানু হয় শুধু খোদার দরবারে। [প্রস্থান

১ম ফকির—আমরা নির্ব্বাসিত—

২য় ফকির—আমরা গর্দ্দভ—

৩য় ফকির—আমাদের বুদ্ধি হস্তী আকৃতির তুল্য—

১ম ফকির—হস্তি আকৃতি! বোসো, মাথায় একটা মতলব গজিয়ে উঠ্‌ছে! ভাইসব—যখন অপমানিত হলেম—যখন দেশ ছেড়ে চলে যেতেই হচ্ছে, তখন এ অপমানের প্রতিশোধ নিয়ে যাব আমরা!

সকলে—কি প্রতিশোধ নেবে?

১ম ফকির—ঐ দেখ, রাজ হস্তীর দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের মাহুতেরা সবাই এখন ওদের ছেড়ে নেমাজ পড়তে ব্যস্ত! এই অবসরে আমরা—চলে এসো, বলছি সব।— [সকলের প্রস্থান

নেপথ্যে—সামাল—সামাল! হাতী ক্ষেপে গেছে, হাতী ক্ষেপে গেছে—সামাল—সামাল—

(মালেক খসরুর প্রবেশ)

মালেক—কি সর্ব্বনাশ! কে এমন করে হাতীগুলোকে ক্ষেপিয়ে দিলে?

দলে দলে নাগরিকদের নিষ্পেষিত করে পাগলা হাতী যে এই দিকে ছুটে আসছে! সর্ব্বনাশ! হাতীর পায়ের চাপে মীনার বুঝি এখুনি ভেঙ্গে পড়বে! হো বাদসাহী ফৌজ, সামাল—সামাল— [প্রস্থান

নেপথ্যে আর্ত্তধ্বনি—গেল—গেল মীনার ভেঙ্গে গেল!

গিয়াসু—[মীনারের উপর হইতে] একি হ'ল! তোরণ টলছে কেন? মীনার কাঁপছে কেন? ভূমিকম্প—ভূমিকম্প—মহম্মদ! মহম্মদ!—

মহম্মদ—ভয় নাই, ভয় নাই পিতা!—বিশ্বব্যাপী প্রলয়ের ভেতর থেকেও আমি আপনাকে বুকের ভেতর আগ্‌লে নিয়ে আসব! পিতা, পিতা—

[মহম্মদ ছুটিয়া গেলেন, তৎপূর্ব্বেই মীনার ভাঙ্গিয়া পড়িল, আহত বাদশা ভগ্নস্তূপের ভেতর থেকে কহিলেন—

গিয়াসু—ওঃ মহম্মদ···পুত্র, ··বিদায়।

মহম্মদ—পিতা! পিতা!

(শৃঙ্খলিত ফকিরদের লইয়া মালেক খসরুর প্রবেশ)

মালেক—দুর্বৃত্ত দুষমন, দাঁড়া এখানে। শাজাদা, এরাই নিশ্চয় হাতী ক্ষেপিয়ে দিয়েছে।

মহম্মদ—হাতী ক্ষেপিয়ে দিয়েছে—হাতী ক্ষেপিয়ে দিয়েছে।

ফকির—দোহাই শাজাদা—

মহম্মদ—পাষণ্ড সয়তানের দল, আমি তোদের জীবন্ত দেহ নগর-প্রাচীর গাত্রে প্রোথিত করে—অগ্নিবর্ণ জ্বলন্ত সাঁড়াশী দিয়ে তোদের জিহ্বা উৎপাটিত করে আনব। নির্ম্মম মৃত্যুর বিভীষিকা দিয়ে তিলে তিলে তোদের আমি—না না, কিছু করব না! হে ফকির, হে ঈশ্বর বিশ্বাসী সাধু, হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ সম্রাট আমি, তোমাদের পদতলে নতজানু হয়ে ভিক্ষা চাইছি—তোমরা আমার ঐশ্বর্য্য নাও, বাদশাহী নাও, সর্ব্বস্ব নাও—শুধু আমার পিতাকে ফিরিয়ে দাও—পিতাকে ফিরিয়ে দাও—

তৃতীয় দৃশ্য

বাহাউদ্দিনের গৃহ সংলগ্ন উদ্যান।

বাহা—কই দোস্ত, তোমাদের রাজাসাহেব যে এখনও এলেন না। তাঁর অপেক্ষায় এই বাগান পথে ঠায দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে, চলো না প্রমোদ গৃহে গিয়ে একটু নৃত্য গীতাদি উপভোগ করা যাক্!

রণ—নৃত্য গীতাদিতে বিশেষ অরুচি নেই; তবে আমাদের রাজা হরিহর রায় বড় বদ্‌মেজাজী লোক! এসে যদি আমাদের কাউকে দেখতে না পান অমনি ঘোড়ার লাগাম টেনে সোজা রওনা হ'যে যাবেন—নূতন বাদ্‌শা মহম্মদ তোঘ্‌লকের দরবারে! তুমি ববং তোমার নর্ত্তকীদের এই খানেই—

গুলবানু—(নেপথ্যে) আমি কি আসতে পারি খাঁ সাহেব?

বাহা—আরে গুলবানু যে! এসো…এসো, শাজাদীর পিয়ারের বাঁদী তুমি; তোমার জন্য আমার গৃহ সর্ব্বদা অবারিত। এঁকে লজ্জা কবনা। ইনি বিজয়নগর-রাজ হরিহর রায়ের প্রধান অমাত্য রণমল্লদেব। আমাদের বহুকালের দোস্ত এবং বর্ত্তমানে বহুমান্য অতিথি। এলেই যখন তখন মরুপথের শ্রান্ত ক্লান্ত মুশাফিরকে তোমার অমৃত নিস্যন্দী সুর-ধারায় একবাব অভিসিঞ্চিত করে দাও না সাকী।

(গুল বানুর গীত)

তোমার এই ফুলবাটীতে
এসেছি হুজুর আমি শুধু কি গান গাহিতে?
আছে এক বাদসাজাদী, খামখেয়ালী
তারই বাঁদী গুলবানু
হেথায় এলাম দিয়ে সেলাম, দুটী কথা চাই কহিতে।

হুকুম আছে সাহাজাদীর মিঠে বুলি নও জোয়ানীর
শুনবে তাহা অথবা গান,
কোনটা আগে চাও শুনিতে।

বাহা—বাহবা খাশসুরৎ। তারপর খবর কি গুলবানু? সাজাদী কিছু ফরমায়েস্ করে পাঠিয়েছেন বুঝি?

গুল—আজ্ঞে হাঁ জোনাবালি। সাজাদী গিরীবানু ইচ্ছা করেন যে, আজ বিকেল বেলা তিনি যখন নগর ভ্রমণে বাহিরে হবেন, তখন আপনি পায়দলে গিয়ে আস্তাবল থেকে তাঁর ঘোড়া বার করে আনবেন এবং যখন তিনি ফিরে আসবেন, তখন প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে তাঁর ভৃত্যদের সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম ধরে আপনি আবার তাকে আস্তাবলে রেখে আসবেন।

বাহা—সেকি। সাধারণ ভৃত্যদের সঙ্গে সাজাদীর অশ্বের পরিচর্য্যা করব আমি! গুলবানু, আমি যে তোমার হাত দিয়ে সাজাদীকে এক গুচ্ছ গোলাপ ফুল উপহার পাঠিয়েছিলুম…এ বুঝি তারই প্রতিদান?

গুল—আজ্ঞে, এ হ'ল সাজাদী আর সম্রাটের ভগিনীপুত্রের মধ্যে দান প্রতিদানের ব্যাপার। মূর্খ বাঁদী আমি…এ তো ভাল বুঝতে পারব না। তবে আপনার দেওয়া সে ফুলের তোড়া সাজাদী নিজে গ্রহণ করেননি, সম্রাটের কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বাহা—সম্রাটের কাছে। কি সর্ব্বনাশ! কেন?

গুল—তিনি সম্রাটকে অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন যে, খাঁ সাহেবকে যদি বাদশাজাদীর ফুল যোগান দেবার জন্যই মাসে মাসে মাইনে দেওয়া হয়, তাহলে যেন তাঁর কোষাধ্যক্ষ উপাধিটিও তুলে দিয়ে তাঁকে "ফুল-মালী" উপাধি দেওয়া হয়।

বাহা—হুঁ, আচ্ছা তুমি যাও!

গুল—যাচ্ছি—কিন্তু সময় মত দড়ি নিয়ে আস্তাবলে হাজির থাকতে ভুলবেন না যেন খাঁ সাহেব!—আদাব!—

[প্রস্থান

রণ—কি দোস্ত, ব্যাপার কি?

বাহা—আর ব্যাপার! এখন বাদশার কাছে কি জবাবদিহি করি বলতো!

রণ—জবাব দিহি করতে হবে কেন? তুমিও তো বাদশাহের ভাগিনেয়।

বাহা—রাখো তোমার ভাগিনেয়! নিজের বাপকে যে ইমারত চাপা দিয়ে খুন করতে পারে, তার কাছে আবার ভাগিনেয়!

রণ—লোকে কিন্তু বলে—ইমারৎ দৈবাৎ পড়ে গিয়েছিল।

বাহা—সে বলে মহম্মদের মোসাহেবেরা…দিল্লীর নাগরিকেরা নয়। প্রজা সাধারণের মনে বাদসা গিয়াসুদ্দিন তোঘলকের মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে, এবং সে সন্দেহকে আমি সুদৃঢ় করে দিয়েছি অপরিমিত অর্থব্যয়ে। আমার প্রচারকেরা এই নিয়ে স্থানে স্থানে জটলা পর্য্যন্ত কচ্ছে! তাদের কথায় বিশ্বাস করে নগরের সর্ব্বত্র বিদ্রোহের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

রণ—দোস্ত, তাহলে এ সুযোগ আমরা অবহেলায় নষ্ট হতে দেবো না। মহম্মদের রাজ্য মধ্যে যদি অশান্তির আগুন জ্বেলে তুলতে পার, তাহলে তোমার ভবিষ্যৎ হবে উজ্জলতর! রাজকোষ তো বর্ত্তমানে তোমারই অধীনে; সুতরাং এমনি সুবিবেচনার সঙ্গে তার ব্যবহার করতে পারলে, একদিন দিল্লীর মসনদ যে তোমার হবে, এরূপ আশা করা নিতান্ত অন্যায় নয়—

বাহা—এবং রাজা হরিহর রায় যে বাদসাহের সঙ্গে মিত্রতা করতে দিল্লী আগমন করেছেন—তাঁকে যদি আমরা প্রতিনিবৃত্ত করে—বিজয় নগরে ফিরিয়ে দিতে পারি, তাহলে তোমার ভবিষ্যৎও কম উজ্জল

হবে না। বাদসাহী ফৌজ ও বিজয় নগরের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হলে উভয়ের শক্তিক্ষয় অনিবার্য্য এবং সেই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে তুমিও—

রণ—চুপ-চুপ, রাজা হরিহর রায়—

(হরিহর রায়ের প্রবেশ)

বাহা—এই যে আসুন মহারাজ হরিহর রায়। আমরা আপনার জন্য প্রতীক্ষা করছি। তারপর, কি স্থির করলেন রাজা ?

হরিহর—কিছুই স্থির করে উঠতে পারি নি খাঁ সাহেব। তবে ভাবছি, ভারতের এই চরমতম দুর্দ্দিনে যখন সীমান্তের পার্ব্বত্য জাতি ও মোঙ্গল প্রভৃতি বহিঃশত্রুর আক্রমণে ভারতীয় শক্তিপুঞ্জ শতধাবিভক্ত হয়ে গেছে, তখন আর অনর্থক অন্তর্বিপ্লব সাধন করে নিজেদের হীনবল করা যুক্তিযুক্ত হবে না। বরং দিল্লীর বাদসাহের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে যদি সঙ্ঘবদ্ধভাবে বহিরাক্রমণকে বাধা দেওয়া যায়—সেইটিই অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

রণ—মহারাজ! অধীনের নিবেদন এ সম্বন্ধে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্ব্বে এই কথাটী দয়া করে স্মরণ রাখবেন যে, আমরা বিজয়নগর থেকে যাত্রা করেছিলাম—মহানুভব সম্রাট্ গিয়াসুদ্দিন তোঘলকের সঙ্গে মিত্রতা করব বলে, পিতৃঘাতী মহম্মদ তোঘলকের সঙ্গে নয়।

হরিহর—রণমল্ল! রণমল্ল! খাঁ সাহেব, রণমল্ল আপনার বাল্যসুহৃৎ, আশা করি তার এই উক্তিতে আপনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না।

বাহা—মহারাজ, আমি মহম্মদ তোঘলকের ভাগিনেয় হলেও সত্যভাষণে বা সত্য উক্তি শ্রবণে কখনো মনঃক্ষুণ্ণ হইনা।

হরিহর—সেকি! আপনারও তা হলে বিশ্বাস—

বাহা—শুধু আমার কেন? আপনি কি এ ব্যাপার নিয়ে দিল্লীর নাগরিকদের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য লক্ষ্য করেন নি রাজা?

হরিহর—করেছি সত্য—তারাও অনেকে হয়তো ঐরূপ সন্দেহ করে, কিন্তু ·একি কিসের কোলাহল?

বাহা—তাইত! গুলীর আওয়াজ এলো কোথা হতে! উন্মত্ত জনতা চারিদিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে! ব্যাপার কি?

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি—হুজুর, সর্ব্বনাশ হয়েছে! বাদ্‌শা হুকুম দিয়েছেন সমস্ত দিল্লী নগরীকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে, হিন্দু মুসলমান সমস্ত নাগরিককে কামান দেগে হত্যা করতে! [প্রস্থান

হরিহর—কি সর্ব্বনাশ! নাগরিকদের অপরাধ?

বাহা—অপরাধ বুঝতে পাচ্ছেন না রাজা? সত্যভাষণ সত্যভাষণ... তারা সত্য কথা প্রচার করেছে এই তাদের অপরাধ!

হরিহর—এই অপরাধে! ধিক্ ধিক্ আমাকে, আমি এই স্বেচ্ছাচারী নিম্মম বাদশাহের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে এসেছিলাম! রণমল্ল, অবিলম্বে অশ্বারোহণে আমাদের বস্ত্রাবাসে ছুটে যাও। আমাদের দেহরক্ষী সেনাদের এক প্রাণীও আহত হবার পূর্ব্বে আমাদের দিল্লী পরিত্যাগ করতে হবে।

বাহা—কিন্তু বাদশাহ যখন এ সংবাদ শুনবেন?

হরিহর- সংবাদ তাঁকে আপনি আগেই জানিয়ে দেবেন খাঁ সাহেব; বলবেন—বিজয়নগর আজ হতে দিল্লীর মিত্র রাজ্য নয়—আমরা তার পরম শত্রু।

[রণমল্ল ও হরিহরের প্রস্থান

বাহা—বলব বইকি রাজা! দুর্দ্দান্ত মহম্মদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করতে পারি না বলে—আমি তো এইরূপ সুযোগেরই প্রতীক্ষা কর্চ্ছি।

চতুর্থ দৃশ্য

দিল্লী প্রাসাদ দুর্গের সম্মুখস্থ চত্বর।

(দূরে গুলিবর্ষণের শব্দ, অত্যাচারিত নগরবাসীদের আর্ত্তনাদ— একদল ভয়ার্ত্ত নগরবাসীর প্রবেশ)

১ম না—উঃ, একি অত্যাচার! মৃত্যু মৃত্যু—যে দিকে তাকাই, মৃত্যু যেন মুর্ত্তিমান হয়ে ছুটে আস্‌ছে!

২য় না—ঐ আবার গুলিবর্ষণ সুরু হ'ল, রক্তলোলুপ রাজসৈন্যদল হয়তো এখানেও আবার ঐ পৈশাচিক লীলা আরম্ভ করবে! আর নয়, চল…যেদিকে চোখ যায় পালিয়ে বাঁচি!

সকলে—পালাও—পালাও—(প্রস্থানোদ্যত)

(বালক দীপক বাহমনীর প্রবেশ)

দীপক—কোথায় পালাবে তোমরা? পালিয়ে কি রেহাই পাবে?

সকলে—কেরে তুই শিশু? চুপ! চুপ!

দীপক—কেন চুপ করব? বাদশা নয়! মহম্মদ তোঘলক দস্যু! সে তার পিতাকে হত্যা করেছে! পিতাকে হত্যা করে দিল্লীর মসনদে বসেছে!

৪র্থ না—খবর্দ্দার—খবর্দ্দার বালক—এই জন্যই তো দিল্লীতে আজ এ অত্যাচার—খবর্দ্দার শিশু!

৩য় না—কে…কেরে তুই? (চিনিতে পারিয়া) এঁ্যা, এযে দীপক বাহমনী! গঙ্গুবাহমনীর পুত্র!

সকলে—কে?

৩য় না—রাজ-জ্যোতিষী গঙ্গু বাহমনীর পুত্র। ওরে শিশু, পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়—বাদশা শুনলে আর রক্ষা রাখবে না, পালিয়ে চল!

[দীপক ব্যতীত সকলের প্রস্থান

দীপক—যেতে হয় যাও তোমরা, আমি ফিরবো না। আমি যাবো…

যাবো ঐ রাজপথে—যেখানে হাজার হাজার মানুষ খুন হয়েছে! অত্যাচারী মহম্মদ—দস্যু মহম্মদ— [ছুটিয়া প্রস্থান

নেপথ্যে দীপক—অত্যাচারী মহম্মদ মসনদের লোভে নিজের পিতাকে · ওঃ—পিতা—পিতা—

[বহ্নিস্রাবী কামানের শব্দে বালকের কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গেল। অন্ধকার পাষাণ দুর্গ চূড়ায় মহম্মদের ছায়ামূর্ত্তি দেখা গেল]

মহম্মদ—গুলি, গুলি—কামান দাগো—গুলি চালাও—

[দ্বিগুণ গুলিবর্ষণ]

ইয়া আল্লা—শোভন আলা—খুন—তাজি খুন! সাবাস—সাবাস, জোয়ান! সাবাস—(বাহিরে আর্ত্তনাদ)—হাঃ হাঃ হাঃ—

নেপথ্যে—রক্ষা করো রক্ষা করো দিল্লীশ্বর·· দয়া করো···দয়া করো।

মহম্মদ—দয়া! মসনদের লোভে নিজের পিতাকে যে খুন করতে পারে—পথের কুক্কুর—কতকগুলি সাধারণ প্রজার জীবন বিনাশে তার প্রাণে দেখা দেবে দয়া? গুলি—গুলি—বালক, বৃদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান—সব সমান—কামান দাগো—গুলি চালাও—

[একদল নাগরিক দুর্গ প্রাকার তলে আছাড়িয়া পড়িল]

১ম না—দিল্লীশ্বর—দিল্লীশ্বর—ঈশ্বর প্রেরিত প্রতিনিধি তুমি,—তুমি আমাদের প্রতিপালক; বাঁচাও-বাঁচাও তোমার প্রজাদের—

২য় না—আমাদের অপরাধের শাস্তি যথেষ্ট হয়েছে—তোমার অকলঙ্ক নিষ্পাপ চরিত্রে দোষারোপের চরম শাস্তি হয়েছে, এবার বাঁচাও—প্রাণভিক্ষা দাও।

মহম্মদ—হয়েছে? শাস্তি তোমাদের হয়েছে? তবে স্বীকার কর্চ্ছ তোমরা যে আমি অকলঙ্ক নিষ্পাপ চরিত্র?

সকলে—হাঁ সম্রাট, আপনি অকলঙ্ক নিষ্পাপ চরিত্র।

মহম্মদ—ভাল, ভাল—চো রেসেলদার—

(শ্বেত পতাকা উড়াইলেন, অত্যাচার বন্ধ হইল—নীচে নামিয়া আসিলেন)

আর কেন? আবার কি অভিযোগ আছে তোমাদের? এখনো দাঁড়িয়ে কেন?

১ম না—সম্রাট আপনার সৈন্যদের হাতে তো এখনো বন্দুক আছে—এর চেয়ে আমায় একেবারে মেরে ফেলতে আদেশ দিন। ডান হাত খানি গেছে—এ জ্বালা আর সইতে পারিনা—উঃ—

২য় না—গুলি বুঝি আমার পাঁজর ভেদ করেছে, তবু মৃত্যু আসে না—মৃত্যু আসে না তবু—

৩য় না—আমার দুটি চোখই হারিয়েছি সম্রাট, দুটী চোখই—

মহম্মদ—বাহাউদ্দীন!

(বাহাউদ্দীনের প্রবেশ)

বাহা—শাহান শা!

মহম্মদ—দিল্লী নগরীতে কত দাতব্য চিকিৎসালয় আছে?

বাহা—অনুমান পাঁচশ-ছাব্বিশটী হবে শাহানশা!

মহম্মদ—পঁচিশ-ছাব্বিশ! এত বড় ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী নগরী, সেখানে পীড়িত ও আহতের চিকিৎসালয় মাত্র পঁচিশ ছাব্বিশটী! আর একথা কেউ আমায় এতদিন জানাওনি! অথচ এদিকে দেখছি—(বাহাউদ্দীনের কাঁধে হাত দিয়া) প্রিয়তম ভাগিনেয়, বাদশাহী খানা আর ইস্পাহান হতে আতর গোলাব আমদানী করবার জন্য রাজকোষ হতে প্রতিদিন কত অর্থ নেওয়া হয় শুনি?

বাহা—শাহানশা!

মহ—কোতল—কোতল—তোমাদের সবগুলোকে ধরে একসঙ্গে কোতল করা দরকার! কতকগুলো শয়তান এসে জুটেছো আমার চার পাশে—শুধু স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, শুধু নিজেদের উদরপূর্ত্তি করবার জন্য!

বাহা—মাফ কিজিযে মেহেরবান্ !

মহম্মদ—যাও, অবিলম্বে রাজধানীতে পাঁচশত দাতব্য চিকিৎসালয় ও পাঁচশত মুসাফির খানা স্থাপনের ব্যবস্থা কর ; এদেরও সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি তোমাদের ওপর অত্যাচার করেছি, কিন্তু সে অত্যাচারের ক্ষতিপূরণ করবার শক্তিও আমার আছে। সহস্র নাগরিকের জীবন নিয়েছি—কিন্তু জীবনের বিনিময়ে মানবের যা কাম্য, যার আশায় সহোদর সহোদরকে পর্য্যন্ত হত্যা করতে দ্বিধা বোধ করেনা—পুত্র পিতাকে পর্য্যন্ত···এই বলতো, কি সে বস্তু ? জীবনের বিনিময়ে তোমরা কি পেলে খুসী হও ?—বল··· বল · হাঃ হাঃ হাঃ—বুঝেছি, আমার সামনে মুখে আনতে ভয়। যাও বাহাউদ্দীন, রাজকোষ উন্মুক্ত কর, সহস্র নাগরিকের রক্ত-শোণিত সিক্ত রাজ পথের কর্দ্দম—আবার হীরা জহরৎ ছড়িয়ে শুকিয়ে ফেল।

সকলে—জয় হোক্ দিল্লীশ্বর। জয় হোক্ শাহানশা মহম্মদ বিন্ তোঘলক।

[বাহাউদ্দিনের পশ্চাৎ নাগরিকদের প্রস্থান

মহ—জয় হোক শাহানশা—জয় হোক মহম্মদ বিন তোঘলক !

(গঙ্গু বাহমনীর প্রবেশ)

গঙ্গু—সম্রাট্—

মহ—কে গঙ্গু ! এমন বিমর্ষ পাণ্ডুর মুখে এসে দাঁড়ালে যে ? কই বাহমনী, এদের সঙ্গে তুমি তো আমার জয়ধ্বনি করলে না ?

গঙ্গু—না সম্রাট, আজ আমার জয়ধ্বনি করবার দিন নয়—আজ আমার কাঁদবার দিন। এ আপনি কি করলেন শাহানশা ? অন্তরের নিভৃত স্থলে আপনার যে দেবমূর্ত্তি গড়েছিলাম আমি, সে যে এক মুহূর্ত্তে চুরমার করে ভেঙ্গে দিলেন ! সমস্ত পৃথিবীর জীবের প্রতি

আপনার সে অসীম ভালবাসা—তার কি আর কিছু মাত্র অবশেষ থাকলো না !

মহম্মদ—ভুল, ভুল গঙ্গু,—দুনিয়ার প্রতি আমার ভালবাসা এতটুকুও হ্রাস পায়নি। দুনিয়া খোদাতালার সৃষ্টি ; মানুষের অন্তর সেই পরমাত্মারই প্রতিচ্ছবি। সেই মানুষের অন্তরে যাতে পাপের রাজত্ব বিস্তার লাভ করতে না পারে—তাই আমি কঠোর হস্তে শাসন দণ্ড গ্রহণ করেছি। পাপের ধ্বংস করে, সমস্ত মানব জাতিকে জয় যাত্রার পথে অগ্রসর করে দেওয়াই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত।

গঙ্গু—কিন্তু, সে ব্রত সাধন করবার জন্য কি এমনি করেই মানুষের রক্ত পাত করতে হবে শাহানশা ?

মহ—রাজা নির্ম্মম শাসক...পক্ষপাতিত্বহীন কঠোর বিচারক। প্রয়োজন ঘটেছে বলেই, আমাকে ভাইএর বুক হতে ভাইকে কেড়ে নিতে হয়েছে...স্বামী স্ত্রীর সুখের সংসার বারুদের আগুনে পুড়িয়ে দিতে হয়েছে...এমন কি, গঙ্গু বাহমনীর স্নেহ-আবেষ্টন থেকে তার একমাত্র পুত্রকে পর্য্যন্ত ছিনিয়ে আনতে হয়েছে।

গঙ্গু—কে—কে—কাকে ছিনিয়ে আনতে হয়েছে ?

মহ—সেকি ! তুমি কি এখনো শোননি গঙ্গু, যে তোমার পুত্র মৃত ?

গঙ্গু—কে ! আমার প্রাণাধিক প্রিয় হাসান ?

মহ—আহা, হাসান হতে যাবে কেন ? তোমার পালিত পুত্র হাসান বাহমানিকে আমি বিজয় নগরে পাঠিয়েছি। আমি বলছি তোমার শিশু পুত্র দীপক বাহমানির কথা।

গঙ্গু—দীপক বাহমান্ ! সম্রাট, এ দীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে পরিহাস করা আপনার শোভা পায় না।

গঙ্গু—পরিহাস !

গঙ্গু—হ্যাঁ, পরিহাস…নিতান্ত পরিহাস ! দশ বৎসর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের সেই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাত্রের কথা আমি আজও ভুলিনি সম্রাট। নিজের জীবন তুচ্ছ করে সেই রাত্রে কাবেরি সলিলে নিমজ্জমান যে অসহায় শিশুকে আপনি বাঁচিয়ে ছিলেন, আজ আবার তাকেই স্বহস্তে বধ করবেন ! সম্রাট, এরূপ উক্তিকে পরিহাস ছাড়া আর কি বলা চলে ?

[মহম্মদের ইঙ্গিতে দীপকের রক্তাক্ত দেহ লইয়া
প্রহরী প্রবেশ করিল]

মহ—হুঁ…কিন্তু দেখ তো গঙ্গু, তাহলে এ-ও পরিহাস কিনা ?

গঙ্গু—কে ! কে ! দীপক ! দীপক ! আমার দীপক ? ওহো—

(গঙ্গু পুত্রকে জড়াইয়া ধরিল)

মহ—ছিঃ গঙ্গু, এতটা উতলা হওয়া তোমার মত বিজ্ঞ ব্যক্তির শোভা পায় না। স্বীকার কর্চ্ছি, আমি তোমার পুত্রের জীবন নিয়েছি ; কিন্তু তার বিনিময়ে তুমি কি চাও ? শপথ কর্চ্ছি, তুমি যে বস্তু প্রার্থনা করবে—আমি তোমাকে তাই দেবো।

গঙ্গু—বিনিময় - পুত্রের জীবনের বিনিময় !

মহ—হ্যাঁ, তোমার পুত্রের জীবনের বিনিময় ! রত্ন ? মাণিক্য ? হীরা ? জহরৎ ? জায়গীর ? হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্য ? নাও, গ্রহণ করবে ব্রাহ্মণ, গ্রহণ করবে এই মুকুট ?

গঙ্গু—তুমি ··তুমি···তুমি কি মানুষ !

মহ—গঙ্গু !

গঙ্গু—উত্তর দাও, তুমি কি মানুষ ! পুত্রের জীবনের বিনিময়ে সাম্রাজ্যের উৎকোচ এনেছ ! নির্ম্মম···হৃদয়হীন সম্রাট,—দরিদ্র পিতার স্নেহকে ব্যঙ্গ করতে এসেছ তুমি·· এত স্পর্দ্ধা তোমার ! দরিদ্র পিতা

পিতা নয়—দরিদ্রের সন্তান সন্তান নয়—স্নেহ···ভালবাসা···বাৎসল্য —সে শুধু রাজ অধিরাজের ?

মহ—স্তব্ধ হও · স্তব্ধ হও গঙ্গু, আমি তোমার দুনিয়ার নীতি পালন করেছি মাত্র।

গঙ্গু—দুনিয়ার নীতি !

মহ—হ্যাঁ, দুনিয়ার নীতি। তাহলে স্মরণ কর গঙ্গু, সেই সপ্তাহকাল পূর্ব্বের ইতিহাস। বাঙলার বিদ্রোহ দমনান্তে বিজয়ী পিতা যখন রাজধানী দিল্লী নগরীতে প্রবেশ করলেন, আমার ইচ্ছা হ'ল যে তাঁর সম্মাননায় এমন এক কীর্ত্তি সৌধ নির্ম্মাণ করব যার মীনারে মীনারে, গম্বুজে গম্বুজে, শাশ্বত কাল ধরে—শিল্পীর অপূর্ব্ব সাধনা অক্ষয়-অমর হয়ে রইবে। ক্ষীণা দুর্ব্বলা এই পৃথিবী,—তাই যে বিরাট স্বপ্ন আমার বুকের ভিতর জন্ম নিয়েছিল, সে তাকে ধরে রাখতে পারল না-চন্দন কাষ্ঠ নির্ম্মিত অপূর্ব্ব তোরণ মুহূর্ত্তে ভূমিস্মাৎ হয়ে গেল, তার সঙ্গে পিতার জীবন বায়ুও মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেল। তার ফলে তোমার দুনিয়া কি বলে শোন গঙ্গু!—কিন্তু কে কে আমার কথার সাক্ষ্য দেবে? ঐ ঐ যে এক রত্তি দুধের বালক গোলার আঘাতে রক্ত সিক্ত মাংস পিণ্ডের ন্যায় পড়ে আছে—ঐ ওকে জিজ্ঞাসা কর গঙ্গু, ওর ঐ পাণ্ডুর হিমশীতল ওষ্ঠ নেড়ে ও-ও প্রচার করবে—মহম্মদ তোঘলকের তোরণ নির্ম্মাণে ষড়যন্ত্র ··মহম্মদ তোঘলকের পিতৃভক্তিতে ষড়যন্ত্র · আমি পিতাকে চাইনি—পিতাকে ভালোবাসিনি:· পিতার জীবনের বিনিময়ে আমি রাজমুকুট ক্রয় করেছি।

গঙ্গু—সম্রাট।

মহ—গঙ্গু, তোমাকে রাজমুকুট দান করতে চেয়েছিলাম, আমার সে দান গ্রহণ করলে পারতে; কারণ তোমার দুনিয়ার নীতি বলে, মানুষের জীবনের চেয়ে রাজমুকুটের দাম অনেক বেশী!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লীর দরবার কক্ষ

[বিভিন্ন প্রদেশের সুবাদারগণ আসীন। স্বর্ণ পাত্র হইতে সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়া উঠিতেছে]

নর্ত্তকীদের গীত

ভোর সানাইএর ঝঁঝরো বাজে
নিদ্‌-মহলার মীনার তলে।
কাজল মেঘের আঁচল চিরি
রংবাহারী রোশনি ঝলে॥
বঁধুর বুকে লাজুক মেয়ে
তখনো চোখে ঘুম;
নিশুতি রাতে উঠলো জেগে
বঁধুয়া দিল চুম;
"এবার হল যাবার সময়"
বঁধুয়া কহে, বধূ চেয়ে রয়—
বিধুর দুটী অধর কাঁপে নয়ন ভাসে জলে॥

[গীতশেষে সুবাদারগণ উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিলেন। এমন সময় মালেক খসরুর প্রবেশ]

সিন্ধু-সুব—এই যে, উজীর সাহেব! সম্রাটের আগমণের আর কত বিলম্ব খাঁ সাহেব?

মালেক—আব বিলম্ব নাই সুবেদার, আমি তাঁর আগমণবার্ত্তা আপনাদের পূর্ব্বাহ্নে জানাতে এসেছি। নর্ত্তকীগণ তোমরা বিদায় হতে পাবো।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান]

সিন্ধু-সুবা—কেন খাঁ সাহেব, বিদায় কবে দিলেন কেন? সম্রাটের অভ্যর্থনা করে ওরাও—

মালেক—মাফ করবেন সুবাদার; আমাদের সম্রাট নৃত্যগীত বিলাসী নন্। আপনারা মান্য অতিথি, শুধু আপনাদের মনস্তুষ্টির জন্যই আজ এই বিশেষ আয়োজন হযেছিল …এবং সম্রাটের বিচিত্র ইচ্ছানুসাবে সে আয়োজনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল এই দরবার কক্ষেই!—

নেপথ্যে নকীব হাঁকিল—শাহেনশাহে হিন্দুস্থাঁ মালিকে আমির ওমরা মহম্মদ বিন্ তুঘলক নিগাহেঁাবাঁ আমীরও গবীব—

মালেক—এই যে, সম্রাট এসে পড়েছেন!

(মহম্মদ ও বাহাউদ্দিনেব প্রবেশ)

মহম্মদ—কনোজ, সিন্ধু ও বেহারেব সুবাদার, আপনাদের উপঢৌকন আমি স্বচক্ষে দেখেছি—দেখে খুসি হযেছি। বিশেষতঃ যে একখণ্ড বৃহৎ পদ্মরাগ মণি পাঠিয়েছেন—কোষাধ্যক্ষ বাহাউদ্দিন বলেন, ওরূপ মহার্ঘ্য মণি আমার রাজভাণ্ডারে একটিও নাই।

কনোজ-সুবা—শাহানশা, আমার এক পূর্ব্বপুরুষ ঐ মণিখণ্ড দ্রাবিড় দেশ জয় করে আনয়ন করেন। শুনেছি, ঐ মণি নাকি সেখানকার রাজমুকুটের প্রধান শোভা ছিল।

মহ—রাজমুকুটের চেযে যোগ্যতর স্থানে আমি তাকে রেখেছি সুবাদার; আমি তাকে বিতবণ করেছি। শুধু ঐ একখণ্ড মণি নয়—তোমাদের সমস্ত উপঢৌকন—তার সঙ্গে রাজকোষের সমস্ত ঐশ্বর্য্য—দিল্লীর বহু

বর্ষের বুভুক্ষিত নরনারীর ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে নিঃশেষে ব্যয়িত হয়েছে। বাহাউদ্দীন, ভাণ্ডার ?—

বাহা—ভাণ্ডার কপর্দ্দক শূন্য জাঁহাপানা।

মহ—শুনলে মালেক,—ভাণ্ডার কপর্দ্দক শূন্য—এই সহজ কথাটি উচ্চারণ করতে বাহাউদ্দীনের গলাটা কেমন শুকিয়ে গেল! যেন পত্নী-বিয়োগ হয়েছে! দুঃখ কোরোনা প্রিয়তম, আবার আসবে—আবার ভাণ্ডার পূর্ণ হবে। যে দেবার ক্ষমতা অর্জ্জন করেছে—নেবার ক্ষমতা তো তার মুঠোর আয়ত্বে! ভাল—এবার আমি আপনাদের অভিযোগ শুনব—একে একে বর্ণনা করুন সুবাদার—

দেবগিরি-সুবা- জাঁহাপানা আমার সুবার নিকটে বিজয়নগরের হিন্দু রাজা হরিহর রায় নিজেকে স্বাধীন রাজারূপে ঘোষণা করেছে!

মহ— এ সংবাদের জন্য আপনাকে বহুৎ ধন্যবাদ সুবাদার! আমি বিজয়-নগরের রাজাকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করেছিলাম, তিনি আমার নামে ঘৃণিত অপবাদ দিয়ে দিল্লীতে এসেও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে বিজয়নগরে ফিরে গেছেন। তাঁকে শৃঙ্খলিত করে আনবার জন্য আমি ইতঃপূর্ব্বেই সৈন্যাধ্যক্ষ মেহেদীশিল্লাকে প্রেরণ করেছি!—

(প্রহরীর প্রবেশ)

কি সংবাদ?

প্রহরী—শাহানশা, সেনাপতি কিঁচলু খান্ দর্শনপ্রার্থী!

মহ—(বিস্ময়) কিঁচলু খান্; আচ্ছা আসতে বল! কিঁচলু খান্,—কি আশ্চর্য্য! [নত মস্তকে কিঁচলু খানের প্রবেশ] কিঁচলু খান্, তোমাকে না এক লক্ষ ফৌজ দিয়ে 'খোরাসান জয় করবার জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল! তোমার এ অকস্মাৎ প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ?

কিঁচলু—রসদের অভাব জাঁহাপনা। এই কনোজের সুবাদার উপস্থিত

আছেন, এঁকে জিজ্ঞাসা করুন। এঁর ওপরেই রসদ যোগাবার ভার ছিল। এঁর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ··ষড়যন্ত্রকারীদের গোলোযোগ—খোদার অভিশাপে ভীষণ দুর্ভিক্ষ—সমস্ত মিলে—

মহ—(তীব্রকণ্ঠে) কিঁচলু খান্! কে হ্যায়···জহ্লাদ—(জহ্লাদের প্রবেশ)

কিঁচলু—শাহানশা-

মহ—চুপ রহো বেইমান্। অপদার্থ মুর্খ, তুমি জাননা যে, এই খোরসান অভিযান নিষ্ফল করে দিয়ে তুমি আমার জয়যাত্রার সূচনাতেই কতবড় ব্যর্থতা এনে দিয়েছো! আমার সঙ্কল্প ছিল তামাম দুনিয়া জয় করে আমি সমস্ত মানব জাতিকে এক বিরাট আদর্শে গঠিত করব। মানুষকে পাপ-পঙ্ক হতে উদ্ধার করে—তাকে তার সৃষ্টি কর্ত্তার সিংহাসন পাশে অধিষ্ঠিত করবো, আমার সে কল্পনাকে তুমি এমন করে নিষ্ফল করে দিলে। জহ্লাদ,—শির- শির- বেইমান কিঁচলু খানের শির—

কিঁচলু—দোহাই শাহান শা,—আপনার পদতলে পড়ে মিনতি জানাচ্ছি, ঘাতকের হস্তে আমায় নিহত করবেন না। আজ ভাগ্য বিড়ম্বনায় খোরাসান জয়ের আশায় বিফল হয়েছি সত্য,—কিন্তু তবু আমি আজন্ম সৈনিক,—রণক্ষেত্রে মৃত্যুই আমার চিরকাম্য। আপনার কাছে করযোড়ে প্রার্থনা কচ্ছি শাহানশা,—এর চেয়ে আমার সেই বরণীয় মৃত্যুই দান করুন!

মহ—উত্তম, তাই হবে সৈনিক,—তোমার প্রার্থনা আমি মঞ্জুর করলেম। এই নাও আমার ফার্ম্মান। এই ফার্ম্মান নিয়ে এই দণ্ডে কনোজ যাত্রা কর; কনোজের ষড়যন্ত্রকারীদের—

কিঁচলু—দমন করব?

মহ—দমন! হত্যা····হত্যা···নর নারী, বালক, বৃদ্ধ, মানুষ পশু···সমস্ত

নির্ব্বিচারে হত্যা করবে! কনোজ বারুদের আগুনে জ্বালিয়ে দেবে। এক পক্ষ কালের মধ্যে আমি দেখতে চাই হিন্দুস্থানের মানচিত্র হতে কনোজ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

কনোজ-সুবা। সম্রাট—মেহেরবান, আমার হতভাগ্য প্রজাদের এতবড় গুরুদণ্ড দেবেন না শাহান শা—

মহ—প্রজারা যে হতভাগ্য তাতে আর সন্দেহ নেই সুবাদার; নইলে তাদের উচিত ছিল দিল্লীর সম্রাট শক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার পূর্ব্বে—আপনার ন্যায় অপদার্থকেই খুন করে বধ করা। তা যখন তারা করতে পারেনি, তখন তারা নিজেদের বুকের রক্ত দিয়ে এবার কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করবে! যান আপনারা - আপনাদের উপস্থিতি আমার চক্ষু পীড়ার উদ্রেক কচ্ছে।

[মহম্মদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিদ্রোহ বিদ্রোহ·চতুর্দ্দিক হতে কেবলই বিদ্রোহের সংবাদ! কিন্তু আমিও নিরস্ত হবনা মানব মনের বিদ্রোহী শয়তানকে আমি টুঁটী চেপে মারব। ভুল করে চেয়েছিলাম এই দূষিত ব্রণকে শান্তির প্রলেপ দিয়ে স্নিগ্ধ করতে! শান্তির প্রলেপ! না·না· শান্তির প্রলেপে হবে না! এর জন্যে প্রয়োজন নির্ম্মম অস্ত্রোপচার।

(নেপথ্যে করুণ সঙ্গীত)

গীত

যায় নিভে যায় জীবনের যত আলো
জীবনের যত আলো।
বায়ু কাঁদে হায় হায়—সে কোথায় সে কোথায়,
আকাশ ভুবনে ছেয়ে গেছে শুধু
অমা রজনীর কালো॥

(বৃদ্ধ পীর বাহরামের প্রবেশ)

বাহরাম—জোনাবালি,—

মহ—এই যে, আমার প্রিয় বন্ধু বাহরাম! মনে মনে বুঝি তোমাকেই স্মরণ কর্চ্ছিলাম তাই! কিন্তু—ও কে, রাজপথ দিয়ে এমন করুণ গান গেয়ে যায়? ওর গান, সে যেন ক্রন্দনেরই নামান্তর!—

বাহরাম—ও এক পাগলিনী জনাব,—আহা, বেচারী ওর স্বামীকে হারিয়েছে—

মহ—তাই বুঝি এই ক্রন্দন?

বাহরাম—হবে না? স্বামী স্ত্রীর প্রেম…স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা—

মহ—প্রেম! ভালবাসা! সত্য বটে, কেতাবে পড়েছি—সব দেশেই নাকি স্ত্রী পুরুষ—বিশেষতঃ তরুণ তরুণীদের মধ্যে ঐ প্রেমের কি রকম একটা দেওয়া নেওয়া আছে! তার মধ্যে নাকি সত্যই কোন ভণ্ডামী নাই…কোন আবিলতা নাই! কিন্তু নর নারীর সে প্রেম আমি কখনো চোখে দেখিনি! তুমি দেখেছ বাহরাম?

বাহরাম—ওকি চোখে দেখার বস্তু জোনাবালি? ও শুধু মনে মনে বুঝে নিতে হয়। আমারও সাদী করা জরু রয়েছে তো?

মহ—ও…তাহলে তোমরাও পরস্পরের নিকট থেকে যা কিছু পাওনা—কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নাও বুঝি। আহা, আজ যদি আমারও একটা স্ত্রী থাকতো!

বাহরাম—এ আবার একটা কথা হ'ল জনাব। আপনার স্ত্রীর অভাব! আপনি হুকুম করুন…আমি নিজে দেখে শুনে ঠিক আমার বিবির মতই একটী খাপসুরৎ—

মহ—থাক বন্ধু—তোমার মনোনীতা খাপসুরৎ বিবিকে আমি এখান থেকেই আদাব জানাই। আর ছেলেবেলায় পিতার আদেশে বিবাহ তো একটা করেও ছিলাম; কিন্তু নসীবে টিকল কৈ!

(অশ্বারোহীবেশে শিরিবানু ও তৎপশ্চাৎ ফিরোজ খাঁর প্রবেশ)

শিরিণা——পিতা,—

মহ—এই যে শিরিবাণু,—

শিরিণা—পিতা—আমি তোমার কে ?

মহ—কেন ? তুমি আমার কন্যা ! এ বিষয়ে কি কেউ তোমার মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক করে দিয়েছে ?

শিরিণা—(প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া ফিরোজকে দেখাইল) আর…ও ?

ফিরোজ—আমি আপনার সেনা বিভাগের একজন কর্ম্মচারী জাঁহাপনা, নাম ফিরোজ খাঁ !

শিরিণা—ভৃত্য…ভৃত্য…সম্রাটের আজ্ঞাবহ ভৃত্য তুমি ! সম্রাট, তোমার ভৃত্য—তোমার কন্যাকে অভিবাদন জানায় না কেন ?

মহ--ফিরোজ ! (ফিরোজ নিরুত্তর রহিল)—উদ্ধত যুবক !

ফিরোজ—শিরোধার্য্য আদেশ সম্রাট (শিরিবাণুকে কুর্নিশ করিল) ।

মহ—ব্যাপার কি শিরি ?

শিরিণা—পিতা, আমি অশ্বারোহণে যমুনার তীরে ভ্রমণ করে প্রাসাদে ফিরছিলাম হঠাৎ চাঁদনী চকের সামনে কোলাহল শুনে আমার ঘোড়া গেল ক্ষেপে ; বুনো জানোয়ার লাগাম ছিঁড়ে ফেলে…জনতা বিদলিত করে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটল ! তখনই চেষ্টা করে আমি আমার ঘোড়াকে সামলে নিচ্ছিলাম। এমন সময় এই উদ্ধত যুবক ঘোড়ার গতি রুদ্ধ করে সামনে এসে দাঁড়াল। লাগাম আমার হাতে তুলে দিয়ে কণ্ঠে অবজ্ঞার সুর মিলিয়ে বলল—নারীর স্থান অশ্বপৃষ্ঠে নয়, অন্দরে।

ফিরোজ—সম্রাট কন্যার মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই শুধু নয় জাঁহাপনা,—আমি তাঁর জীবন রক্ষার জন্যও একার্য্য করেছি !

শিরিণা—সম্রাট কন্যার মর্য্যাদা রক্ষা…সম্রাট কন্যার জীবন রক্ষা! এত স্পর্দ্ধা তোমার! একথা উচ্চারণ করতে সাহস কর তুমি! পিতা, পিতা, তোমারই পযজারের তলার ভৃত্য যে—সে আসে তোমার কন্যাকে করুণা করতে! দিল্লীর শত শত নাগরিকের সামনেও যখন আমার হাতে লাগাম তুলে দিলে—তখন আমার উন্নত শির যে লজ্জায় মাটীতে নুইয়ে গেল পিতা! হয়, আমি নিজের শক্তিতে বাঁচতাম….না হয় মরতাম…ও কেন ও কেন আসে আমায করুণা করতে? (কাঁদিয়া ফেলিল)

মহ—একি,—একেবারে চোখে জল! এ চোখের জলের অর্থ? মর্য্যাদায় আঘাত…না আর কিছু? দোস্ত, এরা দুজনেই তো দেখছি তরুণ ও তরুণী…নয? যুবক, সত্য বল, তুমি কি উদ্দেশ্যে গিয়েছিলে? তোমার কি অভিপ্রায ছিল?

ফিরোজ—জাঁহাপনা, আমি সেই উন্মত্ত অশ্বকে লক্ষ্য করে গিয়েছিলাম।

মহ—শুধু অশ্ব? শুধু বাহনটী? না আর কিছু?

শিরিণা—পিতা!

মহ—শোন কন্যা, আজ আমরা ফিরোজের কথাই মেনে নেব। নারীর স্থান অশ্ব পৃষ্ঠে নয়…অন্দরণে। উত্তম তোমার ঘোড়া ছেড়ে দাও—তোমায় আমি এতদিন যত পুরুষোচিত শিক্ষা দিয়েছি, সব ভুলে গিয়ে আজ হতে তুমি অন্দরণের শোভাবর্দ্ধন করো। আর এই যুবক—এর কাজ তোমার মহলের পাহারা দেওয়া, এবং সম্পূর্ণ রূপে তোমার আজ্ঞাবর্ত্তী হয়ে থাকা।—

শিরিণা—পিতা!

মহ—যাও কন্যা, আজ হতে তুমি অন্দরণ বিহারিণী। আমি দেখতে চাই—পর্দ্দা ও বোরখার আড়ালে গিয়েও আমার এত

কালের শিক্ষাকে তুমি নিষ্ফল হতে দেবে না। যাও, অন্দরণে যাও! বাহরাম,—এরা কিন্তু তরুণ তরুণী! শিরি, খু-ব হুঁসিয়ার।

[বাহরাম ও মহম্মদের প্রস্থান

শিরিণা—দাঁড়াও যুবক! এ সকলের অর্থ কি?

ফিরোজ—আমি কি করে বলবো বাদশাজাদী! সবই আপনার মহান পিতার অভিরুচি!

শিরিনা—তাহলে তুমি এখন হতে আমার অন্দরণের প্রহরায় নিযুক্ত হবে নাকি?

ফিরোজ—আপনার পিতার অভিপ্রায় তো স্বকর্ণেই শুনেছেন শাজাদী।

শিরিণা—পিতার অভিপ্রায়! পিতার অভিপ্রায়! কেন, এই যে খানিক আগে আমায় গলা উঁচু করে বলা হচ্ছিল—নারীর স্থান অশ্ব পৃষ্ঠে নয় —অন্দরণে···এখন? এখন বুঝি সেই নারীর পরিত্যক্ত ঘোড়ার লাগাম বাগাতে পুরুষ হয়েও অন্দরণে ঢুকে পড়ছ! পুরুষ! লজ্জা করেনা তোমার? তুমি জাহান্নামে যাও। [বেগে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিজয়নগর প্রান্তের বস্ত্রাবাস। রাত্রিকাল। রণমল্ল ও প্রতিহারিণী।

প্রতিহারিণী—সেনাপতি, মহারাণী বিজয়নগর যুদ্ধের সংবাদ জানতে উৎসুক।

রণমল্ল—তাঁকে ব'লো সংবাদ এখনো পাইনি। এলেই তাঁকে জানাবো।

[প্রতিহারিণীর প্রস্থান

মহারাণী উৎপলবর্ণা! সে এখন রাজা হরিহর রায়ের! অথচ উৎপলবর্ণা ছিল আমারই বাল্য সঙ্গিনী!—সে হয়তো আমারও হতে পারতো;—হরিহর রায় আমার জীবনের নিষ্ঠুর কুগ্রহ! ওদের সুখের জীবন আমি সইতে পারব না। যদি দেবগিরির বিদ্রোহের

সুযোগ নিয়ে···একি, দূরে যেন মশালের আলো·····না নিভে গেল। আলো না আলেয়া ?

(ত্রস্ত পদে সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক—সৈন্যাধ্যক্ষ, সর্ব্বনাশ হয়েছে, সর্ব্বনাশ হয়েছে—

রণ—কি? শীঘ্র বল—

সৈনিক—মহারাজ বন্দী !

(উৎপলবর্ণার প্রবেশ)

উৎপল—কি—কি সংবাদ এনেছ তুমি দৌবারিক ?

সৈনিক—মহাদেবি,—সর্ব্বনাশ ! মহারাজ বন্দী ! সেনাপতি মেহেদীবিল্লাব সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়নগর পরাজিত, মহারাজ বন্দী !

উৎপল—কি বন্দী ! উঃ মা বিজয়নগর অধিশ্বরী ! শেষে এই হ'ল—এই তোমার মনে ছিল মা !—

রণ—উতলা হবেন না দেবি ! সৈনিক, অবিলম্বে শিবির তুলতে আদেশ দাও।

সৈনিক—যথা আজ্ঞা সেনাপতি-- [প্রস্থান

রণ—মহাদেবি—

উৎপল—রণমল্ল, কি হবে ? কেমন করে আমার স্বামীকে রক্ষা করবো ?

রণ—ঐ দূরে আবার সেই আলেয়ার আলো ! ব্যাপার তো বোঝা যাচ্ছে না, দেখে আসতে হলো ! উৎপলবর্ণা, তুমি অধীর হয়োনা···এখনি আমরা দেব গিরি যাত্রা করব।

উৎপল—দেবগিরি কেন ?—

রণ—কি আর করব ? বিজয়নগর পাঠানের অধিকৃত—সেখানে ফিরবার উপায় নেই। উজ্জয়িনীতে তোমার পিতা পরলোকগত ···বিমাতার পুত্রেরা তোমার এ বিপদে দিল্লীশ্বরের বিপক্ষে

তোমায় সাহায্য করবে না—সুতরাং সেখানেও যাওয়া অসম্ভব! একমাত্র যাবার স্থান রয়েছে দেবগিরি, সেখানে আমার বহু অনুরক্ত লোক আছে। আমাদের কার্য্য সিদ্ধির জন্য তারা নিশ্চয় সাহায্য করবে। প্রয়োজন হ'লে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হবে না······

উৎপল—না—না—দেবগিরি গিয়ে কাজ নেই। স্বামী আমার শত্রু হস্তে বন্দী হয়ে দিল্লীতে নীত হয়েছেন—আমি দিল্লী যাব।

রণ—আবার· আবার যেন বহুলোকের পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি! নিকটে মশালের আলো সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—আর তো অপেক্ষা করা চলে না। উৎপলবর্ণা, আমার আদেশ—এখনি তোমায় দেবগিরি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তুমি দিল্লী যেতে পাবে না। [প্রস্থান

উৎপল—এর অর্থ! রণমল্ল আমায় আদেশ করে—আমি দিল্লী যেতে পাবো না! স্বামীর কাছে যেতে পারবো না! তবে কি ওর মনে কোন কুট অভিসন্ধি আছে!

(নেপথ্যে কোলাহল, বন্দুকের আওয়াজ)

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক—মহাদেবি, বিপদের ওপর বিপদ হয়েছে, মোগল দস্যুগণ আমাদের তাঁবু আক্রমণ করেছে। আমরা মাত্র পঁচিশজন আর তারা সংখ্যায় যথেষ্ট বেশী—আপনি সাবধান থাকবেন দেবী!

[প্রস্থান

উৎপল—দস্যুদল আক্রমণ করেছে! করুক আক্রমণ, যে বিপদে পড়েছি এর চেয়ে বড় বিপদ তারা আর কি ঘটাতে পারে?

(মশাল ধারী একদল মোগলদস্যুর প্রবেশ)

চাকদাই—ইয়ে আল্লা—মেহেরবান্! এ কোন্ হুরী! কত জড়োয়া গহনা! হাজার আস্রফীর মাল···

মঙ্গু—হঠ্ যাও—এ আমার গুলে—বকাউলি !

উৎপল—কে ! কে তোমরা !

চাকদাই—আবে, কথা বলে—কি মিষ্টি কথা—সিরীন্ বুলি !

মঙ্গু—নার্গিস ফুলের মত চোখ, এ আমার পিয়ারী—সব তফাৎ থাকো !

উৎপল—সাবধান. এগিয়োনা, আমায় স্পর্শ কোরোনা—

চাকদাই—ভয় নাই রূপওযালী, আমি তোমার গোলাম !

সকলে—আমার পিয়ারী—আমাব বিবি— [সম্মুখে অগ্রসর]

উৎপল—খবর্দ্দার -- খবর্দ্দার দস্যু…

(কুযুকের প্রবেশ)

কুযুক—[বল্লম তুলিয়া] খবর্দ্দার উল্লুকের দল, এক পা এগিয়ে আসবি তো জান নেব !

সকলে – কেরে দুষমণ ?

চাক্দাই—কুযুক তুই ! আমাদের ভাগিযে ভেবেছিস শয়তান, নিজে ওকে নিয়ে মজা লুটবি ! মার—মার—

সকলে—মার মার—(কুযুককে আক্রমণ করিল)

নেপথ্যে ওগদাই খান।—হো মোঙ্গল…

চাক্দাই—আবে সর্দ্দার আসছে…পালা…পালা…

(ওগদাই খানের প্রবেশ)

ওগদাই—এরে কুত্তা হল্লা কেন এখানে ! (উৎপলকে দেখিয়া) আরে— এই যে ! হুঁ—একে নিযে বুঝি হল্লা ?

চাক্দাই—সর্দ্দার, ঐ শয়তান কুযুক….

২য়—ঐ কুযুক….

ওগদাই—চোপরহ্ উল্লু ! বাইরে দুষমনেরা এখনো লড়ছে—গুলী ছুঁড়ছে… আর লড়াই ছেড়ে এখানে সব—এই— এই কুত্তা, এই হারামজাদ—

সকলে—যাচ্ছি—সর্দ্দার, যাচ্ছি—

ওগদাই—দাঁড়া, সব গেলে এটাকে পাহারা দেবে কে ?

সকলে—আমি থাকবো সর্দ্দার—আমি পাহারা দেব—

ওগ—চোপ্। গোস্ত পাহারা দিতে জানোয়ার বহাল করবো! কিন্তু… তবে এই কুযুক…

কুযুক—হুকুম—

ওগ—তোকে বিশ্বাস করলেও করা যেতে পারে ··থাকবি ?

কুযুক—থাকবো সর্দ্দার !

ওগ—কিন্তু ফিরে এসে যদি না পাই ? জামিন তোর শির ··

কুযুক—বেশ, শির জামিন।

ওগ—হঠ্ যা—হঠ্ যা সব—　　[ওগদাই ও অন্য সব মোঙ্গলের প্রস্থান

[নেপথ্যে মোঙ্গল যুদ্ধ বাজনা বাজিতে লাগিল, গুলীর আওয়াজ ও চীৎকার শোনা গেল]

কুযুক—এই উত্তম সুযোগ শীঘ্র পালাও—

উৎপল—পালাবো ?

কুযুক—হাঁ, পালাও—ওরা লড়াইতে মেতেছে—অন্য দিকে নজর দেবার ফুরসৎ পাবে না…এই ফাঁকে যেখানে হয় পালাও। যদি একা যেতে ভয় লাগে আমার সঙ্গে এসো—তোমায় বাইরে রেখে আস্‌ছি।

উৎপল—তুমি আমায় বাইরে নিয়ে যাবে—কিন্তু কি জামিন রেখেছ স্মরণ আছে ?

কুযুক—জানি, আমার শির জামিন আছে। না হয় যাবে শির ··খাঁটী মোঙ্গলিয়ান বাচ্চা কখনও শির দিতে ডর খায় না, চলে এস, মিছামিছি বাৎচিৎ করে উদ্ধারের আশা নষ্ট করোনা—

উৎপল—না, তোমার জীবন বিপন্ন করে এ ভাবে আমি কোথাও যেতে পারবো না।

কুযুক—আঃ তুমি কি পাগল বনে গেছ ? যাবে না—তবে কি এই লুঠ-

তরাজী জানোয়ারদের হাতে জান্ কব্‌জ করবে ? না, কোনো মেয়ে-ছেলেকে আমি কখনও এদের হাতে পড়তে দিই না। বিশেষ করে তুমি (উৎপলার নিকটে গিয়া নিবদ্ধ দৃষ্টিতে) চোখ দুটি উজ্জল—মুখে তেমনি আলো—যেন দুনিয়ার নয—এ যেন দুনিয়ার উপরে—হ্যাঁ সেই মুখ…ঠিক তাঁরই মত….

উৎপল—কার মত ?

কুয়ুক—আমার মা ! -মুশাফির ছিলাম আমি…সে ছিল আমার পথে কুড়িয়ে পাওয়া মা ! সেই মাকে আমার—ঐ মোঙ্গলজাতের কলঙ্ক—ওই শয়তান ওগদাই খান—না, না—সে কথা এখন থাক—ওরা এসে পড়ল—কোথায় যাবে জলদি বলো ..

উৎপল—তুমি ওদের বলে কয়ে আমায় দিল্লী পৌছে দিতে রাজী করাতে পারো ?

কুয়ুক—দিল্লী। সেকি দিল্লী কেন ?

উৎপল—সেখানে আমার স্বামী বন্দী অবস্থায় নীত হয়েছেন, যদি সম্রাটের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কোনোরূপে তাঁকে মুক্ত করতে পারি…তাহলে এরা যত অর্থ চায় আমি এদের প্রদান করবো…

কুয়ুক—ব্যস—আর বাৎ নয়।…তোমায় যদি দিল্লী নিয়ে যায…এদের আসরফির ভাবনা নেই। তা এরা নিজেরাই যথেষ্ট পাবে। তুমি ভেব না।…

(সানুচর ওগদাই খানের প্রবেশ)

ওগদাই—দুষমন পালিয়েছে। (উৎপলাকে) শোনো, তোমার ডর নেই, মেয়ে ছেলেদের আমি ধরে রাখতে চাইনা—তারা এই সব হারামজাদকে মাটী করে দেয়…আমি তোমায় খালাস দিচ্ছি…তুমি আমায় পঞ্চাশ হাজার আসরফি এখনি গুণে দিয়ে চলে যাও…

উৎপল—পঞ্চাশ হাজার আসরফি !

ওগদাই—হাঁ হাঁ—পঞ্চাশ হাজার। বেশী টাকার দিকে আমার লোভ নেই …নইলে তুমি একটা হিন্দু বাদসার বেগম… তোমার কাছ থেকে দশ বিশ লাখ দাবি করতে পারতাম…ঐ পঞ্চাশ হাজারই মঞ্জুর ফেল—

উৎপল—কোথায় পাব এখন ?

ওগদাই—কোথায় ? দেখতে চাও কোথায় পাই ?—

উৎপল—কোথায়—

ওগদাই—এ মাঙ্গু, বাটু, হুলাগু, চাকদাই—

[ইঙ্গিত মাত্রেই মোঙ্গল দস্যুগণ উৎপলাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, কুয়ুক মধ্যস্থলে দাঁড়াইল]

কুয়ুক—সর্দ্দার…সর্দ্দার…

ওগ—আঃ হট্ যা কুয়ুক, নইলে তোর জান্ কব্‌জ হবে… হঠ যা—

কুয়ুক—শোনো—একটা বাৎ শোনো…

ওগ—আশরফি …আশরফি …অন্য বাৎ জানিনা….

কুয়ুক—হ্যাঁ আসরফি মিলবে….থামাও ওদের।

ওগ—বহুৎ আচ্ছা—(ইঙ্গিতে থামিতে বলিল) কোথায় আসরফি ?

কুয়ুক—পাবে…কিন্তু এখানে কি করে মিলবে ? এখানে যা ছিল তার সবই তো লুটতরাজ হয়েছে।

ওগ—হুঁ—তাহলে ও চিঠি দিক· পঞ্চাশ হাজার আশরফির জন্তে ওর হিন্দু বাদশার কাছে লিখে দিক্। মাঙ্গু তাই নিয়ে যাবে ….কিন্তু ফিরে না আসা পর্য্যন্ত ও নিজে থাকবে এখানে জামিন।…

কুয়ুক—কিন্তু মাঙ্গু যাবে কোথায়··কার কাছে ? ওর দেশ দিল্লীর বাদশা দখল করেছে · ওর স্বামী সেখানে কয়েদ হয়েছে…

ওগ—তাহলে আশরফি মিলবে কোথায়—এত মেহনৎ, এত খুনজখম করে ওকে গ্রেপ্তার করা হ'ল—শুধু রুক্ষু-হাতে ফিরে যেতে ?

কুয়ুক—না, আশরফি মিলবে।

ওগ—কী কবে ?

কুয়ুক—বলছি ! আচ্ছা, তোমরা একবার দিল্লী যাবে তো ?

ওগ—দিল্লী হ্যাঁ · সেতো যাবোই···সেটাকে একবাব দেখতে, আমি নয়··এই চাকৃদাই দেখতে চায়। চাকৃদাই আমার সাকরেৎ···· বুড়ো হয়েছি·· আব কদিনই বা আছি···তারপর ঐ চাকৃদাই পাবে তোদেব সর্দ্দারী। ও যখন একবার দেখতে চায তাকে···তখন যাবো দিল্লী—সেই সঙ্গে বাদশাকে চেপে হযতো কিছু আশরফিও আদায করা যাবে !····

কুয়ুক—আমি বলছিলাম—একেও দিল্লী নিযে গেলে হয না ?

ওগ—একে !

কুয়ুক—ওকে দিল্লী নিযে বাদশাব কাছে দাও···চাপ দিযে অনেক আশবফি পাবে·· বাদশা তো তেমন দিযেই থাকে।—

ওগ—ওঃ, বহুৎ খুব। সাবাস কুয়ুক—সাবাস! বিবি, তুমি দিল্লী যাবে ? তোমাব ওপর কোনো জুলুম হবেনা।

উৎপল—যাবো।

ওগ—আইয়ে। [সকলেব প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

[দিল্লী প্রাসাদ কক্ষ। শিরিণা ও গুলবাণু]

শিরি—না গুলবাণু—এ চলবে না। এমন করে অন্দরণের কোণে পর্দ্দা টেনে বাস করা আমার ধাতে সইছে না। এখানকার এই হালকা আমোদ, ঠুনকো গান—আতর গোলাপের মাতাল গন্ধ··· না না—এ আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পার্চ্ছিনা। পিতাকে

বলবো, আমায আবার বাইবে ছেড়ে দিতে। এখানে আর দুদিনও থাকলে—আমি মরে যাব…নিশ্চয় মরে যাবো গুলবাণু…

গুলবাণু—কি জানি—আমরা আর পাঁচজনে তো দিব্যি আছি। মেয়েছেলে আমবা…হারেমের পর্দ্দা আমাদের কাছে গারদ খানার অাঁটা কবাটও মনে হয না; প্রাণটাও হাঁপিযে ওঠে না। আপনাদের বাদশাহী দিল…লহমায় লহমায় তার হবেক রকম মর্জ্জি, হবেক রকম ফরমাস।…

শিরী—বাঁদি! (গুলবাণু সভয়ে অভিবাদন করিল) আমি দেখতে চাই মহম্মদ তোঘলকের কন্যার সম্বন্ধে এর পর তোমরা কোনও তুলনামূলক ইঙ্গিত না করো। দুনিয়াব অন্য কোনো রমণী আর মহম্মদ তোঘলকেব কন্যা এক বস্তু নয—!

নেপথ্যে ফিরোজ—আমি আসতে পারি সম্রাট কন্যা ?

শিরি—কে ? ও তুমি ? এসো সৈনিক পুরুষ,—চলে এসো—চলে এসো—   [গুলবাণুর প্রস্থান

(ফিরোজের প্রবেশ)

ফিরোজ—আমায় স্মরণ করেছিলেন ?

শিরি—তোমায় ? না—স্মরণ তো হয না।—

ফিরোজ---সে কি !

শিরি—হাঃ হাঃ হাঃ! আৎকে উঠলে যে ? কিন্তু সে কথা যাক !—তোমার ভেতর—হ্যাঁ দেখ—তোমার ভেতর হঠাৎ যেন একটা পরিবর্ত্তন এসেছে। সে আমি লক্ষ্য করেছি। তোমার পূর্ব্বের ঔদ্ধত্য চলে গেছে—তুমি অনেকটা বিনয়ী হয়েছ। এ দেখে এক দিকে যেমন আমি খুসি হয়েছি—আবার তেমনি একটা ভয়ানক অস্বস্তি ভোগ কর্চ্ছি। ওকি! অমন করে আমার পানে চাইছ কেন ? দেখে আমার বড্ড হাসি পায়—হ্যাঁ, একটু অনুকম্পাও হয়…

ফিরোজ—শুধু হাসি—শুধু অনুকম্পা ?

শিরি—তবে আর কি হতে ব'ল ?

ফিরোজ—সম্রাট কন্যা !

শিরি—হ্যাঁ আমি সম্রাট কন্যা—কি বলতে চাও ?

ফিরোজ—না—কিছু নয়….

শিরি—হাঃ হাঃ হাঃ—বেচারী ! দেখ, ঐ আষাঢ়ের মেঘে হঠাৎ মুখ ঢেকে ফেলা—ঐ কথা বলতে বলতে আচম্‌কা থেমে যাওয়া—ও খুব ভাল লক্ষণ নয়। আচ্ছা অমন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাও কেন বলতো ?

ফিরোজ—না—কিছু নয় · আমি যাচ্ছি সাজাদি—

শিরি—সে কি—চলে যাবে ?

ফিরোজ—আমার তো কোনো প্রযোজন নেই এখানে।…

শিরি—প্রয়োজন না থাকলে কি থাকা যায় না ?

ফিরোজ—না।

শিরি—না !…কেন ?

ফিরোজ—কারণ আপনি সমস্ত হিন্দুস্থানের শাসনকর্ত্তা শাহানশা মহম্মদ তোঘলকের কন্যা…আর আমি তাঁরই অধীনস্থ একজন সামান্য আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র।

শিরি—চমৎকার, চমৎকার বিনয় !…তুমি…তুমি যেন একটি নির্ব্বিবাদী শান্ত শিষ্ট জানোয়ার ! কিন্তু তোমায় আমি অন্য মূর্ত্তিতে দেখতে চাই…তোমায় আমি একটা জীবন্ত মানুষ করে তুলতে চাই !—যাবে —যাবে তুমি আমার সঙ্গে ?

ফিরোজ—কোথায় ?

শিরি—যেখানে হয়—চলো বেরিয়ে পড়ি। তু'জনে তুটো তাজী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে—কত তুর্গম অরণ্যভূমি পাহাড় পর্ব্বত ভেঙে আমরা

পথ কেটে চলে যাব।—সে যে কি বিবাট আনন্দ—সে যে কি অসীম উত্তেজনা! যাবে—যাবে তুমি?

ফিরোজ—এ কি সত্য?

শিরি—সত্য—সত্য—বল—বল…যাবে?

ফিরোজ—যাবো। কিন্তু—কিন্তু সে অধিকার কি আমার আছে?

শিরি—অধিকার!

ফিরোজ—হ্যাঁ,—অধিকাব, শুধু তোমার পাশে দাঁড়াবার অধিকার—সে কি তুমি আমায় দেবে? এই অধিকারটুকু চাইবার জন্য দীর্ঘ দিন-বাত্রি আমার অন্তর আকুল হযেছে; কিন্তু সাহস করে চাইতে পাবিনি আমি—বলো?

শিরি—(আপন মনে) কি বলছিলাম—কার সঙ্গে কি কথা বলছিলাম!

ফিরোজ—বলো—বলো তুমি—

শিরি—তুমি!

ফিরোজ—শিরিণা—শিবিবাণু, আমার অনেক দিনেব স্বপ্ন (হাত ধরিল)।

শিবিণা—বাঁদী—

(গুলবাণুর প্রবেশ)

একে বাহিরে যেতে বল, আমাব আদেশ আজ হতে এর অন্দরণে প্রবেশ নিষেধ!

[শিরিবাণুর প্রস্থান

গুলবাণু—বড় এগিয়ে এসেছিলেন খাঁ সাহেব—বড় এগিয়ে এসেছিলেন! সাজাদী ত মেয়ে-ছেলে নন্—ও একটি আগুণের ফুল।

[ফিরোজের প্রস্থান

মুখখানা একেবারেই কালো করে চলে গেল। তা দুঃখতো হতেই পারে। হাজার হোক—জোয়ানমর্দ্দ ব্যাটাছেলে তো?—কি জানি, এসব হ'ল বাদশাহী কারবার। নইলে আমাদের মত

গরীবের ঘর হলে—! হা নসীব! কেউ নেই যে মনের কথা গুছিয়ে বলি। আচ্ছা, মনে কবি না কেন ঐ ফিরোজ যেন আমারই ওপর রাগ করে চলে গেছে। তাহলে? তাহলে আমি কি করতুম? আমি বলতুম—

গুলবানুর গীত।

অভিমানী আর কথা কহিবেনা—
আসিবে না আব ফিরে,
সে যে চলে গেছে আলো ছায়া পথে
একা একা ধীরে ধীরে।
যাবার বেলায় গলে ছিল তার
বিরহ ব্যথাব মালা—
ছিল বুক জোড়া না বলা কথাব
বিষম দহন জ্বালা।
বনের আগুন নিভে বরিষায
মনের আগুন নিভে না তো হায়
ঝরঝর আঁখিনীবে।

(শিরিণার প্রবেশ)

শিরিণা—ফিরোজ চলে গেছে গুলবাণু?

গুল—হ্যাঁ, তা গিযেছেন বৈকি—

শিবিণা—যাকগে, চুলোয় যাক্। ওর হঠাৎ বড় স্পর্দ্ধা বেড়ে উঠেছিল! কিন্তু—ওকি একেবারে আন্দবণের বাইরে চলে গেছে?

গুল—তিনি যেরকম রূপে চলতে সুরু করলেন—তাতে তো সেই রকমটাই মনে হ'ল। কেন, আপনি কি তাঁকে সেই আদেশ করেন নি?

শিরিণা—করেছি! কিন্তু পিতার আদেশ ছিল অন্যরূপ, তিনি ওকে আমার অন্দরণের রক্ষী নিযুক্ত করেছেন।

গুল—তাহলে তাঁকে আপনার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসি?—

শিরিণা—আমার কাছে কেন! আমি তাকে দ্বিতীয়বার দেখতে চাইনে। তবে সে যদি পিতার আদেশ বিস্মৃত হয়ে অন্দরণের বাহিরে গিয়ে থাকে—তুই তাকে সেই আদেশ স্মরণ করিয়ে দিবি। আমার কথা বলবার কোন প্রয়োজন নেই। যা—

গুল—হুঁ। আসল কথা—ফিরিয়ে আনা। সে কাজ আমি খুব পারব— [প্রস্থান

(প্রতিহারিণীর প্রবেশ)

প্রতিহারিণী—সাজাদী, এক অপরিচিতা স্ত্রীলোক আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ব্যাকুল হয়েছে—

শিরিণা—না-না—এখন হবে না—বলে দাও।

প্রতিহারিণী—সে কোন কথা শুনতে চায় না সাজাদী। বরাবর এই খানেই চলে আসত। জোর করে তাকে পাশের ঘরে আটকে রেখেছি। এই যে—সে আপনিই চলে এসেছে—

শিরিণা—কে এ! কি প্রয়োজন আমার কাছে! আচ্ছা তুই যা!—

[প্রতিহারিণীর প্রস্থান

(উৎপলবর্ণার প্রবেশ)

উৎপল—বোধ হয় আমি সম্রাট নন্দিনীর সম্মুখে এসেছি।

শিরিণা—তুমি সত্য অনুমান করেছ…কিন্তু কে তুমি? কোথা থেকে আসছ?

উৎপল—আমি ভিখারিণী…এসেছি বহু দূর থেকে—

শিরিণা—ভিখারিণী! তুমি এখানে প্রবেশ করলে কি করে?

উৎপল—প্রবেশ করা কি আমার নিজের সাধ্য ছিল বাদসাজাদী?

আমার অন্দরণ প্রবেশ পথ অবারিত করে দিয়েছে—আমার এই অঙ্গুরীয়—

শিরিণা—অঙ্গুরীয়…কোন্ অঙ্গুরীয়। দেখি,—একি! এযে আমার পিতার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়! কি আশ্চর্য্য! এযে ঠিক আমার হাতের সেই অঙ্গুরীয়টীর অনুরূপ! একেবারে এক,…আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! এ তুমি কোথায় পেলে?

(মুন্নাবাঁদীর প্রবেশ)

কে?—কি চাস তুই?

মুন্না—আমায় কি ডেকেছিলেন সাজাদী?

শিরিণা—না—না—চলে যা— [মুন্নার প্রস্থান

বলো? কোথায় পেলে?

উৎপল—যেখানেই পাই—এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে সম্রাট কন্যা।

শিরিণা—আছে, আছে—আশ্চর্য্য হবার প্রচুর কারণ আছে! তুমি বুঝতে পারবে না…তুমি জান না! কি বিচিত্র! পিতা যেদিন আমাকে এই অঙ্গুরীয়টী দান করেন, সেই দিন আমাকে বলেছিলেন —শিরিণা, তোমার এই অঙ্গুরীয়টীর মত আর একটী মাত্র অঙ্গুরীয় ছিল,—সেই অঙ্গুরীয় আমি একজনকে দান করেছি। যাকে দান করেছি, সে তোমার জীবনের ঘনিষ্টতম রহস্যের সঙ্গে বিজড়িত। কি সে রহস্য…কতবার আমি পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি জবাব দেন নি। শুধু একটুখানি হেসেছেন।

উৎপল—সম্রাট কন্যা, সত্যই আপনার জীবন এক বিচিত্র রহস্যের জালে আবৃত…

শিরিণা—তুমিও তা'হলে সে রহস্যের কথা জানো! আমায় বলো… আমায় বলো…

(মুন্না বাঁদীর পুনঃ প্রবেশ)

আবার এসেছিস কেন? কি চাস্ তুই এখানে?
[বাঁদীর প্রস্থান

চুপ করে রইলে যে? আমার জীবনের রহস্য তুমি নিশ্চয় জানো—

উৎপল—জানি সম্রাট কন্যা,—আপনার জীবন রহস্য! আগে জানতাম না · সম্প্রতি জেনেছি। কিন্তু সেতো আমি বলতে পারব না ·

শিরিণা—কেন? কেন পারবে না?

উৎপল—না পারব না! আর তা ছাড়া, এ রহস্যের সঙ্গে আমাকে এতটুকু বিজড়িত মনে করবেন না। এ অঙ্গুরীয় আমার নিজেরও নয়।

শিরিণা—তবে কার কাছ থেকে তুমি পেলে?

উৎপল—পরিচয় দিলে তাকে চিনবেন না সাজাদী · তবে···এইমাত্র সে আমায় অন্দরণের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে গেল!···

শিরিণা—অন্দরণের দ্বারে এসেছিল সে! তবে কোন দিকে গেল—কোথায় গেল—(যাইতে যাইতে) বাঁদী, ওর প্রতি নজর রাখিস—
[প্রস্থান

(মুন্নার প্রবেশ)

মুন্না—হুজুরাইন—আমি আপনার কোনও মঙ্গলার্থীর নিকট হ'তে এই পত্র বহন করে এনেছি।

উৎপল—আমার পত্র!—(পত্র গ্রহণ ও পাঠ)

মুন্না—আমার সঙ্গে চলুন। আপনাকে গোপন পথ দিয়ে আপনার স্বামীর নিকটে নিয়ে যাবো। দ্বারে কোনো পুরুষ প্রহরী নেই, দু'একজন প্রতিহারিণী যারা আছে তারাও আমার বশীভূত। বিলম্ব করবেন না; সাজাদী হয়তো এখুনি ফিরে আসবেন ··

উৎপল—কে এ বাহাউদ্দীন···তিনি—তিনি কেন অযাচিতভাবে আমার প্রতি এতখানি দয়া—

মুন্না—চুপ···সাজাদী এসে পড়েছেন !— [প্রস্থান

(শিরিণার প্রবেশ)

শিবিণা—কৈ কাউকে দেখতে পেলাম না ! সত্য বল, এ অঙ্গুরীয় কার ?

উৎপল—বলেছি তো বাদসাজাদী, সে চলে গেছে, তাকে আপনি চিনবেন না··· দেখলেও চিনবেন না।

শিরিণা—কিন্তু তুমিতো জানো···তুমিই বলো আমার জীবনের কি সে গোপন বহস্য !—

উৎপল—সে আমি পাববো না—

শিরিণা—পারবে না ! বাঁদী

(মুন্নার প্রবেশ)

এর ওপব কড়ানজর বাখবি, কোনো উপাযে বাইরে যেতে না পারে। এ আমাদের বন্দিনী··· [শিরিণার প্রস্থান

মুন্না—আর বিলম্ব নয···শীঘ্র পালিযে আসুন। [উভযের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

দিল্লী প্রাসাদ—পাঠাগার।

এক পার্শ্বে উচ্চ বেদীর উপবে পাঠ নিবত মহম্মদ তোঘলক। দ্বারে দ্বারে শস্ত্রধারী দেহরক্ষী সৈন্যদল ··বেদীতলে বাহাউদ্দীন দণ্ডাযমান···একটু পরে মহম্মদ মুখ তুলিলেন।

মহম্মদ—কে বাহাউদ্দীন !

বাহা—অধীনকে কি জন্য স্মরণ করেছেন শাহানশা ?

মহ—হুঁ···স্মরণ করেছিলাম। বাহাউদ্দীন, তুমি আমার স্নেহ পালিত ভগিনী পুত্র। ভবিষ্যত জীবনে অনেক আশার স্বপ্ন দেখে থাক।

কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমি যে স্বপ্ন দেখে থাকি—তা বিশেষ আশাপ্রদ নয়!—

বাহা—শাহান্‌শা—

মহ—এই পত্রখানি পাঠ কর—(পত্র প্রদান)

বাহা—(পাঠ করিয়া) হজরত, এ সম্পূর্ণ মিথ্যা—কোন দুষ্ট লোক আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে! আপনি অপুত্রক বলে আপনার সিংহাসনের ওপর আমার লুব্ধ-দৃষ্টি আছে! না—না—হজরত, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

মহ—স্বপ্নেও ভাবনি! তাহলে বলতে চাও যে আমার নামাঙ্কিত জাল ইস্তাহার দেখিয়ে আজমীরের প্রজাদের ওপর জুলুম করে কর আদায় করা হয়েছে—এ সংবাদও মিথ্যা?

বাহা—শাহানশা—

মহ—যাক, আজ নয়—তোমার তলব হবে কাল প্রত্যুষে…প্রকাশ্য দরবারে। যাও—। [বাহাউদ্দীনের প্রস্থান

(পীর বাহরামের প্রবেশ)

পীরবাহ—জোনাবালি।…

মহ—কে, বাহরাম! এস বন্ধু, মৌলানা সাহেবরা চলে গেছেন?—

পীর-বাহ—হ্যাঁ জোনাব, যাচ্ছেন। যেতে কি সহজে পাবেন? গাড়ি গাড়ি টাকা মোহর সব বোঝাই হচ্ছে।…সে গুলো নিয়ে তবে তো যাবেন—

মহ—হুঁ—আচ্ছা যাও, ঘুমোও গে।

পীর-বাহ—জোনাব!

মহ—কিছু বলতে চাও?

পীর-বাহ—জোনাব, বলছিলাম যে আপনার বেহস্তের পথ একেবারে সাফ—

মহ—সাফ। ঝর ঝরে পরিষ্কার বলো। ভাল—এ কথা তুমি কি করে জানলে?

পীর-বাহ—জানব না জোনাব? এ কি না জানার কথা! সারাদিন খেটে খুটে রাতের বেলা যখন একটু ফুরসুৎ পান—অমনি তো দেখি—ঐ সব মোটা মোটা পুঁথী কেতাব খুলে বেহস্তের পথ ঘাটের ঠিকানা করেন—ভাবিক্কি মত মোল্লা মোলানা সাহেবদের সঙ্গে কতো সব বেহস্তের হদিস বাৎলান্। খুসী হযে তাদের গাড়ী বোঝাই আসরফি মোহর দিযে তবে বিদায় করেন। আপনারও বেহস্ত হবে না জনাব, · তবে কি হবে এই সব বুনো ছুঁচোর?—

মহ—কিন্তু বলো তো, বেহস্তে গিযে কি লাভ?

পীর-বাহ—বেহস্তে গিযে কি লাভ!...বলেন কি জোনাব! সেখানে কত সুখ, কত আরাম...

মহ—সে বেহস্তের জন্য তোমার ভাবনা কি? আমিই দিচ্ছি সে ব্যবস্থা করে। দিল্লী প্রাসাদের একাংশ আজ হতে তোমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হবে...বহুমূল্য রাজভোগে উদর পুরণ করবে.. প্রচুর পরিমাণ সিরাজী আনিযে দিচ্ছি.. আর দশটা সুন্দরী ক্রীতদাসী—

পীব-বাহ—থাক জোনাব, এক জনের তালাক নামার ফতোয়া খুঁজতেই রাত দিন হদিস চ'ষে ফিরছি...আর দশটা হলে...

মহ—তালাক নামা! সেকি!

পীর-বাহ—হাঁ জোনাব, সে জোয়ান মর্দ্দ মেযে—সে আমার মত বুড়োকে মানবে কেন?

মহ—মানবে না! তোমার মত নির্ব্বিবাদী—সরল বিশ্বাসী জনকে! আচ্ছা মানে কিনা সে ব্যবস্থা আমি ক'চ্ছি...(প্রহরীকে) এই,—

পীর-বাহ—দোহাই দিন জোনাব,—এ গাযের জোর খাটিয়ে মানাবার জিনিষ নয়। আর, আমিও ওকে চাই না। বুড়ো হয়েছি, দুদিন

বাদে আজরাইল এসে টুঁটি চেপে দোজাখের গুদোম খানায় পুরে দেবে ; তার আগে কটা দিন একটু রোজা নেমাজ নিয়েই কাটিয়ে দেব—এই মত ঠিক করেছি জোনাব।...

মহ—ঠিক—ঠিক—গায়ের জোর দিয়ে যে মানুষের মন পাওয়া যায় না—এ আমি ভুলে যাই।—কিন্তু কি আশ্চর্য্য এই নারী চরিত্র! এ জাতটাকে আমি আজও ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছি না।...

পীর-বাহ—জোনাব, ও যত না বোঝা যায় ততই ভাল।

মহ—(আপনমনে) এমন বিচিত্র সৃষ্টির খেলায় মত্ত কে তুমি খেয়ালী যাদুকর! যেই হও—সাবাস, সাবাস্ বলি তোমায়।

পীরবাহ—সাবাস বলতে সাবাস্!...এই ধরুন না কেন জোনাব বেহস্তের কথাটাই একবার—

মহ—(বিরক্ত হইয়া) আঃ—আবার বেহস্ত—

পীরবাহ— না জোনাব, বলছিলাম যে বেহস্ত—

মহ—(ক্রুদ্ধকণ্ঠে) পীর বাহরাম—

পীরবাহ—মাফ কিজিয়ে জোনাব—

মহ—তুমি যাও...আমি এখন কেতাব পাঠ করবো! আর একটি কথা কইবে তো তোমার পিছনে পঁচিশটা সুন্দরী লেলিয়ে দেব —

পীরবাহ—আদাব—আদাব জোনাব,—আদাব— [সন্ত্রস্তপদে প্রস্থান

মহ—দিল্লীতে এই একটী মাত্র প্রাণী আছে যে নির্ভয়ে আমার মুখের দিকে সোজা হয়ে তাকায়। মাঝে মাঝে ওকে দেখে আমার ঈর্ষা হয় ; মনে হয় সমস্ত ঐশ্বর্য্য—সমস্ত জ্ঞানের বিনিময়ে ওর ওই সরল অনাড়ম্বর জীবনটাকে যদি পেতাম...(সহসা প্রহরীদের ওপর দৃষ্টি পড়ায় চকিত হইয়া আদেশ জ্ঞাপক স্বরে) এই, তোরা এখানে কি চাস্।—

প্রহরী—জাঁহাপনা, উজীর সাহেব—

মহম্মদ—উজীর সাহেব ! ··মালেক খস্রু—

(মালেক খসরুর প্রবেশ)

মালেক—গোলামকে স্মরণ করেছেন জাঁহাপনা ?—

মহ—হ্যাঁ—এগুলো কেন ? এগুলো এখানে কেন ?

মালেক—জাঁহাপনা, আমি সেনাপতি হাসান বাহমানের গতিবিধিতে সন্দীহান। আমার বিশ্বাস সে সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়েছে ···

মহ—আমার বিরুদ্ধে !

মালেক—হরিহর রায়কে সঙ্গে নিয়ে দিল্লীতে ফিরে এসে গঙ্গুর মুখে সে তার শিশু পুত্রের নিধন বার্ত্তা শুনেছে। তাই সে অতি মাত্রায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছে··। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও রাতের অন্ধকারে এই প্রাসাদ প্রাচীরের নিম্নে আমি তার ছায়া মূর্ত্তি দেখেছি মনে হয়—

মহ—মালেক খস্রু, হিন্দুস্থানের বাদশাকে একান্ত অসহায় জেনে দয়া করে তুমি তাকে হাসানের হাত হতে বাঁচাতে এসেছ ?—

মালেক—শাহানশা, মার্জ্জনা করুন···আমি আপনার গোলাম।

[প্রহরীদের চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত, প্রহরীদের প্রস্থান, পশ্চাৎ মালেকের প্রস্থান]

মহ—ওরা ভাবে আমি মানুষের অস্ত্রে বধ্য। হাঃ হাঃ হাঃ—

(কৃষ্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত হাসানের প্রবেশ। দূরে দাঁড়াইয়া সে মহম্মদের কথা শুনিতেছিল। সুযোগ বুঝিয়া ছুরিকা বাহির করিল—ইতিমধ্যে মালেক খসরু সন্দিগ্ধ হইয়া ছুটিয়া আসিল)

মালেক—সম্রাট—সম্রাট, হাসান বোধ হয় এখানেই—

[মহম্মদ হাসানকে দেখিলেন ও তাহাকে আড়াল করিয়া মালেকের দিকে ফিরিয়া কহিলেন]

মহ—মালেক, হাসান বাহমানের সঙ্গে রাজকার্য্য সম্বন্ধে আমার কিছু

গোপন পরামর্শ আছে। তোমার উপস্থিতি আমাদের আলোচনার বাধা জন্মাতে পারে।

[মালেক এক মুহূর্ত্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া নীরবে প্রস্থান করিল]

দাক্ষিণাত্যে দেবগিরি আবার বিদ্রোহ করেছে হাসান বাহমণি ! তুমি অবিলম্বে দেবগিরি যাত্রা কর।

হাসান—সম্রাট !

মহ—এই নাও আমার ফার্ম্মাণ। —

হাসান —আপনি পরিহাস কর্চ্ছেন, ও ফার্ম্মাণ নয় — আমার মৃত্যুদণ্ড।—

মহ—হাসান বাহমান, তুমি বালক, গঙ্গুর শিশু পুত্র নাশে তুমি উন্মাদ হতে পার, তা বলে আমি তো উন্মাদ নই —এই নাও—যাও।

[হাসানের প্রস্থান

নেপথ্যে ওগদাই—আঃ—পথ ছাড—আমি বাদশাহের কাছে যাব—

মহ—কোন হ্যায—

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী—জাঁহাপনা ! এক মোঙ্গল সওদাগর।

মহ—মোঙ্গল সওদাগর !...

প্রহরী—আফগানিস্থানের সীমান্তে নাকি জাঁহাপনার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল—

মহ—আফগানিস্থানের সীমান্তে পরিচয় ! মোঙ্গল ! কোথায সে ?

(ওগদাই খাঁর প্রবেশ ও প্রহরীর প্রস্থান)

তুমি ! তুমি এখনো হিন্দুস্থানে !

ওগ—বহুৎ খোস খবর আছে। জনাবকে তাজিম্ জানাবার জন্যে আমি একটা বডিয়া সওগাত বহন করে এনেছি।

মহ—কি সওগাত ?

ওগ—বিজয়নগরের হিন্দু বেগম।

মহ—বিজয়নগরের হিন্দু বেগম, হরিহর রায়ের রাণী ? সেকি !—তাঁকে পেলে কেমন করে ? কোথায় পেলে ?

ওগ—পেযেছি বিজযনগব প্রান্তে—বাদশাহী ফৌজের সঙ্গে বিজয়নগরেব লড়াইযেব সমযে।...আর কেমন করে পেযেছি সে কথাটা জনাব না হয —নাই জানলেন। কারণ আমাব সওগাতী মাল, সে তো— শহিসালামতে দিল্লীতে এনে হাজিব কবেছি।

মহ—কবে দিল্লীতে এসে পৌছেচেন ? তাইতো, তাঁকে নিযে এখন আমি কি কবি ! তাঁর সম্বর্দ্ধনার কিরূপ বন্দোবস্ত...

ওগ—বন্দোবস্তেব জন্তও জনাবকে ভাবতে হবে না.. সেও আমিই ঠিক কবে দিয়েছি...আমি আব ঐ কুযুক। এ কযদিন পথেব উপবাসের পব রাণী এতক্ষণে খোশ মেজাজে বাদশাহের হাবেমে কোর্ম্মা কাবাব খাচ্ছেন।

মহ—হারেমে প্রবেশ কবালে কেমন কোরে ?

ওগ—কেন পাবব না ! জনাব দেখছি ভুলে গিযেছেন যে একদিন আফগান সীমান্তে তিনিই আমাকে দয়া করে একটি নিশানী আঙ্গুটী দিযেছিলেন।

মহ—ওঃ—স্মরণ হয়েছে...স্মরণ হয়েছে। সেই অঙ্গুরীয় সাহায্যে তুমি তাঁকে হাবেমে প্রবেশ করিয়েছ ! কিন্তু...(তীব্রকণ্ঠে) ওগদাই খান...

ওগ—জোনাব, —

মহ—আমি তোমায় যে প্রশ্ন করব, আশা করি, তাব জবাব দিতে তুমি প্রতারণার সাহায্য নেবে না !

ওগ—কি প্রশ্ন ?

মহ—অঙ্গুরীয় দেখার সময় তুমি বিজয়নগর রাণীর কাছে ঐ অঙ্গুরীয় সঙ্গে বিজড়িত সেই রহস্যময় রাত্রির কাহিনী ব্যক্ত করেছ ? (ওগদাই চমকাইয়া উঠিল) জবাব দাও ?

ওগ—হ্যাঁ ··কিন্তু আমি নব···সে কুযুক—

মহ—কুযুক ! কে তোব কুযুক ! শয়তান, তোমার দিল্লী আগমনের উদ্দেশ্য এতক্ষণে আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমার সঙ্গে বেইমানি কবে নিস্তার পাবে ভেবে না। বুনো হাবাম শায়েস্তা করবাব ফন্দী আমি জানি। এখনই তোমার জ্যান্ত কবরের ব্যবস্থা করছি। এবে—

ওগ—ব্যস, মেজাজ খাবাপ কববেন না। সে একথা কাকেও বলবে না।

মহ—প্রমাণ কি তাব ? বিশ্বাস করি কেমন কবে ! এতক্ষণে হযতো সে অন্দরণে আমাব লেডকীব কাছে—

ওগ—লেড়কী ! আপনার ঢেডকী !

মহ—খবর্দ্দার ··খবর্দ্দাব শয়তান,—আব একটি কথা উচ্চারণ কববে তো—

ওগ—আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা, আমি কিছু বলতে চাইনা। এত বড হিন্দু বেগম বাদশাকে সওগাত দিলাম ; এখন জনাব মেহেরবানি কবে কিছু আশরফি দিলেই বিদায় হই।

মহ—আশরফি। মালেক খসরু—

(মালেক খসরু ও মুন্নার প্রবেশ)

মালেক, এ বাঁদী ?

মালেক—জাঁহাপনা, গুপ্ত সংবাদবাহী।

মহ—গুপ্ত সংবাদবাহী !

মালেক—হাঁ জাঁহাপনা ! আজ এক নবাগত ব্যক্তি দিল্লীর রাজপথে সম্রাটের ভাগিনেয় কোষাধ্যক্ষ বাহাউদ্দিনের সঙ্গে আলাপ করছিল। আমাদের গুপ্তচর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী হসেন খাঁ বলে—সে ব্যক্তি দেবগিরির গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারীদের নেতা। কোষাধ্যক্ষ বাহাউদ্দীন

বললেন—এ ব্যক্তি আমার বাল্যবন্ধু! এর সম্বন্ধে কোন কথা আপনি সম্রাটের কর্ণগোচর করবেন না! কারণ হুসেন খাঁর অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন!

মহ—তারপর?

মালেক—বাহাউদ্দীনের আশ্বাসে আমি সম্পূর্ণ নিরস্ত না হয়ে বরাবর তার প্রতি লক্ষ্য রেখেছি। সে বাহাউদ্দীনের গৃহে অতিথি হ'ল; তার কিছুক্ষণ পরেই এই বাঁদী সম্রাটের হারেম থেকে এক রমণীকে গুপ্ত পথ দিয়ে বার করে বাহাউদ্দীনের গৃহে পৌঁছে দিয়েছে!

মহ—এই, কে সে রমণী?

মুন্না—হজরৎ, দুনিয়ার মালেক—আমি গরীব বেচারী আমার কোন অপরাধ নেই… আমি কোনো—

মহ—চোপ্! শোন বাঁদী,—নির্ভয়ে যারা সত্য জবাব দিতে জানে, তাদের সহস্র অপরাধ আমি মার্জ্জনা করি!

মুন্না—শাহান্‌শা, আমি আপনার ভাগিনেয় কোষাধ্যক্ষ বাহাউদ্দীনের আদেশে হারেমে বন্দিনী হিন্দু রমণীর কাছে গিয়েছিলাম—

মহ—বাহাউদ্দীনের আদেশে! হারেমের হিন্দু রমণীর কাছে! কি অভিপ্রায়ে?

মুন্না—সম্রাটের ভাগিনেয় আমার মারফতে সেই বিবিকে এক পত্র লিখে দিয়েছিলেন। আর আমায় বলে দিয়েছিলেন—বিবিকে গোপন পথ দিয়ে তাঁর জিম্মায় এনে হাজির করতে—

মহ—তারপর—তুই রাণীকে বাহাউদ্দীনের গৃহে রেখে এসেছিস?

মুন্না—শাহানশা,—গরীব বেচারী—প্রাণের ভয়ে একাজ করেছি!—দোহাই দুনিয়ার মালেক, আমার জান্ নেবেন না।

মহ—মালেক, এই বাঁদী, সত্য কথা বলে আমার পরম উপকার করেছে; এ মুক্ত—

ওগদাই— হজরৎ।

মহ—এই মোঙ্গলিয়ান সওদাগবও সত্য কথা বলেছে, এব ইনাম হাজাব আসরফি। আব—আব সেই বাহাউদ্দীন—

মালেক—বলুন জাঁহাপনা?

মহ—না। সে সম্রাটেব ভাগিনেয—তাকে ইনাম দেবে তোমরা নও—সম্রাট নিজে!

পঞ্চম দৃশ্য

বাহাউদ্দীনের গৃহ।

(বাহাউদ্দীন ও বণমল্ল)

বাহা—বন্ধু, বড় বিপদ উপস্থিত হল!

বণ— কি ?

বাহা—এখানে এলে বাজা হবিহর বাযের সঙ্গে দেখা হবে এই পণ দিযে রাণী উৎপলবর্ণাকে এখানে এনেছি। কিন্তু হরিহব বাযকে না দেখে রাণী বড অধৈর্য্য হযে পডেছে!

রণ—চল, তাহলে আব বিলম্ব না কবে এইবেলা আমবা উৎপলবর্ণাকে নিযে পালিযে যাই।

বাহা—বাত আব একটু গভীব না হলে পলায়নে বিপদেব আশঙ্কা আছে। আর বাণী কি তাতে রাজী হবে?

রণ—না হয, জোব কবে বাজী কবাতে হবে।

বাহা—বেশ, যা হয কব! আমি রাণীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তবে—কেমন?

বণ—বন্ধু, তোমার এই উপকার—এই আমার জন্য নিজের জীবন এমন ভাবে বিপন্ন কর্চ্ছ—

বাহা— জীবন আমাব বহু পূর্ব্বেই বিপন্ন ভাই, ষড়যন্ত্রেব অভিযোগে আমি বাজবোষে পতিত—কাল প্রভাতে আমার বিচার— [প্রস্থান

রণ—বাহাউদ্দীন চিরকালই একটা অপদার্থ। রাজকোষ যার হস্তে সে রাজকোষকে ভগ্ন করে…এতো বড় অদ্ভুত কথা!

(উৎপলবর্ণার প্রবেশ)

উৎপল—এই যে রণমল্ল! তুমিও এখানে!

রণ—হ্যাঁ উৎপলবর্ণা, তুমি মোঙ্গল দস্যুর হস্তে বন্দিনী ··তাই তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করতে আমি দিল্লী এসেছি।

উৎপল—কিন্তু মহারাজ কোথায়?

রণ—মহারাজ—

উৎপল—গৃহস্বামী বলছেন শীঘ্রই মহারাজের সাক্ষাৎ পাব। কিন্তু ওঁর আচরণে আমি বড় সন্দিগ্ধ হচ্ছি। রণমল্ল, তুমি জান মহারাজ কোথায়?

রণ—তিনি এখানে নেই!

উৎপল—নেই! তবে আমায় প্রতারিত করেছ তোমরা?

রণ—মহারাজের জন্য ভেবনা, তুমি রমণী, আগে তোমায় মুক্ত করে দেবগিরি নিয়ে যেতে পারলে—

উৎপল—দেবগিরি নিয়ে যাবে? তোমার উদ্দেশ্য কি? আমি মুক্তি চাইনা—শুধু বল আমার স্বামী কোথায়?

রণ—মুক্তি চাওনা, বাল্যজীবনে যাকে একদিন প্রাণভরে ভালবাসতে আজ সেই আমাকেও তুমি সন্দেহ করছো?

উৎপল—হ্যাঁ কচ্ছি। তোমার দৃষ্টি—তোমার কণ্ঠস্বর সে সন্দেহের সৃষ্টি কচ্ছে! এখন বুঝছি আমি মস্ত ভুল করেছি তোমাদের কথায় বিশ্বাস করে।

রণ—কিন্তু একদিন ঐ বর্ব্বর মোঙ্গল দস্যুদলকে বিশ্বাস করে দিল্লী আসতে পেরেছিলে!

উৎপল—পেরেছিলাম, কারণ বর্ব্বর দস্যুও নারীর মর্য্যাদা রাখতে জানে—তা জানে না সুসভ্য দস্যু!

(বাহাউদ্দীনের প্রবেশ)

বাহা—বন্ধু, শীঘ্র প্রস্তুত হও, আমি যেন কিসের সন্দেহ কচ্ছি···দূরে যেন অশ্ব খুর-ধ্বনি শুনছি ! দ্বারে রইলুম, শীঘ্র এস। [প্রস্থান

রণ—এস উৎপলবর্ণা, আমার সঙ্গে চলে এসো—

উৎপল—রণমল্ল !

রণ—তোমার মিনতি কচ্ছি উৎপলবর্ণা, আমার প্রতি তুমি এমন নিষ্ঠুর হয়োনা। স্বামীর আশা ত্যাগ কর—তিনি দিল্লীর অন্ধ কারাকক্ষে; কিন্তু আমি—আমি তোমার জন্য নিজের জীবনকেও বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত··এস এস উৎপলবর্ণা—

উৎপল—উঃ—এত দূর ! এযে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি···রণমল্লের মনে দীর্ঘকাল ধরে লুক্কায়িত ছিল এই বিষধর কালসর্প !—

রণ—উৎপলবর্ণা ··উৎপলবর্ণা···

উৎপল—স্তব্ধ হও রণমল্ল—আমার নাম ধরে ডাকবার কোনো অধিকার আজ থেকে তোমার নেই।···

রণ—কিন্তু তুমি দেবগিরি যাবে কিনা—

উৎপল—যদি না যাই কি করতে চাও ?

রণ—বাধ্য হয়ে বল প্রয়োগ করব।

উৎপল—বল প্রয়োগ ! আমার অঙ্গে !

রণ—অবিলম্বে এসো বলছি—নইলে···

উৎপল—একি !···সৃষ্টি পুড়ে গেল···বিশ্বসংসার ভূমিকম্পে চৌচির হয়ে তলিয়ে গেল ! সরে যা পিশাচ—সরে যা পিশাচ।

রণ—হ্যাঁ—আমি পিশাচ ! আজ আমি পিশাচই হয়েছি ! কারও সাধ্য নেই এই পিশাচের কবল হতে আজ তোমায় রক্ষা করে ! এসো, এসো—চলে এসো আমার সঙ্গে।

উৎপল—একি ! একি হ'ল !··বিশ্ব দেবতা জাগো—বিশ্ব দেবতা জাগো—

(বাহাউদ্দীনকে ধরিয়া মহম্মদ তোঘলকের প্রবেশ)

মহ—হো ফৌজ—এ—ইসলাম—

(দুইদিক হইতে উন্মুক্ত কৃপাণ ধারী সৈন্যগণের প্রবেশ)

রণ—(পদতলে পড়িয়া) মার্জ্জনা ••মার্জ্জনা•••অপরাধ—মার্জ্জনা।

মহ—কতল্‌গাহ—কতল্‌গাহ••••

[সৈন্যগণ রণমল্ল ও বাহাউদ্দীনকে লইয়া গেল।
উৎপলবর্ণা স্তব্ধপ্রায় দাঁড়াইয়াছিলেন—মহম্মদ
তাঁহার সম্মুখে গেলেন]

মহ—বহিন্, আদাব!

উৎপল—আপনি—আপনি আমার সতীধর্ম্ম রক্ষা করলেন! আপনি কে?

মহ—তোমার ভাই। এ অধীনকে দিল্লীর লোক অত্যাচারী মহম্মদ তোঘলক্ বলে জানে।

উৎপল—সে কি! আপনি সম্রাট! ভারতেশ্বর!!

মহ—হ্যাঁ ভগ্নী—তুমি যে দয়া করে তোমার এই বিশ্বনিন্দিত ভাইএর রাজধানীতে একদিনের জন্য পায়ের ধুলো দিয়েছ সেই আনন্দের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ আমি তোমার জন্যে একটি ক্ষুদ্র উপহার বহন করে এনেছি; এই নাও সেই উপহার! এই মুক্তি পত্র নিয়ে তোমার স্বামীকে সঙ্গে করে আবার সগৌরবে মহামান্বিত সম্রাজ্ঞীর মত আপন রাজধানীতে ফিরে যাও। আর শপথ কচ্ছি ভগিনী, যতদিন তোমার এই ভাই দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত থাকবে—ততদিন ভারতবর্ষের কোনো রাজশক্তি তোমার বিজয়-নগর রাজ্যের•••

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী—শাহানশা, সর্ব্বনাশ হয়েছে•••সেনাপতি হাসান বাহমনি ষড়যন্ত্র করে—

মহ—হাসান বাহমণি ষড়যন্ত্র করে ?

প্রহরী—বন্দী বিজয়নগর রাজাকে নিয়ে পালিয়ে গেছেন।

মহ—কী…কী বল্লি বান্দা…(তরবারি তুলিলেন)

প্রহরী—হজরৎ, গোলাম শুধু খবর বহন করে এনেছে—

মহ—মেহেদী বিল্লা—মালেক খসরু—আমেদ হোসেন—

(সৈন্যাধ্যক্ষগণের প্রবেশ)

সকলে—সম্রাট আদেশ—

মহ—আদেশ! যে পারো এনে দাও আমায়—শির—শির! ঐ বেইমানদের শির! হাসান বাহমানির শির—হরিহর রায়ের শির—

উৎপল—(আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল) সম্রাট!—

মহ—(সংযত হইয়া) না—যাও, তাদের পাকড়াও করে উপযুক্ত দেহরক্ষী সঙ্গে দিয়ে নিরাপদে বিজয়নগর পৌছে দেবার ব্যবস্থা করে দাও।—

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শিরিণার কক্ষ।

(নর্ত্তকীগণের গীত)

নয়ন তোলো সখি নয়ন তোলো
আঁধারে লাজ কারে ঘোম্‌টা খোলো।
যৌবন ঢালা নিটোল তনুর আভরণ ফেল খুলি
ঝম্‌ ঝম্‌ ঝর্‌ ঝর্ণা নিচোল পরিগো মেঘ কাঁচলী
দেখিবে না কেহ যবে এসে বঁধু,—
মাগিবে গোলাপী অধরের মধু,
হিয়ে হিয়া দিয়া সোহাগে গলিয়া
কাণে কাণে কথা বোলো॥

[গানের পর শিরিণা ও ফিরোজের প্রবেশ—নর্ত্তকীগণের প্রস্থান]

ফিরোজ—আমায় স্মরণ করেছেন সম্রাট কন্যা ?

শিরিণা—দেখ তোমার প্রতি সেদিন আমি অন্যায় ব্যবহার করে ফেলেছি। [আত্মসংবরণ করিয়া] না…না—ঠিক অন্যায় নয়…ভুল। ফিরোজ, তুমি মন খারাপ করনি তো ?

ফিরোজ—সম্রাট কন্যা !

শিরিণা—তুমি কিছু মাত্র দুঃখ কোরোনা। বিশেষতঃ পিতা যখন তোমায় আমার দেহরক্ষী নিযুক্ত করেছেন—তখন আমারই বা

তোমার ত্যাগ করবার কি অধিকার আছে? আজ হতে তুমি আবার পূর্ব্বস্থানে অভিষিক্ত হ'লে!

ফিরোজ—আপনার এ অনুগ্রহ আমি বহু ভাগ্য বলে মানব!

শিরিণা—কেন ফিরোজ, আমার কাছে থাকতে পেলে—তুমি কেন এত খুসী হও?

ফিরোজ—সম্রাট কন্যা,—

শিরিণা—বলো—(ফিরোজ মাথা নত করিল) না—না—বলো তুমি?

ফিরোজ—আপনি রাজ্যেশ্বরী—আমি আপনার দুয়ারে দীনাতিদীন ভিক্ষুক—

শিরিণা—সত্য, আমার হীরা জহরৎ—রাজ সম্পদ—সবই আছে। কিন্তু কিসের অভাবে আমি তোমাকে কামনা করি! কেন এই কদিন তোমাকে না দেখে আমার সমস্ত অন্তর শুধু তোমার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল!

ফিরোজ—এও কি সম্ভব! না না—শাহজাদী, আমি নতজানু হয়ে মিনতি কচ্ছি—আপনি ছলনা করবেন না।

শিরিণা—ছিঃ—ওঠো ফিরোজ! তোমার ন্যায় যুবকের অমন কাতরতা দেখতে আমার দুঃখ হয়। হয়তো আগে হলে আমি হাসতাম—কিন্তু এখন তা পারিনা; পরকে দেখে হাসবো কি! আমার নিজের জীবনকে ইঙ্গিত করে কে যেন নির্ম্মম হাসি হাসছে!

ফিরোজ—সে কি সম্রাট নন্দিনী?

শিরিণা—হ্যাঁ, হাসছে! আমি তার ক্রুর হাসি শুনেছি। তুমি জানো না ফিরোজ, আমার জীবনকে বেষ্টন করে এক রহস্য-সাগর ফেনিল হয়ে উঠেছে। কি সে রহস্য...বলতে পারিনা! পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছি—তিনি কিছু বলেন না! বন্দিনী বিজয়নগরের রাণী সে রহস্যের সন্ধান জানত, কিন্তু সেও চলে গেল! ফিরোজ, আমার

বড় ভয় হয় ! মনে হয়—এজগতে আমি বড় একা। তুমি আমার সহায় হও—তুমি আমার অবলম্বন হয়ে আমার পার্শ্বে এসে দাঁড়াও ফিরোজ !

ফিরোজ—সম্রাট কন্যা, আপনার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আপনার কোনো কাজে লাগতে পারলে—আমি জীবন ধন্য মানবো !

শিরিণা—ফিরোজ, আজ বড় আনন্দের দিন। তোমাকে কাছে পেয়ে জীবনের আঁধার পথে আমি আবার যেন আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছি ! এসো তাঁরই স্মরণে আজ আমরা এই মুহূর্ত্তটাকে আনন্দের গানে ভরে নিই—!

(গীত)

একি সোণার হরিণ নাচে।
তার নাচের ছন্দে দোল' দিয়ে যায়,
আমার হিয়ার মাঝে॥
তালে তালে তার নাচে বনতল
আলোছায়া দোলা দোলে—
তটিনী নটিনী রুণু ঝুণু ঝুণু নূপুর মধুর বোলে—
বোলে—আমার হিয়ার মাঝে॥

[সহসা মহম্মদ তোঘলকের প্রবেশ]

মহ—আরে…বা—বা—বা ! এতো চমৎকার গান গাইতে শিখেছে শিরি, বলি—ফিরোজ আজকাল রীতিমত অভিবাদন টভিবাদন করে তো ?—বাহরাম, পীর বাহরাম…চলে এসো বন্ধু—এটাকে ঘাড়ে পিঠে করে মানুষ করেছ ; তোমার আবার সঙ্কোচ—হোঃ। মজা দেখবে চলে এসো।

(পীর বাহরামের প্রবেশ)

শুনেছ বাহরাম, শিরি কেমন গাইতে শিখেছে ! ও গান গায়— আর ও হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে—দেখেছ ? দুটিতে যে—কি বলে ওকে—এই—এই—মনেও পড়ে না ছাই— এই—মাণিক জোড—মাণিক জোড়—হাঃ হাঃ হাঃ—

[শিরিণা মাথা নত করিযা অলক্ষ্যে পলাযণ করিল]

ঐ যাঃ—একটা তো পালিয়ে গেছে ! কিন্তু তোমার মতলব খানা কি ? একদিন না হয় বাদশাজাদীর ঘোড়াটাকেই লক্ষ্য করে ছুটেছিলে—কিন্তু এখনো কি লক্ষ্য সেই ঘোড়ার উপরেই আছে—না ঘোড়া ছেড়ে এবার তার সওয়ারীর ওপরে গিয়ে পড়েছে ?—কেবল ঘামই দিচ্ছে ! যাক্—যা লক্ষ্য করেই হয়— এখন ছুটে পড়—ছুটে পড়—

[ফিরোজের প্রস্থান

ব্যস ! বাহরাম, তুমি আমার শিক্ষাদাতা গুরু ; তাই তোমাকে আমি সেলাম করি ।

পীরবাহ—সেকি শাহানশা, আমি আপনার গোলাম । গোলামের সঙ্গে পরিহাস—

মহ—না বাহরাম, পরিহাস নয় । সেদিন তোমার কথায় বিশ্বাস করিনি ; কিন্তু এখন জানলেম—প্রেম নামক সত্যই একটা হাওয়া পরী বা দানা দৈত্য আছে, যে অনায়াসে দুটো জোয়ান জ্যান্ত মানুষের ঘাড়ে চেপে বসে । শুধু তাই নয়—তলোয়ারধারী সৈনিককে দিয়ে সে আবার কবিতাও লেখায় ! জানো বাহরাম, ফিরোজ আজকাল লুকিয়ে লুকিয়ে রীতিমত কবিতা লিখতে সুরু করেছে ।

পীরবাহ—এরূপ অবস্থায় সেটা স্বাভাবিক জাঁহাপনা,—

মহ—স্বভাবিক ! তুমি একে স্বাভাবিক বলছ বাহরাম ! কিন্তু

আমি একে বলব—ব্যাধি। সুস্থ সবল মস্তিষ্কে কখনও কবিতা রচনা করা চলেনা। তুমি যাও, আমি শীঘ্রই ফিরোজের এই ব্যাধির চিকিৎসা করাবো! [বাহরামের প্রস্থান

মালেক খসরু—

(মালেক খসরুর প্রবেশ)

মালেক—সম্রাট—

মহ—তুমি শুনেছ যে বিজয়নগরের হরিহর রায়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিশ্বাসঘাতক হাসান বাহমাণি আমারি প্রদত্ত ফারমানের সাহায্যে বিনা বাধায় অক্লেশে দেবগিরি অধিকার করেছে?

মালেক—শুনেছি সম্রাট। দিল্লী হতে বিজয়নগর রাণীকে তাঁর স্বামীর কাছে পৌঁছে দিতে গিয়ে শুনে এসেছি যে হাসান তথায় বাহমণী রাজ্য নামে—এক নূতন রাজ্য স্থাপন করে নিজেকে সে স্থানের স্বাধীন নরপতি বলে ঘোষণা করেছে।

মহ—শুনেছ, ভাল! কিন্তু মালেক খসরু—

মালেক—সম্রাট—

মহ—এই দেবগিরির কথা তোমার স্মরণ আছে?

মালেক—আছে, কিন্তু সে স্মৃতি বড় অস্পষ্ট। আমার বয়স যখন পাঁচ বৎসর সেই সময়েই আমার জননী আমাকে বুকে নিয়ে দেবগিরি হতে চিরবিদায় নিয়ে আসেন। পথে তাঁর দেহত্যাগ হয়। সেই হতে আমি সম্রাটের পরলোকগত পিতার দয়ায় এবং মহানুভব সম্রাটের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়ে এসেছি।

মহ—মালেক, দেবগিরি তোমার জন্মভূমি। তুমি কি তাকে ভালবাস না? সেই স্থানকে দেখবার জন্ত তোমার অন্তরে কি একটা কামনা জাগে না?

মালেক—শাহানশা, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় কঠিন।

মহ—কেন ?

মালেক—কারণ, আমি সম্রাটের ভৃত্য—সম্রাটের চরণে বিক্রীত দাসানুদাস। আত্মীয় বান্ধব, জননী, জন্মভূমি, কাকেও সম্রাটের প্রাপ্য সেবার কণা মাত্র অংশ দিয়ে আমি সম্রাটের কাছে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হতে পারব না!

মহ—মালেক,—একি সত্য! আমার আদেশ পালন করাকেই তুমি জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলে গ্রহণ করে নিয়েছ!

মালেক—শাহানশা, কখনো কি তার ব্যতিক্রম দেখেছেন ?

মহ—না, দেখিনি। কিন্তু তবুও—

মালেক—আদেশ করুন সম্রাট ?

মহ—তোমার প্রভুভক্তির পরিমাণটা যদি আব একবার যাচাই করে নিতে চাই!

মালেক—উত্তম, কি করতে হবে ভৃত্যকে আদেশ করুন—

মহ—তাহলে অতি সত্বর পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে দেবগিরি আক্রমণ করো। বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিচারে হত্যা করে দেবগিরিকে একটা কবরখানায় পরিণত করবে...একি...মালেক, তুমি কাঁপছ ?—

মালেক—না—না—না আমি কাঁপিনি—আমি প্রভুর প্রতি বিশ্বাসঘাতক নই...আমি স্থির...আমি অচঞ্চল, সম্রাট আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে—দাসের অভিবাদন গ্রহণ করুন।

মহ—দাঁড়াও মালেক,—কৈ হ্যায়, ফিরোজ খাঁ! মালেক, আমি এতদিনে জানতে পেরেছি, তোঘলক বংশীয় পিতার ঔরসে রাজপুত জননীর গর্ভে ফিরোজের জন্ম। সে আমার আত্মীয়। আমি ফিরোজকে তোমার সহকারীরূপে প্রেরণ করব মনস্থ করেছি—

মালেক—সহকারী! ফিরোজ খাঁ আমার সহকারী! বুঝেছি শাহানশা, আমার অটল প্রভুভক্তিতে সন্দীহান হয়েছেন, তাই ফিরোজ খাঁকে আমার সঙ্গে পাঠাচ্ছেন।

মহ—না মালেক, আমি তোমার প্রভুভক্তিতে সন্দীহান নই। বরং আমি ইচ্ছা করি—তোমার প্রভুভক্তি আমার সমস্ত অপদার্থ কর্ম্মচারীর আদর্শ স্বরূপ হোক্! সেই আশাতেই আমি ফিরোজ খাঁকে তোমার সঙ্গে প্রেরণ কচ্ছি!

(ফিরোজের প্রবেশ)

এসেছ ফিরোজ! আমি দেবগিরি বিদ্রোহ দমনের জন্য মালেক খসরুকে প্রেরণ কচ্ছি এবং আমার ইচ্ছা তুমিও তার সহকারী হয়ে অবিলম্বে দেবগিরি যাত্রা কর।

ফিরোজ—দেবগিরি যুদ্ধক্ষেত্রে! সম্রাট···

মহ—এ আদেশ কি তোমার মনঃপুত হ'ল না?

ফিরোজ—শাহানশা, আমার—আমার একটা আর্জ্জি—

মহ—স্মরণ রইলো···যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরে এসে তোমার আর্জ্জি পেশ করো—আমি তখন শুনব, আপাততঃ আমার অবসর নাই।

ফিরোজ—সম্রাটের ইচ্ছা পূর্ণ হোক। আমি দেবগিরিতে যুদ্ধ যাত্রা করব। (আপন মনে) বিদায়ের পূর্ব্বে সাজাহাদীকে একবার—

(অভিবাদনান্তর অন্দরণ অভিমুখে প্রস্থানোদ্যত)

মহ—উহুঁ—উহুঁ—ওদিকে নয়—ওদিকে নয়। দেবগিরির যুদ্ধক্ষেত্রটা দিল্লীর হারেমের অভিমুখে নয়—এইদিকে—এইদিকে। মালেক—

মালেক—এসো ফিরোজ!

[মালেক ও ফিরোজের প্রস্থান

(শিরিণার প্রবেশ)

শিরিণা—পিতা!—

মহ—কে! শিরি!

শিরি—আপনি....আপনি বুঝি দেবগিরিতে সৈন্য পাঠালেন?

মহ—হ্যাঁ—

শিরি—পিতা—!

মহ—কি তোমার বক্তব্য? তুমিও কি যুদ্ধে যেতে চাও নাকি?

শিরি—আমার যে অন্দরণের বাইরে যাবার আদেশ নেই পিতা!

মহ—আচ্ছা, যদি আমি সে আদেশ প্রত্যাহার করি?

শিরি—পিতা!

মহ—হ্যাঁ, শিরিণা, আমি আদেশ প্রত্যাহার কচ্ছি। আজ হতে তুমি মুক্ত। বলো, যাবে যুদ্ধক্ষেত্রে?

শিরি—যুদ্ধে যেতে আমার খুব ইচ্ছে হয়। আঃ—কতকাল...কত যুগ যেন বাইরে যাইনি। পিতা, আমি দেবগিরি যাবো! আজ আমার সত্যই আবার দূর দেশে ঘোড়া ছুটাতে ইচ্ছা করছে!

মহ—হুঁ...ঐ ঘোড়া ছুটানো রোগটা তোমায় এখনো ছাড়েনি দেখছি! আবার ঐ ঘোড়াকেই লক্ষ্য করে হয়তো...না—না ...এতো ভালো কথা নয়। আমি এর প্রতিবিধান...না...তাই বা কেন! দেখা যাক না...কতদূর কি হয়! শিরি, আমি সকল স্থির করেছি—আমরা অবিলম্বে দেবগিরি যাত্রা করব।

শিরি—আমরা—সকলে?—

মহ—হ্যাঁ সকলে—

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিজয়নগর সীমান্তে মালেক খসরুর শিবির।

(মালেক ও হরিহর রায়ের প্রবেশ)

মালেক—আসুন, আসুন বিজয়নগরাধিপতি! আপনি যে আমার আমন্ত্রণ রক্ষা করতে আমার শিবিরে নিজে উপস্থিত হয়েছেন—এ আমি পরম সৌভাগ্য বলে মনে করি!

হরিহর—সেনাপতি মালেক খসরু, বাদশাহী ফৌজ আজ বিজয়নগরের দ্বারে অতিথি! তাই অতিথিকে সম্মান জানাতে আমি নিজেই উপস্থিত হলুম—এতো আমার কর্ত্তব্য।

মালেক—বাদশাহী ফৌজ অতিথি হতে পারে, কিন্তু আমি তো অতিথি নই রাজা, দেবগিরি আমার জন্মভূমি, দেবগিরি বিজয়নগর সহ সমস্ত দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে আমার নাড়ীর সংযোগ রয়েছে যে!

হরিহর—ওঃ, সেই জন্মভূমির ঋণ পরিশোধ করতেই বুঝি খাঁ সাহেব আজ দেবগিরি আক্রমণ করেছেন? দেবগিরির সীমান্তবর্ত্তী এই সমুদ্র পথ ধরে তাই বুঝি আমার বিজয়নগরের দ্বারে হানা দিয়েছেন!

মালেক—আমায় ভুল বুঝবেন না রাজা! যুদ্ধ করবার জন্য আমি বিজয়নগরে আসিনি, আমি এসেছি বাদসাহের সঙ্গে বিজয়নগরের মৈত্রীর বন্ধন যাতে আরও দৃঢ় হয় সেই কামনা নিয়ে!

হরিহর—মৈত্রীর বন্ধন!

মালেক—হ্যাঁ রাজা, হাসান বাহমণী দেবগিরিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে!, সম্রাটের আদেশে আমি এসেছি সেই বিদ্রোহী হাসানকে সমুচিত শিক্ষা দিতে। কিন্তু দেবগিরি এসে দেখলুম, হাসান বাহমণীর সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছেন বিজয়নগরের দুর্দ্ধর্ষ হিন্দু বীর মহারাজ হরিহর রায়। দেখে বিস্মিত হলুম! তাই এই রাত্রিকালে মহারাজকে আমন্ত্রণ করে আনলুম আমার শিবিরে। মহারাজ, এ

যুদ্ধে আপনি নিবৃত্ত হোন। আমরা বিদ্রোহীর পতাকা তলে মহারাজ হরিহর রায়কে দেখতে চাই না।

হরিহর—কে বিদ্রোহী খাঁ সাহেব ?

মালেক—কেন ? বিদ্রোহী হাসান বাহমাণ !

হরিহর—সম্রাটের অক্ষম অমানুষ কর্ম্মচারীদের অত্যাচার হতে নিপীড়িত জনগণকে রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে হাসান বাহমাণ ; বাহুবলে সে স্থাপনা করেছে দেবগিরিতে নূতন রাষ্ট্র বাহমণী রাজ্য। হাসান বিদ্রোহী নয় খাঁ সাহেব, সে আজ বাহমণী রাজ্যের স্থাপয়িতা আলাউদ্দিন হাসান বাহমণী। এই নবগঠিত রাজ্যের স্বাধীনতা অপহরণ করতে যদি দিল্লীর সম্রাট লোভ করে হাত বাড়ান, বাহমণী রাজ্যের প্রতিবেশী হয়ে আমি কি পারি খাঁ সাহেব, এই চরম সন্ধিক্ষণে নিরপেক্ষ দর্শক সেজে দূরে সরে দাঁড়াতে ?

মালেক—কিন্তু দিল্লীশ্বর তো আপনার সঙ্গে কোন শত্রুতা করেন নি ! তিনি বিজয়নগরের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছেন, আপনাকে মিত্ররাজ বলে গ্রহণ করেছেন। সর্ব্বশেষে বিজয়নগর অধিশ্বরীকে তিনি ভগ্নী সম্বোধন করে সসম্মানে দিল্লী হতে প্রেরণ করেছেন এই বিজয়নগরে।

হরিহর—সম্রাটের এ মহানুভবতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। সেই কৃতজ্ঞতার স্মরণে আমিও শপথ গ্রহণ করেছি খাঁসাহেব, একমাত্র আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন না ঘটলে আমি কখনো সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব না। আক্রান্ত হলে প্রতি আক্রমণ না করে উপায় কি খাঁ সাহেব ?

মালেক—কে আপনাকে আক্রমণ করছে রাজা ? আক্রমণ করেছি তো আমরা দেবগিরি।

হরিহর—দেবগিরি ! খাঁ সাহেব, শুনেছি দেবগিরি আপনার জন্মভূমি। আপনি তো জানেন, বিজয়নগর দেবগিরি এমনি দুটি পাশাপাশি দেশ, যারা কেউ কাউকে বাদ দিয়ে বাঁচতে পারে না। একই তুঙ্গভদ্রার নদী জলে একই মাতৃস্তন্য পুষ্ট যুগল সন্তানের মত—পরস্পর আলিঙ্গন বদ্ধ হয়ে আছে—এই দেবগিরি আর বিজয়নগর। একটিকে আক্রমণ করে আপনি আর একজনকে বলছেন সরে দাঁড়াতে ! সে হয় না খাঁ সাহেব। এক হাতকে আক্রমণ করলে অন্য হাত আপনা হতেই এগিয়ে আসে আক্রমণকারীকে বাধা দিতে।

মালেক—রাজা হরিহর রায় !

হরিহর—যাক্, আপনার সঙ্গে এসব আলোচনায় ফল নেই খাঁ সাহেব ! এই সত্য কথাটি জেনে রাখুন, বিজয়নগর যুদ্ধে নিবৃত্ত হবে শুধু তখনই যখন আপনারা দেবগিরি অবরোধ প্রত্যাহার করবেন। যদি যুদ্ধ করেন তবে জানবেন বিজয়নগরকে শ্মশান না করে দিয়ে আপনারা দেবগিরিতে প্রবেশ করতে পারবেন না !

মালেক—তবে কি রাজা চান যে আমরা বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি ?

হরিহর—ঘোষণা করা আর না করা সে আপনাদের অভিরুচি। তবে বলেচি তো বিজয়নগরকে আপনারা শত্রু করে তুলেছেন সেই দিনই যেদিন দেবগিরির প্রতি লুব্ধ বাহু বিস্তার করেছেন !

মালেক—উত্তম, তা'হলে মৌখিক আলোচনা স্থগিত থাক। রাজা হরিহর রায়, আশা করি রাত্রি প্রভাতে রণস্থলে আমরা উন্মুক্ত তরবারির মুখেই পরস্পরের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারব।

হরিহর—খাঁ সাহেবের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তবে যাবার সময় একটি অনুরোধ করতে পারি আপনাকে—

মালেক—বলুন রাজা, বলুন ?

হরিহর—আপনি দেবগিরির পাশ কাটিয়ে রাত্রের অন্ধকারে বিজয়নগর সীমান্তে এসে ছাউনী ফেলেছেন। এর জন্য সত্যই আমরা প্রস্তুত ছিলুম না। প্রভাতে শুনলুম তুঙ্গভদ্রা নদী তীরের বিরাট বাঁধটি বাদশাহী ফৌজের অধিকারে এসেছে।

মালেক—এ সংবাদ সত্য রাজা!

হরিহর—কোন প্রকারে যদি ঐ বাঁধের মুখ একবার ভেঙ্গে যায়, বিজয়নগর রাজ্যের লক্ষ লক্ষ নিরীহ নরনারী বিরাট জলপ্লাবনে ভেসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাই কামান বসিয়ে রক্ষা করতুম আমরা তুঙ্গভদ্রার ঐ বিরাট বাঁধটিকে। অতর্কিতে সেইস্থান আজ আপনারই অধিকারে। আর……

মালেক—রাজা, আপনার বক্তব্য আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, দাক্ষিণাত্য আমার স্বদেশ, দেবগিরি আমার জন্মভূমি—সেই জন্মভূমির নামে শপথ কচ্ছি—যে মহানুভব বাদশাহ আপনার সহধর্ম্মিণীকে ভগ্নীর মর্য্যাদা দিয়ে বিজয়নগরে পাঠিয়েছিলেন—সেই বাদশাহের নামে শপথ কচ্ছি, তুঙ্গভদ্রার বাঁধ সুরক্ষিত থাকবে। আমি নিরীহ নরনারীকে জলপ্লাবনে হত্যা করতে আসিনি, আমি এসেছি অস্ত্রমুখে অস্ত্রের পরীক্ষা নিতে।

হরিহর—আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন খাঁ সাহেব। বিদায়।

[হরিহর রায়ের প্রস্থান

মালেক—তুঙ্গভদ্রা নদীর বাঁধ আমাদের অধিকারে! সে বাঁধের এত গুরুত্ব আছে সে আমি সত্যই বিস্মৃত হয়েছিলুম। বাঁধ এ স্থান হতে প্রায় দেড়ক্রোশ দূরে; হয় ত অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে।

না, আর বিলম্ব নয়। এখনই উপযুক্ত রক্ষী দিয়ে সে স্থানকে বেষ্টন করে রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ফিরোজ খাঁর প্রবেশ)

ফিরোজ—উজীর সাহেব !

মালেক—কে ! এস সৈন্যাধ্যক্ষ ফিরোজ খাঁ !

ফিরোজ—উজীর সাহেব, ছাউনীর দিকে লক্ষ্য রাখবেন। আর আমার সঙ্কেত পেলে পাঁচশত সুসজ্জিত সৈনিক আমার কাছে পাঠাবেন। আমি একবার শিবির হতে বাইরে যাচ্ছি !

মালেক—সেকি ! কোথায় ?

ফিরোজ—সম্রাট কন্যার অনুসরণ করতে।

মালেক—সম্রাট কন্যা ! এই বিজয়নগর সীমান্তে ! তুমি কি উন্মাদ হয়েছ, না রজনীতে দুঃস্বপ্ন দেখেছ সেনানী !

ফিরোজ—স্বপ্ন নয়। সত্য বলছি। শুনুন উজীর সাহেব ! সম্রাট তাঁর কন্যাকে নিয়ে গোপনে দেবগিরি এসেছিলেন ; সেখান হতে ঠিক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বিজয়নগরে এসেছেন।

মালেক—সম্রাট !

ফিরোজ—হ্যাঁ, তুঙ্গভদ্রার ওই দিকটায় তাঁর ছাউনী। সম্রাট কন্যা আমায় গোপনে এই অঙ্গুরীয় পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে একটিবার সাক্ষাৎ করতে বলেছিলেন। ছাউনীর কাছে গিয়ে দেখি, সম্রাট এক অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে অন্ধকারে বেরিয়ে গেলেন।

মালেক—কোথায় ?

ফিরোজ—ঐ দিকটায়। ঐ তুঙ্গভদ্রার বাঁধের দিকে।

মালেক—বাঁধের দিকে ? কিন্তু সে লোকটি কে ?

ফিরোজ—চিনতে পারলুম না। তবে অন্ধকারে যেটুকু দেখেছি তাতে মোঙ্গলীয় বলে মনে হলো।

মালেক—মোঙ্গলীয়! সম্রাটের সঙ্গে আর কেউ নেই, কোন রক্ষী?

ফিরোজ—না, জনপ্রাণী নেই! সম্রাট কন্যা আমায় বল্লেন "পিতা ঐ লোকটার সঙ্গে গেলেন, ওকে দেখে ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠেছে।" আমি বললুম, কোন ভয় নেই বাদশাজাদী, আমি গোপনে ওঁদের অনুসরণ করব। তিনি বাধা দিলেন—বললেন, না, সে কিছুতে হবে না। পিতা জানলে ক্রুদ্ধ হবেন। আমায় শিবিরে ফিরে আসতে আদেশ দিযে তিনি সম্রাটের অনুসরণ করলেন।

মালেক—সম্রাট কন্যাও এই অন্ধকারে তাঁদের অনুসরণ করলেন! অথচ তোমায় যেতে নিষেধ করলেন। এক্ষেত্রে কি করণীয় কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছি না!

ফিরোজ—আমি কর্ত্তব্য স্থির করেছি উজীর সাহেব। সকলেব অলক্ষ্যে আমি সেখানে যাবই। যদি সম্রাট জানতে পেরে ক্রুদ্ধ হযে আমার প্রাণদণ্ড বিধান করেন—সে মৃত্যুদণ্ডও আমি নত মস্তকে গ্রহণ করব। তবু—তবু এই অন্ধকারে এই অপরিচিত দেশে সম্রাট আর ঐ শাহাজাদী শিরিবানু........　　　　(প্রস্থানোদ্যত)

মালেক—ফিরোজ—ফিরোজ—

ফিরোজ—আর বাধা দেবেননা উজীর সাহেব! স্মরণ থাকে যেন, আমার সঙ্কেত শব্দ শুনলেই পাঁচশ সৈনিক...হ্যাঁ পাঁচশতই যথেষ্ট—ঐ তুঙ্গভদ্রার বাঁধের দিকে—　　　　[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

তুঙ্গভদ্রা নদীর বাঁধ।

(কুয়ুক, ও শিরিণার প্রবেশ)

কুয়ুক—সত্য পরিচয় দাও, তুমি কে ? কেন সাম্রাটের অনুসরণ কচ্চো ?

শিরি—তোমার তাতে প্রয়োজন ?

কুয়ুক—আমায় বিশ্বাস কর—আমি সম্রাটের হিতাকাঙ্ক্ষী। মোঙ্গল সর্দ্দারের সঙ্গে এই নির্জ্জন স্থানে এসে সম্রাট বিপদের জালে পা বাড়িয়েছেন—জেনানা হযে তুমি আবার কেন সে বিপদে—

শিরি—বিপদ ? কিসের বিপদ ?

কুয়ুক—সে আমি বলতে পারব না...আগে তোমার পরিচয় না জানলে—

শিরি—আমি সম্রাট কন্যা !

কুয়ুক—শোভান আল্লা ! তুমি—তুমিই সেই ! বহিন, আমার আদাব গ্রহণ কর !

শিরি—আগে বল—আগে বল—কি বিপদের জালে—

কুয়ুক—চুপ—ওই তারা এসে পড়েছে, লুকিয়ে পড় ঐ বাঁধের পাশে—এসো—

শিরি—লুকোবো ?

কুয়ুক—আমায় সঙ্কোচ নেই বহিন—আমি তোমার ভাই।

[উভয়ের প্রস্থান

(মকস্বদ ও ওগদাই খানের প্রবেশ)

ওগ—আমিতো বলেছি, মোঙ্গল খান তারমাশিরিণের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি আর এদেশে লুটতরাজ করবোনা। মাত্র হাজার আশরফি পেলেই চলে যাই। আপনার কাছে দ্বিতীয়বার কিছু দাবী করব না।

মহ—আমি তোমায় আর এক কপর্দ্দকও দেবনা। চলে যাও এখান থেকে।

ওগ—অত মেজাজ খারাপ কচ্ছেন কেন হুজুর? আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আপনার তাঁবু, আপনার লোকজন—সব এখন অনেক দূরে। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আপনি এই তুঙ্গভদ্রা নদীর বাঁধের কাছে এসেছেন। এ স্থান নির্জ্জন—কেবল আশেপাশে বাঁধ আগলে রয়েছে আমারই দু'চার জন সাকরেদ?

মহ—তাই ত—বাঁধের ধারে ও কামান কার?

ওগ—আগে ছিল বিজয়নগরের রাজার অথবা বাদশার, এখন এই নফরের।

মহ—হুঁ! ওগদাই খান, তুমি ভেবেছ ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে আশরফি আদায় করবে?

ওগ—যাক্, আশরফি না দেন—আপনি আমার লেড়কীকে ফিরিয়ে দিন। আমি চলে যাই।

মহ—লেড়্কী!

ওগ—হাঁ—আসরফি না মিলে—আমি লেড়কী চাই।—

মহ—তুমি তাকে পাবে না—

ওগ—পাবো না!

মহ—না পাবে না—কি অধিকারে তুমি আজ তাকে দাবী করতে এসেছ?

ওগ—আমার অধিকার নেই? আমি তার বাপ—আমি তার জন্মদাতা—

মহ—জন্মদাতা! সে তোমার অপরাধ। জন্ম দিয়ে যে তাকে পালন করতে পারেনা—সন্তানের কাছে, নিজের কাছে, দুনিয়ার কাছে সে কেবল অপরাধী—

ওগ—হুজুরের বিচারে অপরাধী হই আর যাই হই—আমাদের সম্বন্ধটা—

মহ—কিসের সম্বন্ধ! কোনো সম্বন্ধ নেই, যাও!

ওগ—নেই—কোন সম্বন্ধ নেই ? বাপের সঙ্গে লেড়কীর সম্বন্ধ—

মহ—না নেই ! সে ক্ষীণ বন্ধন রক্তের স্রোতে ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ! ওগদাই খান, তুমি পশু, তুমি শয়তান, তুমি হয়তো অনায়াসে ভুলতে পারো ; কিন্তু সে ছবি আজও আমার চোখের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে রয়েছে। আফগান সীমান্তের সেই জীর্ণ বস্ত্রাবাস—তার মধ্যে রোগ-ক্লিষ্ট অতিথি—আর তারই শয্যার পার্শ্বে ঘুমন্ত শিশু কন্যাকে বুকে নিয়ে এক সেবাময়ী নারী মূর্ত্তি। আমি নির্ম্মম—আমি কঠোর, তবু আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই—সেদিন সেই মহিমাময়ী নারীর—সেই সেবাপরায়ণা মূর্ত্তি দেখে আমি সত্যই বিমুগ্ধ হয়েছিলাম। (উত্তেজিত হইয়া) কে তখন বুঝেছিল যে মানুষের অস্থিচর্ম্মের আড়ালে জানোয়ারের কলিজা লুকিয়ে থাকতে পারে ! কে তখন ভেবেছিল যে—মানুষেরই দেহে শয়তান আধিপত্য করে ! তা যদি বুঝতে পারতাম—তাহলে এ কি করে সম্ভব হ'ল—যে আমারই চক্ষের সম্মুখে এক অসহায়া রমণীর বক্ষ রক্তে তোমার ঐ শাণিত খঞ্জর—

ওগ—তুষমণির প্রতিশোধ ! আমি বেইমানির প্রতিশোধ নিয়েছি,—মোঙ্গলিয়ান রক্ত যার শিরায় বইছে সে যদি অন্ধকার রাতে আস্তানায় ফিরে দেখতে পায় যে—তারই জরু—তারই সাদী করা জরু—এক অজানা হারামজাদকে বিছানায় নিয়ে বসে আছে—তাহলে কলিজার রক্তকে সে ঠাণ্ডা রাখতে পারেনা। রূপ আর রূপেয়া আমরা কারো কাছে রেখে বিশ্বাস করি না ! তুষমণির প্রতিশোধ নিতে তাই তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিলাম !

মহ—আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে উঠল আর্ত্তনাদ—সেই আহত মুমূর্ষু রমণীর শেষ আর্ত্তনাদ···আফগানিস্থানের আকাশে বাতাসে দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল—আমার এই লৌহ কঠোর বক্ষ-পঞ্জর ভেদ করে সারা

অন্তর আলোড়িত করে তুলল! চমকে উঠে দেখলুম—রক্তের বন্যা বয়ে চলেছে—আর সেই বন্যায় ভেসে চলেছে এক ফুলের মত শিশু···নিষ্কলঙ্ক—নিরাশ্রয় মাতৃহারা শিশু! তাকে লক্ষ্য করে—সেই শিশুকে পর্য্যন্ত লক্ষ্য করে (ওগদাই খানের দিকে চাহিয়া) হ্যাঁ অমনি করে—ঠিক অমনি করে জ্বলে উঠেছিল শয়তানের চোখ দুটো! অমনি করে উর্দ্ধে তুলেছিল সে তার শাণিত কৃপাণ! কিন্তু তখনো সে জানেনি যে তার পাশবিক শক্তিকে বিদলিত করবার জন্য তারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে—কি ওগদাই খান—ছুরিকা অবনত করলে কেন?

ওগ—তুমি--তুমি আমায় হঠিয়ে দিয়ে আমার লেড়কীকে ছিনিয়ে এনেছিলে! কিন্তু, একবার হঠেছি বলে চিরজীবন ভয় পেয়ে কাছে এগুবো না—তেমন বাপের পয়দা আমরা নই। ওই লেড়কী—যাকে তুমি ছিনিয়ে আনলে—ওর মায়ের বেইমানী শুধু ওর মায়ের খুনেই শেষ হয়নি। ওকেও আমি চাই—ওর সারা শরীরে ওর মায়ের দুষমনী বাসা বেধে আছে! বাগে পেলে ও···ও একদিন মাথা তুলে আমায় দাঁত বসাতে চাইবে। ওকেও খতম না করলে আমার স্বোয়াস্তি নাই। বলো তুমি—কোথায়—কোথায় আমার সেই দুষমণ লেড়কী?—

মহ—না—তার সন্ধান আমি দেবনা—

ওগ—বলো—বলো—(মহম্মদ ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইলেন)

(শিরিণার ছুটিয়া প্রবেশ)

শিরিণা—বলো—বলো পিতা, কোথায় সেই লেড়কী?

মহ—তুমিও তার পরিচয় জানতে চাও শিরিণা?

শিরিণা—পিতা···

মহ—পিতা আমি নই, পিতা তোর ওই····

(ওগদাই খানকে নির্দ্দেশ ; শিরিণার আর্ত্তনাদ)

শিরিণা—হ্যাঁ, এই নরঘাতক দস্যু আমার পিতা। ইয়ে খোদা মেহের-বান—এ পরিচয় জানবার চেয়ে—তুমি আমায় মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও— [প্রস্থান

ওগ—দুষমণী পালিয়ে যায়—ওকে ধরবো—ওকে ধরে আনবো! দুষমণীর খুন্—দুষমণীর খুন্—

মহ—খবর্দ্দার—(গুলি ছুড়িলেন)

ওগ—ওঃ—হো—হুলাগু, মাঙ্গু, চাক্‌দাই, সর্দ্দার কতল—সর্দ্দার কতল—

[ওগদাই মাটীতে পড়িয়া গেল ; নেপথ্যে রণদামামা বাজিয়া উঠিল ; সমবেতস্বরে কোলাহল উঠিল]

নেপথ্যে মোঙ্গলগণ—সর্দ্দার কোতল—তাজা খুন—দুষমণের খুন !

(কুয়ুকের প্রবেশ)

কুয়ুক—সর্ব্বনাশ, দুশো মোঙ্গল দুশো বাঘের মত হাতিয়ার নিয়ে ছুটেছে। এখনি এসে যাবে, কী করে ওদের বাধা দেব? বাদশাহকে রক্ষা করতে হলে এখন একমাত্র উপায়—হ্যাঁ এই বাঁধ—এই পাহাড়ী নদীর বাঁধ…

মোঙ্গলগণ—ধর্ ধর্ দুষমণকে…

[কুয়ুক কামান দাগিল। বাঁধ ভাঙ্গিয়া জলস্রোতে প্লাবন বহিল। মোঙ্গলগণ অন্ত তীরে থমকিয়া দাঁড়াইল।]

চতুর্থ দৃশ্য

বিজয়নগর প্রাসাদকক্ষ।

হরিহর রায় ও হাসান বাহমান।

হরিহর—বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা ঐ বাদশাহী ফৌজের! নিজে মালেক খসরু আমায় প্রতিশ্রুতি দিল তুঙ্গভদ্রার বাঁধ অক্ষত রইবে, আর সুযোগ বুঝে কামান দেগে তা চূর্ণ করে দিল!

হাসান—এমন বিরাট জলপ্লাবন দাক্ষিণাত্যে আর কখনো হয়নি মহারাজ। প্রলয়ঙ্কর গর্জ্জনে পাগলা নদী ছুটে প্লাবিত করে ধেয়ে চলেছে, আর তারই সর্ব্বনাশা স্রোতে নিরীহ নর-নারী, গো, মেষ প্রভৃতি পশুর অজস্র শবদেহ ভাসতে ভাসতে চলেছে। একবার—একবার যদি সে দৃশ্য চোখে দেখতেন মহারাজ!

হরিহর—থাক, থাক হাসান, তুমি চুপ করো, আমার সোনার বিজয়নগরের লক্ষ লক্ষ নিরীহ ভাই বোন প্রলয়ঙ্করী তুঙ্গভদ্রার রোষে আত্মাহুতি দিচ্ছে—তটে দাঁড়িয়ে নিজের চোখে সে দৃশ্য আমি দেখতে চাই না। দেখতে পারব না।

হাসান—মহারাজ—মহারাজ—

হরিহর—আর দেখব কি? যে প্রলয় জলোচ্ছ্বাস গর্জ্জন করে ধেয়ে আসছে এখনো যদি বাঁধ দিয়ে তাকে শৃঙ্খলিত করতে না পারি তা হলে সপ্তাহ মধ্যে সমস্ত বিজয়নগর মহাসমুদ্রবক্ষে বিলীন হয়ে যাবে। কী করব? একদিকে জলোচ্ছ্বাস—অন্যদিকে বাদশাহী ফৌজের আক্রমণ। রাজ্যের অর্দ্ধেক স্থপতি নিযুক্ত করেছি নূতন বাঁধ নির্ম্মাণ করতে—অর্দ্ধেক নিযুক্ত রয়েছে শত্রুর তোপে ধ্বসে পড়া দুর্গ সংস্কার করতে। কোন্ দিক রক্ষা করব

বলতে পার হাসান বাহমান? ইচ্ছে হচ্ছে এই মুহূর্ত্তে লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করি যদি কেউ সেই বিশ্বাসঘাতক মালেক খসরু আর অত্যাচারী বাদশাহ মহম্মদ তোঘলকের মুণ্ড এনে আমাকে উপহার দেয়।

(গঙ্গু বাহমাণীর প্রবেশ)

গঙ্গু—বৃথা উত্তেজিত হচ্ছ বৎস! কোনো অপরাধে অপরাধী নয় তারা!

হরিহর—অপরাধী নয়! তুঙ্গভদ্রার বাঁধ!

গঙ্গু—সে বাঁধ মালেক খসরু ভাঙ্গেনি, সম্রাটও নয়।

হরিহর—তবে?

গঙ্গু—ভেঙ্গেছে কুযুক নামে এক মোঙ্গল দস্যু!

হাসান—পিতা—

গঙ্গু—হ্যাঁ পুত্র সেই কুযুকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। আমি তার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনেছি।

হাসান—কি সে বৃত্তান্ত?

গঙ্গু—সম্রাটের পালিতা কন্যা শিরিবাণুর জন্মদাতা পিতা মোঙ্গল দস্যু ওগদাই খান্ তার সতী সাধ্বী পত্নীকে একরাত্রে সন্দেহ করে হত্যা করেছিল। সেই সতী সাধ্বীর অপরাধ—সে এক গলিত কুষ্ঠরোগীকে নিজের শয্যায় শুইয়ে মাতৃস্নেহে তাকে সেবা কচ্ছিলো। জানোয়ার স্বামীর আঘাতে সতী সাধ্বীর মৃত্যু হ'ল—আর তাঁর শিশু সন্তানকে কুড়িয়ে আনলেন সম্রাট মহম্মদ তোঘলক!...কালক্রমে কুষ্ঠরোগী সুস্থ হয়ে উঠল। ওগদাই খানের দস্যুদলে সে কুটীর সংস্থান করতে যোগ দেয়। রোগ ক্ষতে বিকৃত মূর্ত্তি বলে ওগদাই খান তাকে কোন দিনই চিনতে পারিনি! সে দস্যু হ'ল ঐ কুযুক।

হাসান—কুযুক !

গঙ্গু—হ্যাঁ, তুঙ্গভদ্রার বাঁধের কাছে সম্রাটের মুখে যখন ওগদাই খান ও শিরিবাণু উভয়ে পরস্পরের সম্পর্ক জানলো তখন প্রতিহিংসা পরায়ণ ওগদাই খান শিরিবাণুকে হত্যা করতে উদ্যত হ'ল। ফলে নিহত হ'ল ওগদাই খান সম্রাটের পিস্তলের গুলিতে। উন্মত্ত মোঙ্গল দস্যুদল তখন ধেয়ে এল তাদের সর্দারের হত্যার প্রতিশোধ নিতে। সম্রাটকে রক্ষা করবার অন্য কোন উপায় নেই, মোঙ্গল দস্যুদলকে বাধা দেবার আর কোন পথ নেই · তাই নিরুপায় হয়ে কুযুক কামান দেগে ভেঙ্গে দিয়েছে তুঙ্গভদ্রার বাঁধ।

হরিহর—যেই ভাঙ্গুক, ফল ত হয়েছে একই। আজ লক্ষ লক্ষ নিরীহ বিজয়নগরবাসী নিষ্ঠুর মৃত্যুর কবলে পড়ে আকাশে দুবাহু তুলে নিষ্ফল আর্তনাদ কচ্ছে—তার জন্য দায়ী কে—দায়ী ঐ সম্রাট ·· সম্রাটকে উপলক্ষ করেই, সম্রাটকে বাঁচাতে গিয়েই আজ এই মৃত্যু যজ্ঞের আয়োজন। পাষাণ · পাষাণ হৃদয় বাদশাহ জানে না কখনো মৃত্যুর কী বেদনা, আত্মীয় বিয়োগের কী তীব্র শোক জ্বালা। কেমন করে জানবে—পাগলা নদী গ্রাস কচ্ছে আমারই সর্ব্বস্ব, বাদশাহের আপন বলতে একটী প্রাণীকেও তো কাল-নাগিনী ছোবল মারেনি !

(উৎপলবর্ণা ও শিরিবাণুর প্রবেশ)

উৎপলবর্ণা—না প্রভু, কালনাগিনী বিষ ঢেলেছিল, নীলকণ্ঠের মত সে বিষকে জীর্ণ করে এই দেখ মৃত্যু বিজয়িনী আবার ফিরে এসেছে।

হরিহর—কে ইনি ?

উৎপল—বাদশাজাদী শিরিবাণু !

হরিহর—বাদশাজাদী—

শিরি—না, বাদশাজাদী ছিলুম, কিন্তু আত্মপরিচয় পাবার পর তো নিজেকে বাদশাজাদী মনে করতে পারি না। আমি মুশাফির, পথ ধরে চলেছিলুম, হঠাৎ পাগলা নদী দু বাহু মেলে আমাকে বুকে টেনে নিলে। ভাবলুম—মায়ের বুকে কখনো শুইনি,—তাই মা আমার পাগলা নদী হয়ে আমায় দোলা দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছেন, বড় শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লুম। কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে দেখি কোথায় মা? জীবনে বারবার যেমনটী হয়েছে ঠিক তেমনি করে নিষ্ঠুর নিয়তি আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ধূলোর মাঝখানে। সামনে দিয়ে নদী রূপিনী খল খল করে হেসে বয়ে চলেছে অসীম কৌতুকে!

উৎপল—বালির তটে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছিলেন! অনেক চেষ্টায় চেতনা সঞ্চার করলুম—নিকটস্থ কৃষক বধূর গৃহে সিক্ত বেশ পরিবর্ত্তন করে নিয়ে এলুম এইখানে।

হরিহর—শাহাজাদী, আপনাকে অতিথিরূপে পেয়ে আমরা গৌরবান্বিত। যাও, রাণী বাদশাজাদীর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দাওগে—

শিরিবাণু—বিশ্রাম! না⋯এখানে তো বিশ্রাম দিতে পারবোনা। আমায যে ফিরে যেতে হবে!

হরিহর—কোথায় যাবেন?

শিরি—মুহূর্ত্তের উত্তেজনায অভিমান ভরে সম্রাটকে ত্যাগ করেছিলুম—কিন্তু যেতে পারলুম না! তুঙ্গভদ্রা আমায় আছড়ে ফেলে বললে, কাকে ত্যাগ কচ্ছিস হতভাগী? সম্রাট তোর পিতা নয⋯ কিন্তু পিতারও অধিক! যা ফিরে যা, তাঁর কাছে ফিরে যা⋯

হরিহর—যাবেন? আপনি সম্রাটের কাছে যাবেন?

শিরি—যাবো না! তিনি যে অসুস্থ! এই তিন দিন তিন রাত্রি

অনাহারে অনিদ্রায় যাপন কচ্ছেন। রোগশীর্ণ পাণ্ডুর বদনে দিগ্বিজয়ী ভারত সম্রাট আজ আকাশ পানে চেয়ে—তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। আমি স্পষ্ট দেখছি তাঁর শোক পরিম্লান মুখচ্ছবি··· তিনি আমায় খুঁজছেন। শিরিণা—শিরিণা বলে আর্ত্তনাদ কচ্ছেন। পিতা—আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি—

হরিহর—দাঁড়ান বাদশাজাদী! সম্রাট শিবির বহু দূরে। আর তা ছাড়া বিজয়নগরের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ চলেছে—এসময়ে এখান হতে সম্রাট শিবিরে একা পৌছান আপনার পক্ষে অসম্ভব?

শিরিণা—তবে, তবে কি হবে?

হরিহর—চলুন—আমরা আপনাকে সঙ্গে করে পৌছে দেব সম্রাট শিবিরে!

শিরি—আপনারা পৌছে দেবেন? কিন্তু আপনাদের সঙ্গে ত আমি যেতে পারব না?

হরিহর—কেন?

শিরি—বিজয়নগরের সঙ্গে সম্রাটের যুদ্ধ চলেছে। বিজয়নগর সম্রাটের শত্রুপক্ষ। শত্রুপক্ষের সাহায্যে আজ যদি সম্রাট কন্যা—

হরিহর—আমরা শত্রুরূপে সেখানে যাবনা সম্রাট কন্যা। কূলপ্লাবিণী বন্যা ও বাদশাহী আক্রমণে বিজয়নগর আজ ধ্বংস প্রায়। তাই আমরা সম্রাটের কাছে যাবো সন্ধি প্রার্থনা নিয়ে।

শিরি—কিন্তু তবু, বাদশাহী কর্ম্মচারীরা যখন দেখবে যে বাদশাহের হারিয়ে যাওয়া কন্যাকে বিজয়নগর রাজ দয়া করে অনুকম্পা ভরে কুড়িয়ে এনে ফিরিয়ে দিতে এসেছেন, সেই মুহূর্ত্তে সম্রাটের উন্নত শির যে অবনত হবে! সে অপমান আমি কেমন করে—

হরিহর—সেজন্যও আপনার চিন্তা নেই। আপনাকে যদি আমরা ছদ্মবেশে সম্রাট শিবিরে নিয়ে যাই ?

শিরি—ছদ্মবেশে !

হরিহর—হাঁ, যে বেশে দেখলে বাইরের কেউ আপনাকে সম্রাট কন্যা বলে চিনতে না পারে—তাহলে আপনি সম্মত ?

শিরি—হ্যাঁ। আমি সম্মত। আমি যাবো আপনাদের সঙ্গে।

হরিহর—আসুন।

পঞ্চম দৃশ্য

দুর্গ নিম্নে জলস্রোত। রাত্রিকাল।

মালেক—সম্রাট, সম্রাট, ওখান থেকে নেমে আসুন সম্রাট।

[দুর্গ প্রাকারে মহম্মদকে দেখা গেল, তিনি ধীরে ধীরে নামিয়া আসিলেন]

মহম্মদ—মালেক খসরু, ভয় পেয়েছো ?—ভেবেছো, আমি দুর্গ প্রাকার হতে নিম্ন প্রবাহিনী ঐ উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ব ? দীর্ঘ দিনমান অনাহারে কাটিয়েছি—বিনিদ্র নিশীথ রাত্রে উত্তপ্ত মস্তিষ্কে এই দুর্গ চত্বরে একাকী পাদ-চারণা করেছি, কখনো বা মুহূর্তের স্বপ্নঘোরে অর্থহীন আর্ত্তনাদ করে উঠেছি—সবই সত্য, কিন্তু তা বলে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হ'ব, এত খানি উন্মত্ততার কোনো লক্ষণ কি আমার মুখে ফুটে উঠেছে মালেক !

মালেক—সম্রাট !

মহম্মদ—চুপ ! ও কিসের গর্জ্জন ?

মালেক—বাইরে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে।

মহম্মদ—না, মেঘ গর্জ্জন নয়। ও গর্জ্জন ওই ভীমরূপা জলস্রোতের! পাষাণ দুয়ার ভেঙ্গে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহিনীকে আমরা মুক্তি দিয়েছি, লক্ষ লক্ষ উদ্যত তরঙ্গ শিকার লোলুপ সিংহিনীর মত গর্জ্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দংষ্ট্রা নখরাঘাতে ভীতত্রস্ত জীবকুলকে সংহার করতে। সংহারিণীকে বহু নরমাংস, বহু উপাদেয় ভোজ্য বস্তু মুখে তুলে দিয়েছি। তাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমারি দুর্গ মূলে কুণ্ডলী পাকিয়ে বারম্বার আছড়ে পড়ছে, ফেণোচ্ছ্বাসিত মুখে আমার পদচুম্বন করে আমায় সকৃতজ্ঞ অভিবাদন জানাচ্ছে। এমনি করে অভিবাদন জানাতে জানাতে সহসা যেন মনে হ'ল মালেক—

মালেক—কী? কী সম্রাট।

মহম্মদ—সিংহিনী তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাঘাতে যেন আমাকেই দংশন করলো। চীৎকার করে উঠলুম—ওরে ছেড়ে দে, ছেড়ে দে; সে ভয় পেয়ে আমায় ছেড়ে দিল। তারপর ··তারপর, না—মস্তিষ্কে যেন ধুম কুণ্ডলী উঠছে, কিছুই স্মরণে আসে না। কেন, কেন এমন মনে হ'ল মালেক, ঐ প্রলয়ঙ্করী প্রবাহিনী কি কখনো আমাকে গ্রাস করতে এসেছিল?

মালেক—না সম্রাট, কখনো না, আমরা সর্ব্বক্ষণ আপনাকে দেখছি।

মহম্মদ—আমায় দেখছ! আমায় কতটুকু দেখছ? কতটুকু দেখতে পাচ্ছ! বিরাট বনস্পতি বজ্রাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে—পড়ে আছে শুধু স্তূপীকৃত জলন্ত অঙ্গার খণ্ড। মালেক খসরু, যদি বুঝতে না পার, দেখ এই জ্বর-তপ্ত উত্তপ্ত ললাট, কী প্রদাহ, কী মর্ম্মান্তিক যাতনায় আমি জলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি!

মালেক—উঃ একি উত্তাপ! সম্রাট আপনি নিতান্ত অসুস্থ!

মহম্মদ—দীনাতিদীন ভিক্ষুক যে এক মুষ্টি তণ্ডুলের জন্য দ্বারে দ্বারে

ভিক্ষা মেগে বেড়ায, তারও রোগ শয্যায বসে সেবাময়ী মাতৃমূর্ত্তি দুটি কল্যাণ হস্ত বুলিয়ে রোগ যন্ত্রণা দূর করে দেয়—নিদ্রাহীন আঁখি পল্লব মাতৃ হস্তের মঙ্গল স্পর্শে আপনা হতে ঘুমে জড়িয়ে আসে, আর আমি···তামাম হিন্দুস্থানের শাহান শা বাদশা, আমার রোগ শয্যার পার্শ্বে আজ কেউ নেই···কেউ নেই···

মালেক—সম্রাট আপনার মর্ম্ম বেদনা আমি বুঝতে পাচ্ছি! আমি বাদশাজাদীকে নিয়ে আসব। যেখান থেকে হোক·· যেমন করে পারি তাঁকে ফিরিয়ে আনব!

মহম্মদ—মালেক খসরু!

মালেক—গোলামের গোস্তাকী মাফ করবেন হজরৎ। শাহাজাদী চলে যাবার পর আপনি একটি বারও কারও কাছে তাঁর নামোল্লেখ করেন নি, একটি বারও তাঁকে ফিরিয়ে আনতে আদেশ করেন নি। কিন্তু আপনার এই নিশ্চল পাষাণ মুর্ত্তির পানে আমি গোপনে তাকিয়ে দেখতুম · এই তিনদিন ধরে নিশীথ রাত্রে নিদ্রা জাগরিত ছায়া মুর্ত্তির নিঃশব্দ পদচারণা দেখেছি! কখনো মনে হয়েছে অতি অলক্ষ্যে শিরিণা বলে অস্ফুট আহ্বান ধ্বনি বাতাসে ভেসে গেছে। সে দৃশ্য দেখে আমি চোখের জল রুখতে পারিনি সম্রাট। তাই গোপনে, আপনার অনুমতি না নিয়ে আমি চারিদিকে গুপ্তচর প্রেরণ করেছি শাহাজাদীর সন্ধান করতে।

মহম্মদ—কোনো সন্ধান পেয়েছ!

মালেক—এখনো পাইনি! তবে!

মহম্মদ—সন্ধান করো···সন্ধান করো···যদি বুঝতে পেরে থাকো, স্নেহহীন, মায়াহীন, কী কঠোর নিষ্করুণ মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে এ জীবন··· মালেক খসরু, ভাই, বন্ধু, আমি তোমায় মিনতি করে বলছি, ফিরিয়ে আনো, ফিরিয়ে আনো আমার কন্যা···ফিরিয়ে আনো আমার

জীবন-নির্ঝরিণী! তারই জন্য আমি এ বিজয়নগর ত্যাগ করতে পাচ্ছিনা। তারই প্রতীক্ষায় প্রয়োজন হয় যুগ যুগ ধরে এই বিজয়-নগরে…মালেক খসরু—অস্ত্র…অস্ত্র…না চলে গেছে…

মালেক—কে?

মহম্মদ—গুপ্তঘাতক! চারিদিক হতে…গুপ্তঘাতকের দল আমায় বেষ্টন করে রয়েছে।

মালেক—সত্য সত্য সম্রাট! ক্ষণপূর্ব্বে আমরা এক গুপ্তঘাতককে এই দুর্গ নিয়ে গুলী করে বধ করেছি।

মহম্মদ—বধ করেছ! গুলি তার অঙ্গে বিদ্ধ হল!

মালেক—কেন হবে না সম্রাট—

মহম্মদ—কিন্তু শত চেষ্টা করেও আমি তো বধ করতে পারিনা। গভীর নিশীথে পাদচারণা করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়ে শয্যার আশ্রয় নিই, অন্ধকারের স্তরে স্তরে অগ্নি চক্ষু গুপ্তঘাতকেরা আমায় আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে। আমি তাদের লক্ষ্য করে গুলি করেছি, ছুরিকাঘাত করেছি; কিন্তু গুলি বিদ্ধ হয়েছে ঘরের প্রাচীরে, ছুরিকাঘাতে শত ছিন্ন হয়েছে আমারি এই শয্যা বস্ত্র, আততায়ী হাওয়ার সাথে মিশিয়ে গেছে।

মালেক—সম্রাট!

মহম্মদ—আবার ঘুম চোখে জড়িয়ে আসে, ভয় হয় আমি চোখ বুজলেই তারা আবার এগিয়ে আসবে!

মালেক—না সম্রাট কেউ আসবে না, এ আপনার জ্বরতপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা! আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে নিদ্রা যান।

মহম্মদ—নিদ্রা যাব!

মালেক—দ্বারে দ্বারে শস্ত্রধারী প্রতিহারী রাখব। আমি নিজে সমস্ত রাত্রি আপনার প্রকোষ্ঠের চারিদিকে প্রহরা দেব। আমার

অজ্ঞাতে একটি পিপীলিকা পর্য্যন্ত এ কক্ষে প্রবেশ করতে পারবে না। আপনি বিশ্রাম করুন হজরৎ, রোগতপ্ত দেহকে একটুখানি বিশ্রাম দিন।

মহম্মদ—তবে তাই হোক মালেক···আমি আর জাগতে পাচ্ছিনা···দেহ আমার অবশ হয়ে আসছে। আমি ঘুমুই, আঃ কতকাল ঘুমুইনি···

(শয্যায় শায়িত হইলেন)

[মালেকের প্রস্থান

(একটু পরে) কে! কে ওখানে···

(মালেকের প্রবেশ)

মালেক—হজরৎ, আমি মালেক খসরু!

মহম্মদ—ওঃ যাও, আলো নয়, আরও অন্ধকার · আরও অন্ধকার।

[নিদ্রিত হইলেন]

(একটু পরে পুরুষ বেশে শিরিণা ও মালেকের প্রবেশ)

(মালেক সম্রাটকে ইঙ্গিতে দেখাইল)

মালেক—(অস্ফুট কণ্ঠে) তিন রাত্রির পর·· এই প্রথম ঘুম।

[শিরিণা মালেককে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। মহম্মদের কাছে গেল]

শিরিণ—না ডাকব না।

[পায়ের উপর নিঃশব্দে মাথা রাখিল। মহম্মদ চমকিয়া উঠিলেন]

মহম্মদ—কে! গুপ্তঘাতক! [বলিয়া শিরিণার বুকে ছুরী বসাইয়া দিলেন। শিরিণা আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেলেন]

একি! শিরিণা···

(মালেক, হাসান, গঙ্গু, হরিহরের প্রবেশ)

মালেক—একি! সর্ব্বনাশ!

মহম্মদ-কে! ওঃ, এসেছ (কাছে গেলেন সকলের মুখের দিকে তাকাইলেন) ভেবেছিলুম তোমরা অপরাধের বিচার করতে

এসেছ। চোখে জল ঝরছে তোমরা কী বিচার করবে ?

[অট্টহাসি হাসিয়া শিরিণার প্রতি দৃষ্টি পড়াতে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন]

মালেক—সম্রাট ! সম্রাট !

মহম্মদ—(চিনিয়া) মালেক, কাফণের ব্যবস্থা করো। রাজা হরিহর রায়, বিজয়নগরে যে প্রয়োজনে অপেক্ষা কর্‌ছিলুম তা ফুরিয়ে গেছে, আজই রাত্রের অন্ধকারে আমি বিজয়নগর ত্যাগ করে চলে যাবো। আমার কন্যা আমার সঙ্গে গেল না, সে পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে এখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। আপনার বিস্তীর্ণ রাজ্য আপনারই থাক, তার মধ্য হতে শুধু আমার কন্যার ঘুমুবার জন্য আমি আপনার কাছে দাবী করছি না, আদেশ কর্চ্ছি না—অনুরোধ জানাচ্ছি, প্রার্থনা কর্চ্ছি - করজোড়ে সকাতরে ভিক্ষা চাইছি, আমার কন্যার কবরের মত একটু জমি আমায় দান করুন। বলুন ; সে ভিক্ষা পূর্ণ করবেন রাজা !

হরিহর—শাহানশা, আমায় এমন করে বলে অপরাধী করবেন না। অনুমতি দিন, সম্রাট কন্যার বিশ্রামের জন্য আমি এই বিজয়নগরে মাণিক্য খচিত মর্ম্মর সৌধ নির্ম্মাণ করে দিই !

মহম্মদ—না রাজা, পথে কুড়িয়ে পাওয়া ফুল পথেই ঝরে গেল, তার বুকে পাথর চাপাবেন না। সবুজ ঘাসের গালিচা হবে আমার মায়ের আস্তরণ—তার ওপর থাকবে নক্ষত্র মাণিকজ্বালা ঘন নীল আসমান। মাঝে মাঝে এই বিজয়নগরে হয়তো ছুটে আসব রাজা, আমায় বাধা দেবেন না; আমি সম্রাটরূপে আসব না। তীর্থ-যাত্রী যেমন করে তীর্থ দেখতে আসে, আমিও আসব বিজয়নগরে অবনত মস্তকে • এই মহাতীর্থকে আমার অভিবাদন জানাতে।

[সকলে মস্তক নত করিল]

যবনিকা

আমাদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী

উপন্যাস

ইন্দ্রজিৎ—(রস-রচনা) ইন্দ্রজিতের খাতা—৩৲

মতিলাল দাস—মন্দার পর্বত— ৲ অনাথবন্ধু বেদজ্ঞ—শাশ্বতী—২।৷৹

উৎপলেন্দু সেন—বিজিতা—১৷৷৹

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—বাসরে মিলন—২৲

বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়—কপালকুণ্ডলা—২৷৷৹ কৃষ্ণকান্তের উইল—১৷৷৹

রাধারাণী—৷৷৹ রজনী— ।৹

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—বীরাঙ্গনাকাব্য—১।৹ ব্রজাঙ্গনাকাব্য—৷৷৵৹

মেঘনাদ বধকাব্য - ২৷৷৹

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—নারীজন্ম - ৩৲ আকাশ কুসুম—২৷৷৹

খরস্রোতা—৩৲

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় - বনজ্যোৎস্না—৩৲ যাত্রাসহচরী—৩৲

সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়—নেকরোড—৩৲

বন্দে আলী মিয়া—ঘূর্ণী হাওয়া—২৲

সাহিত্য, সমালোচনা, জীবনী

মোহিত মজুমদার বিচিত্র কথা—৩৷৷৹

সারদা দত্ত—জীবন সন্ধ্যা—১৲

বিজয় বানার্জ্জী—এযুগের সাহিত্য—৩৲ নাৎসী যুদ্ধের রীতি নীতি—২৲

ইন্দুভূষণ সেন—বাঙ্গালীর খাদ্য—৩৲

হেমেন্দ্র দাসগুপ্ত—সাহিত্য সাধক চিত্তরঞ্জন—৩৷৷৹ বিপ্লবী ভারতের কথা—২৲